প্রথম আলো

Prothom Alo North America

1 February 2024, Thursday, 7th Year, Issue 359, 40 Pages

১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪, ১৮ মাঘ ১৪৩০, ২০ রজব ১৪৪৫, বৃহস্পতিবার, বর্ষ ৭, সংখ্যা ৩৫৯, পৃষ্ঠা: ৪০

২ ফেব্রুয়ারী নিউইয়র্কসহ ৩০ শহরে মুক্তি পাচ্ছে মোশাররফের হুব্বা পৃষ্ঠা ১৬

এপ্রিলে সুচিত্রা সেন আন্তর্জাতিক বাংলা চলচ্চিত্র উৎসব পৃষ্ঠা ২৫

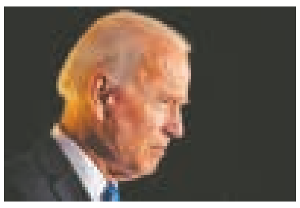

প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন

কী করবেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন?

ডেস্ক রিপোর্ট

প্রচণ্ড চাপ এখন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের ওপর।২৮ জানুয়ারি রোববার ড্রোন হামলায় তিন সেনাসদস্য নিহতের ঘটনার মধ্য দিয়ে নতুন উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে। হামাস–ইসরায়েল সংঘাত শুরুর পর মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলে প্রথমবারের মতো মার্কিন সেনারা শত্রুপক্ষের হামলায় নিহত হলেন।

মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলে এ উত্তেজনা বৃদ্ধি বলতে গেলে অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। গত অক্টোবরের মাঝামাঝি সময় থেকেই ইরাক ও সিরিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক স্থাপনাগুলো বারবার ইরান–সমর্থিত সশস্ত্র

এরপর পৃষ্ঠা ২৯ কলাম ১

এ কি ভানুমতীর খেল?

জাতীয় সংসদ

নব্বই দশকের শুরুতে সংসদীয় গণতন্ত্রের পথচলা শুরু হলেও এখন পর্যন্ত কার্যকর সংসদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়নি।

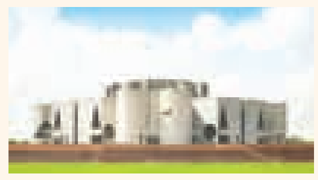

- সংরক্ষিত ৫০টি আসনের মধ্যে ৪৮টি পেতে যাচ্ছে আ.লীগ। ফলে ৩৫০ আসনের ৩৩৬ তাদেরই।
- জাতীয় পার্টি ১১টি এবং সংরক্ষিত নারী আসনে ২টি আসন বরাদ্দ পাবে।

তানভীর সিদ্দিকী

আশির দশকে সংসদের ৩০ নারী সংসদ সদস্যদের “ ৩০ সেট অলংকার” নামে আখ্যায়িত করেছিল যায় যায় দিন ম্যাগাজিনে। পরে হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ সেই ম্যাগাজিনকে নিষিদ্ধ করেছিলেন। তখন হয়তো ৩০ জনকে নিয়ে বলেছিলেন। কিন্তু এখন সেই সংসদ নিয়ে বলা যায় ,এ ৩০০ বা তার চেয়ে বেশি সেট অলংকার নিয়ে জাতির কি হবে। সরকারের সমালোচনা কে করবেন। তারমধ্যে আওয়ামী লীগ বুধবার নির্বাচন কমিশনে গিয়ে বলেছে, স্বতন্ত্রদের সাথে তারা জোট করেছে। তাই সংরক্ষিত নারী আসনের ৫০টির মধ্যে ৪৮টি আসন তারা পাবে। বাহ চমৎকার। আওয়ামী লীগ এবং আওয়ামী লীগের সংসদ। এ যদি হয় তাহলে এ সংসদে সত্যিকারে জনগণের কথা কে বলবেন। জনগণের প্রতিনিধিত্ব কে করবেন।

গত ৭ জানুয়ারি আরো একটি বিতর্কিত নির্বাচনের আয়োজন করে আওয়ামী লীগ সরকার। যে নির্বাচনে বিএনপি এবং সমমনা দলগুলো অংশ নেয়নি। ২০২৪ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ২২৩টি , স্বতন্ত্র ৬২টি জাতীয় পার্টি ১১টি এবং জাসদ,বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি ও বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি একটি করে আসনে জয়ী হয়েছে। এর বাইরে নওগাঁ এর একটি আসনে এখনো নির্বাচন বাকী আছে।

মজার বিষয় হচ্ছে , স্বতন্ত্র ৬২ সিটের সবাই আওয়ামী লীগের বিভিন্ন স্তরের নেতা। এর অর্থ হচ্ছে আওয়ামী লীগের ২২৩ আসনের সাথে ৬২ সিট মিলে হয় ২৮৫ সিট। এবার জাতীয় পার্টি ব্যতিরেখে যে ৩টি আসন আছে তারমধ্যে কল্যাণ পার্টি ছাড়া বাকী দুইটি দল নৌকা প্রতীকে নির্বাচন করেছেন। আর কল্যাণ পার্টির বিজয়ী প্রার্থী মেজর জেনারেল ইবরাহিম কিভাবে জিতেছেন তা সবার জানা। অর্থাৎ এ তিন আসও আওয়ামী লীগের । তারমানে ২৮৫ যোগ ৩ মোট ২৮৮ আসন। বাকী জাতীয় পার্টির ১১ আসন আওয়ামী লীগের বদন্যতায় পেয়েছেন বলে সবাই জানে। তার প্রমাণ জাতীয় পার্টিকে আওয়ামী লীগ ২৬টি আসন ছেড়ে দিয়েছে। এ ধরণের ১১টি আসনে জাতীয় পার্টি জিতেছে। তাহলে বলা যায় পরোক্ষভাবে এ আসন গুলোও আওয়ামী লীগের ।

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ১

নির্বাচন বর্জনে বিএনপির কি লাভ হয়েছে?

নিউজ ডেস্ক

বিএনপি এবং তার মিত্র জোটের বর্জনের মধ্যেই টানা চতুর্থবার নির্বাচনে জয়ী হয়ে সরকার গঠন করেছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ। দ্বাদশ সংসদের প্রথম অধিবেশন শুরু হচ্ছে ৩০শে জানুয়ারি।

গত এক বছরের বেশি সময় ধরে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন এবং সরকারের পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলন করে আসছিল বিএনপি। শেষ পর্যন্ত বিএনপি এবং তার রাজনৈতিক মিত্ররা নির্বাচন বর্জন করে। নির্বাচনের কয়েকদিন আগে থেকে দলটি কঠোর কর্মসূচি থেকে সরে এসে লিফলেট বিতরণের মতো কর্মসূচি দেয়। নির্বাচনের পর বিএনপি এবং সমমনা দলগুলো কালোপতাকা মিছিল কর্মসূচি পালন করছে ঢাকা এবং সারাদেশে।

ফলে এখন প্রশ্ন উঠেছে, নির্বাচন বর্জন করে কি কোনো রাজনৈতিক অর্জন হলো বিএনপির? ৩০ জানুয়ারী মঙ্গলবার এই পটভূমিকায় বিবিসি বাংলা এক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। যদিও দলটির ভাইস চেয়ারম্যান নিতাই রায় চৌধুরী বিবিসি বাংলাকে বলেছেন, নির্বাচন বর্জন করে বিএনপি জয়লাভ করেছে।

তবে এই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করেন, একটি নির্বাচন হয়ে যাওয়ার পরে

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ১

- রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করেন, একটি নির্বাচন হয়ে যাওয়ার পরে বাংলাদেশে আন্দোলনের মাধ্যমে সরকার পতনের তেমন কোনো সুযোগ থাকে না।
- দলটির নেতাকর্মীরা বলছেন, আন্দোলনে সফলতা এবং ব্যর্থতা নিয়ে দলের মধ্যে নানা মূল্যায়ন যেমন চলছে।

রিজার্ভ কমে আবারো ১৯ বিলিয়ন ডলারের ঘরে

ডলার সংকট

প্রতিদিন ডলার বিক্রি করছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। ফলে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ দিন দিন কমছে।

ঢাকা অফিস

দেশে দীর্ঘদিন ধরে চলছে ডলারের সংকট। এ সংকট উত্তরণের অন্যতম উপায় রেমিট্যান্স ও রপ্তানি আয় বাড়ানো। কিন্তু সেখানে ভালো খবর নেই। অন্যদিকে আমদানির চাহিদা মেটাতে প্রতিদিন ডলার বিক্রি করছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। ফলে বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় বা রিজার্ভ দিন দিন কমছে। তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ ১৯ বিলিয়ন ডলারের ঘরে নেমে গেছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হালনাগাদ প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

বছরের শুরুতে দেশে গ্রস রিজার্ভ ছিল ২ হাজার ৭০০ কোটি ডলার। ৩১শে জানুয়ারি গ্রস রিজার্ভ ২৫.০৯ বিলিয়ন ডলারে এসেছে। অর্থাৎ এক মাসে রিজার্ভ কমেছে ১৯১ কোটি ডলার। কিন্তু আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) এর শর্ত অনুযায়ী বিপিএম-৬ ম্যাথডের ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাবের সঙ্গে ৫.১৫ বিলিয়ন ডলারের পার্থক্য রয়েছে।

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৪

অতিথি

প্রথম আলো অফিসে মাহতাবুর রহমান

বাংলাদেশের মানুষ আত্মসমর্পণ করতে জানে না

উত্তর আমেরিকা অফিস

সিআইপি, আল হারামাইন গ্রুপের চেয়ারম্যান এবং এন আর বি ব্যাংকের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মাহতাবুর রহমান নাসির বলেছেন, বাংলাদেশের মানুষ আত্মসমর্পণ করতে জানে না। অর্জনের লক্ষ্য নিয়ে বাংলাদেশের মানুষ লড়ে যায়। এ লড়াইয়ের ফসলই আজ সারা বিশ্বে

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৪

জ্যাকসন হাইটসে প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা অফিসে মাহতাবুর রহমান (মাঝে)। এ সময় সম্পাদক ইব্রাহীম চৌধুরী, নির্বাহী সম্পাদক মনজুরুল হকসহ অন্যরা তাঁকে স্বাগত জানান। ৩১ জানুয়ারি বুধবার। ছবি: প্রথম আলো

আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞরা আসতে চান ড. ইউনূসের সমর্থনে

হয়রানির অভিযোগ

বাংলাদেশে প্রতিনিধিদল পাঠানোর কথা জানিয়েছেন বেশ কয়েকজন আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব ও নোবেল বিজয়ী।

নিউজ ডেস্ক

মুহাম্মদ ইউনূস

বাংলাদেশে নোবেলজয়ী মুহাম্মদ ইউনূসকে অযথা মামলা দিয়ে হয়রানি করা হচ্ছে কি না আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞরা তা চাইলে এসে দেখে যেতে পারেন, মাসকয়েক আগে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেওয়া এই ‘আমন্ত্রণ’ গ্রহণ করে বাংলাদেশে প্রতিনিধিদল পাঠানোর কথা জানিয়েছেন আন্তর্জাতিক স্তরে সুপরিচিত বেশ কয়েকজন ব্যক্তিত্ব ও নোবেল পুরস্কার বিজেতা।

এই নিয়ে বিবিসি বাংলার করা এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২৮ জানুয়ারী রোববার প্রধানমন্ত্রী হাসিনাকে একটি খোলা চিঠি লিখে এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছে। চিঠিটিতে সই করেছেন ১২৫জন নোবেলজয়ী-সহ মোট ২৪২জন বিখ্যাত আন্তর্জাতিক ব্যক্তি। এর আগেও বাংলাদেশে অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে শ্রম আইন লঙ্ঘনের মামলার রায়ের মাধ্যমে ও দুর্নীতি দমন কমিশনের করা মামলায় 'বিচারিক হয়রানি' হচ্ছে বলে দাবি করে একাধিকবার সরকারকে চিঠি দিয়েছেন নোবেল বিজয়ী-সহ বিশ্ব নেতারা।

এই পটভূমিতেই গত বছরের অগাস্ট মাসের শেষ দিকে দেশটির প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই সব মামলা অন্যায়ভাবে

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৪

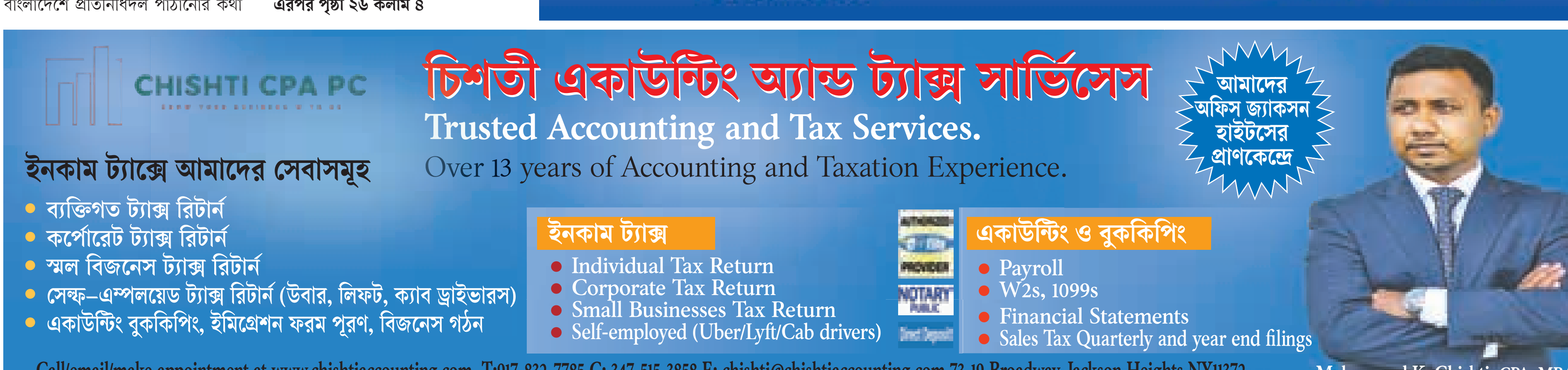

Queens Social Adult Day Care Center Inc

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইনক

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস (পিকআপ এন্ড ড্রপস)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যয়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমুদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak
Spanish, Urdu, Hindi & Arabic

আমরা নিজস্ব ট্রান্সপোর্টে ফ্রি পিকআপ এবং ড্রপ করে থাকি

আমরা ৭ দিনই খোলা

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

HOUSE & BUSINESS FOR SALE IN MICHIGAN CALL M. NASSER : (313)505-4568

Brick 5 Bedrooms, Beautiful 2206+ square feet colonial house sitting on park like lot. First floor has Living room with Fireplace, Formal Dining room, Kitchen, Family room, one Bedroom, Full Bathroom; Second floor has 4 Bedrooms, Full Bathroom, lots of storage spaces and 3rd floor is partially finished attic; Full finished Basement has a recreation room, living room, 1/2 bathroom with laundry facility and lots of storage spaces. Very large deck and a large shed in the backyard, 2 1/2 car Garage. Price $324,900. City of Warren

Ready to move in four bedroom house located in the heart of Hamtramck. 4 Bedrooms, Very large living room, two full bathroom, 2 Laundry facilities: one in the basement and other one on the second floor. Many updates includes bathrooms & Kitchen, garage and many more updates. Newer roof (2018), Kitchen remodeled in 2018, Aluminum siding, 2 car garage with remote door opener. Near Hamtramck Schools, shopping centers and major highways.

Commercial building on a main street, two miles to midtown. With established business. Apartments / Vacation Rentals. DBA/ Veterans Park Hotel. It is 2-story structure with 12 units, one storefront and a utility area with laundry and storage. Property is for sale with the business. and inventory for $1488500.00

CITY OF TROY FRESHLY PAINTED FOUR BED ROOMS, HUGE MASTER BED HAS ATTACHED FULL BATH WITH DUAL FACILITIES- TUB AND STANDING SHOWER + WALKING CLOSET,TWO AND HALF BATHS,LIVING-DINING-KITCHEN-BREAKFAST NOOK-FAMILY ROOM WITH FIRE PLACE-LIBRARY ROOM IN FIRST FLOOR HAS BUILT IN BOOKSHELVES (CAN BE USE AS FIFTH BED ROOM)-FIRST FLOOR LAUNDRY ROOM-NEWLY BUILT EXTRA FOUR SEASON /FLORIDA ROOMS WITH WEATHER PROOF WINDOWS. ROOF 2013,WINDOWS VINYL SIDINGS,FURNACE 2008,AC 2011.WASS ELEMENTARY, LARSON MIDDLE AND TROY ATHENS SCHOOL. Price $439,900

Well updated freshly painted house three bedroom one and half bath located walking distance from Elementary, Middle, High School & School Administrative office. Walk in closets on two bedrooms, Master bedroom includes attach half bath. Third bedroom's everything are new wall to ceiling. One third of the house roof is brand new. Electrical panel, AC & Furnace with all heating docks done on 2022. Third room is done just a few weeks ago. Hardwood finish, carpet, paint, kitchen ceramic tile, granite countertop, backsplash, chandeliers, sinks, bathroom vanities, sinks, toilets all of them Are year 2022 & 2023 Price $264, 900. City of Center Line.

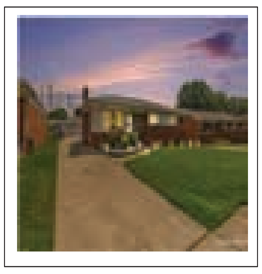

Three bedroom one an half bath house Updates include: Vinyl windows, cement, carpet, electrical box, Furnace & A/C,12 years old, roof 9 years beautiful main bath (has handicap railing and shower is barrier free). Family room has fireplace with gas line (not sure if working or hooked up), door leads to rear of home. 1/2 bath opens directly to primary bedroom and hall. Basement is partially finished with loads of storage, cedar closet, nice rec area, office w/walk-in closet, large utility room with laundry tub and closets. Nice size front porch and extended cement in back would be great for patio parties. 2+ garage is deep & yard is fenced. Price $259,100. City of Warren.

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ডে এই প্রথম বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য মেডিকেল করি

মোহাম্মদ এ. ওয়াহিদ, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

আমাদের সেবাসমূহ

- যত্নসহকারে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়
- প্রাইমারি কেয়ার/ইন্টারনাল মেডিসিন
- রক্ত, প্রস্রাব, ইকেজি, সনোগ্রাম, এলার্জি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য ফ্লু/ভ্যাকসিন
- জব, স্কুল, টিএলসি সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা (ফিজিক্যাল এক্সাম)
- হেলথ ইনসুযরেন্স ছাড়া রোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- স্কুল ফর্ম পূরণ, WIC ফর্ম, PAP Smear পরীক্ষা, ড্রাগ টেস্ট করা হয়
- স্কুল–কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- অন্য সব ধরনের চিকিৎসা অত্যন্ত যত্নসহকারে করা হয় এবং পরার্মশ দেওয়া হয়।
- আমরা প্রায় সব ধরনের ইনসুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।
  আমাদের অফিস প্রায় ৭ দিনই খোলা।

আপনি জানেন কি?

- বাংলাদেশি ও ভারতীয় অভিবাসীদের হৃদরোগের আশঙ্কা অন্যান্য আমেরিকানদের চেয়ে বেশি।
- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, থাইরয়েড, এ্যাজমা (হাঁপানি), বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, এলার্জি, যৌন রোগসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের আশঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন।

রুবিনা আক্তার, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

WAHID MEDICAL PLLC

147-28, Hillside Avenue, Jamaica, NY-11435
Tel: 718-487-3671, Fax: 718-487-3715

Gehi & Associates

ATTORNEYS AT LAW
www.gehilaw.com

Grand Opening
আমরা এখন Jackson Height

ফ্রি কনসালটেশন

74-09 37th Ave, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372 — TEL: 718-263-5999
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417 — TEL: 718-577-0711
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432 — TEL 718-764-6911

*ইমিগ্রেশন *ব্যাংক্র্যাপসি *ক্রেডিট কার্ড মেটার *ডিভোর্স *সিটিজেনশিপ *চাইল্ড কাস্টডি
*চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন *সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং

আমরা বাংলায় কথা বলি

WE ARE OPEN 7 DAYS a week

- Do you want apply for a green card?
- Are you being deported?
- Are you having credit card problems?
- Are you unable to pay your debts?
- Has your bank account been sealed?
- Are you getting harrassed by creditors?

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTING TO THEIR CREDITORS, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANRTEE FUTURE OUTVCOME

সুরাইয়া রহমান

CALL: 718-263-5999

*তুলনামূলকভাবে কম ফি *সন্ধ্যা এবং সাপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

চিত্রগ্রাহক হৃদয় অর্ণিবান খন্দকার: তাঁর অনন্য দুই কাজ

পাপেট চিত্রকলার অনবদ্যতা

অনিন্দ্য আরিফ

গত শতকের নব্বই দশকে কৈশোর কাটানো হৃদয় অর্ণিবান খন্দকার এখন মার্কিন প্রবাসী। আমরা যারা নব্বইয়ের দশকে বয়সের এই কোঠায় ছিলাম তারা একটি ব্যতিক্রমী প্রজন্মও বটে। বলা যায় যুগ সন্ধিক্ষণের অভিযাত্রী। আমাদের সমৃদ্ধ সেই কৈশোরের একমাত্র আকাশী বিনোদন ছিল বিটিভি। সেই বিটিভির একটি অনুষ্ঠান ছিল 'মনের কথা'। শিল্পী মুস্তফা মনোয়ারের সরব উপস্থিতিতে এই অনুষ্ঠানটি কৈশোরর মন হরণ করতো পাপেট আর ছবি আঁকা দিয়ে। আমাদের অনেকের মতো কৈশোরের সেই পাপেট 'পারুল' এখনও বোধ হয় দাগ কেটে যায় হৃদয়ের মনে। তাই সুদূও মার্কিন মুলুকে পাড়ি জমানো হৃদয় তার শিল্পকলার অস্ত্র ফটোগ্রাফিতে পাপেট নিয়ে উদ্ভাসিত হয়েছেন। গোটা মার্কিন দেশ ঘুরে পাপেট শো'র নানা বৈচিত্র্যেও স্থির চিত্র তুলে বেড়িয়েছেন তিনি। তারই ফসল Making A Lot Out Of Little|

হৃদয়ের এই পাপেট চিত্রায়নের বিষয় বস্তুর বয়স কিন্তু অনেক। আমরা বাংলায় এই বিষয়টিকে পুতুল নাচও বলে থাকি। আজ থেকে ত্রিশ বা চল্লিশ বছর আগে গ্রামের মেলায় এই পুতুল নাচ একটি প্রিয় ইভেন্ট ছিল। ছেলে বেলার এই আলোড়ন পুতুল নাচের শুরুটা হয়েছিল সম্ভবত প্রাচীন মিসরে। পাপেট শো হতো প্রাচীন গ্রিসেও। সমাজের শ্রেণি বৈষম্যকে গ্রিসের অনেক দার্শনিক তুলে ধরেছেন এই পুতুল নাচ দিয়ে। উনিশ শতকে ইতালি, ফ্রান্স, গ্রেট ব্রিটেনসহ সব দেশেই ছড়িয়ে পড়ে এই পাপেট শো। তখন শুধু বিনোদনের মাধ্যম হিসেবেই থাকেনা এটি, বিভিন্ন অন্তর্নিহিত বার্তা পৌঁছানোর মাধ্যম হয়েও দাঁড়ায় এটি। এখানেও বহু আগে থেকে প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনে এই পুতুল নাচের জোরালো উপস্থিতি ছিল। এমনকি বাঙলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন সাংস্কৃতিক প্রতিরোধেও পাপেট শো'র অবস্থান ছিল। তাই এরকম একটি রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বেড়ে ওঠা আলোকচিত্র শিল্পী হৃদয়ের পক্ষে পুতুল নাচের চিত্রকলার পসরা সাজানোটাই স্বাভাবিক। আর সুদূও প্রবাসে হৃদয়ের এই পাপেট চিত্রায়ন আমাদেরকে খানিকটা হলেও ফিরে নিয়ে যেতে পারে নব্বইয়ের সেই কৈশোরে। তবে গোটা মার্কিন মুলুক ঘিরে হৃদয়ের এই পুতুল নাচ অনুসন্ধানের বড় ফ্রেম আর ক্যানভাসকে অভিনবত্বের নিদর্শন হিসেবে অভিহিত করা যায়।

আমাদের মতো পোড়া দেশে অনেক কিছুর মতো পাপেট শো'র আলোড়ন কর্পোরেট শিল্পের করাল গ্রাসে অনেকটা স্থিমিত হলেও ইউরোপ আমেরিকা এই শিল্পের ঐতিহ্যকে এখনও ধারণ কেও আছে। সেটাই হৃদয় তার অনুসন্ধানী মন আর প্রগতির অস্ত্র ওয়াইড এঙ্গেল ফটোশুটে চিত্রায়নের কাব্য রচনা করেছেন। এখনও আমেরিকাতে পাপেট শো'র প্রতিবাদী সংস্কৃতির একটি হাতিয়ার হিসেবে দেদিপ্যমান তা হৃদয়ের এই চিত্রমালা ছাড়া আমাদের মতো বাঙ্গালদের অনুধাবন করা মুশকিল ছিল। প্রথমেই আমরা খ্যাতনামা বাংলাদেশি ডকুমেন্টারি ফটোগ্রাফার খালেদ হাসানের লেখা ভূমিকাতে হৃদয়ের আলোকচিত্রে মুন্সিয়ানার নানা হদিস পাই। যুক্তরাষ্ট্রের ভরমন্টের গ্লোভারে (Vermont, Glover) এরকম

পাপেট চিত্রায়ন আমাদেরকে খানিকটা হলেও ফিরে নিয়ে যেতে পারে নব্বইয়ের সেই কৈশোরে। তবে গোটা মার্কিন মুলুক ঘিরে হৃদয়ের এই পুতুল নাচ অনুসন্ধানের বড় ফ্রেম আর ক্যানভাসকে অভিনবত্বের নিদর্শন হিসেবে অভিহিত করা যায়।

বিচিত্র পুতুল নাচের থিয়েটার দলের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে হৃদয় এই ছবিগুলো তুলেছেন।

এই সব আলোকচিত্রের ল্যান্ডস্কেপ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার আগমনী সংকটে ভীত আমাদের উজ্জীবিত করে। তবে এই পুতুল নাচ গোটা দুনিয়াজুড়ে উগ্র দক্ষিণপন্থার আগ্রাসনের হুমকি আর ভয়াবহতার একটি প্রতীক হিসেবে ও মনের মধ্যে জোরালো অথচ ভয়ার্ততার সঞ্চার ঘটায়। সেজন্যই কবি অসিত কুমার রায় তার কবিতায় লিখছেন 'কবি এখন নির্বাক! ঠিক যেন একটা পাপেট।' অবশ্যই হৃদয় অর্ণিবানের পাপেট আলোকচিত্রের পসরা এই ভয়ের বিপীরিতে প্রতিরোধী সংস্কৃতির অস্ত্র হিসেবে পুতুল নাচকে গ্রহণের অনুপ্রেরণা জাগায়।

প্রকৃতি আর অতীতের নৃতাত্ত্বিক দৃশ্যায়ন

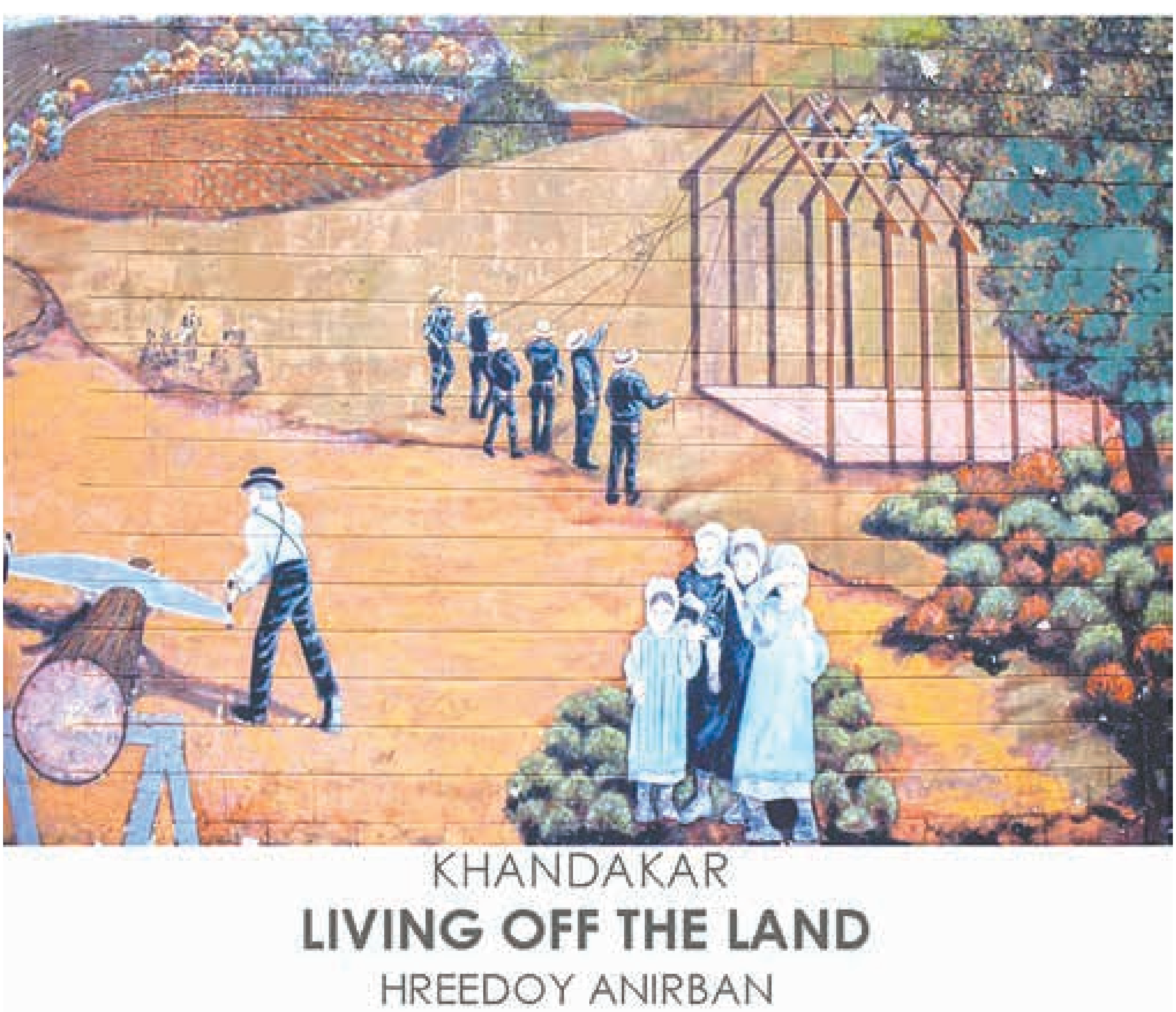

অনিন্দ্য আরিফ

আসন্ন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার হুমকিতে থাকা পৃথিবীতে এখনও অনেক প্রাচীন বৈচিত্র্য রয়ে গেছে। এই সময়ে এসে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার বর্জন করে নিত্যকার জীবন কাঁটানোটা বড় মুশকিলের বিষয়। যেখানে ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিষয়টি ভয়ানক মুশকিলের, সেখানে একটি সম্প্রদায়ের বহু মানুষের এই প্রবৃত্তি তাজ্জব হওয়ারই বিষয়। অথচ বৈশ্বিক বৈচিত্র্যের এরকম একটি সম্প্রদায় আমিশ। তারা আবার বর্তমান বিশ্বের প্রযুক্তির অন্যতম কেন্দ্রস্থল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বুকেই এরকম অদ্ভুত জীবনাচার বজায় রাখছেন! তারা এমন এক বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায় যারা বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তি আর বিজ্ঞানকে বিশ্বাস করে না। তাদের জীবনটা পুরোপুরি প্রকৃতি কেন্দ্রিক আর প্রকৃতি নির্ভর। তারা গাড়ি আর বিদ্যুতের ব্যবহার করে না, টিভি আর কম্পিউটারের মতো জিনিস তাদের জীবনে একেবাওে অনুপস্থিত। তাদের জীবনটা যেন প্রকৃতির আইন দিয়ে ঘেরা আরেক জগৎ! তাদের গ্রামগুলোতে গেলে মনে হবে টাইম মেশিনে করে দুই বা তিনশো বছর আগের ইউরোপের কোনো গ্রামে আসা গেছে! এখনকার প্রযুক্তি নির্ভর জীবনে নাগরিক ইট-কাঠ আর ইস্পাতের মোড়কে বাস করা নাগরিকদের জন্য তারা বিস্ময় আর ভাবনার একটি বিষয়।

যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভানিয়ার ল্যানকাস্টার কাউন্টিতে প্রধানত আমিশদের (Amish) বসবাস। এই আমিশ জাতির প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন জ্যকব আম্মান (Jakob Ammann)। তার নেতৃত্বে ১৬৯৩ সালে সুইজারল্যান্ড (Switzerland) এ সুইস এবং আলসাটিয়ান অ্যানাব্যাপ্টিস্ট (Alsatian Anabaptists) গ্রুপ এর মধ্যে ধর্মীয় মতভেদের কারনে বিভাজন সৃষ্টি হয়। ১৮শ শতকে অনেক আমিশরা বিভিন্ন কারনে বসতি স্থাপন এর জন্য আমেরিকার পেনসিলভ্যানিয়াতে (Pennsylvania) যায়। এখনো অনেক আমিশ কানাডা এবং আমেরিকাতে বসবাস করে। এদেও ভাষা হচ্ছে জার্মান, সুইস জার্মান, এবং ইংলিশ। এরা Anabaptists (খ্রিষ্টান ধর্মের একটা ভাগ) ধর্মে বিশ্বাসী। বর্তমানে আমিশদের জনসংখ্যা হচ্ছে ২,৪৯,০০০ জন (প্রায়) । তারা নিজেরা নিজেদের ফসল চাষাবাদ করে নিজেরাই। তারা চাষাবাদ করে সামন্ত যুগের মত, তবে বর্তমানে ট্র্যাক্টর পর্যন্ত। পশুপালন করে এবং তা দিয়ে ফসল ফলায়। আরো শুনলে অবাক হবেন তারা নিজেদের কাপড় নিজেরা তৈরি করে। তারা তাদের নিজেদের গৃহস্থালি কাজ পরিবারের সবার মাঝে ভাগ করে নেয়। আরও একটা মজার জিনিশ কি তারা আমেরিকার মত দেশে Social Security বা ট্যাক্স দেয় না।

এক সময় সিনেমা দিয়ে সমাজ বদলের স্বপ্নে বিভোর বন্ধুবর হৃদয় অর্ণিবান এখন জীবিকার তাগিদে নিউইয়র্কে বসতি গড়েছেন। মার্কিন মুলুকের হাইপার

ক্যাপিটালিজমের মধ্যে বাস করলেও হৃদয়ের সেই সরল আকাঙ্খী সত্ত্বাটিকে জলে ভেসে দিতে দেননি। তাই তো যুক্তরাষ্ট্রের এই অদ্ভুত আমিশ সম্প্রদায় হৃদয়ের কাজের একটি বড় ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিউইয়র্ক বাসের সুবাদে তিনি এই প্রাচীনতায় মোড়া সম্প্রদায়টিকে খুঁজে বের করেছেন। আর খুঁজতে গিয়েই নিজের শিল্পকলার অস্ত্র ক্যামেরার স্থিরচিত্রে আমিশদের এই ব্যতিক্রমী জীবনকে উপজীব্য করেছেন। তার এই নৃতাত্ত্বিক দৃশ্যায়নের ফসল Living Off The Land ।

আমিশদের গ্রামগুলোতে দীর্ঘদিন ধরে বিস্তৃত হয়েছে হৃদয়ের ক্যামেরার লেন্স। সেই চিত্রায়ন এতোই জীবন্ত হয়েছে যে, বিখ্যাত প্রবাসী ডকুমেন্টারি ফটোগ্রাফার খালেদ হোসেন এটার মধ্যে সিনেমার দৃশ্যায়নের ছাপ দেখতে পেয়েছেন। আবার আমিশদের গ্রামে ঘুরতে ঘুরতে দিগন্ত জোড়া ফসলের ক্ষেত আর ভিন্ন ভিন্ন ঋতুর আমিশ জীবনের আলোকচিত্র এক অসীম মুগ্ধতায় গ্রাস করে ফেলে। খালেদ হোসেন সেজন্যই এই গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন যে হৃদয়ের তোলা আলোকচিত্রগুলো শুধু ফ্রেমেই আটকিয়ে থাকেনি, সাথে গল্প বলার চেষ্টা করেছে। আসলে হৃদয় অর্ণিবানের তোলা এই আলোক চিত্রগুলো যেমন অতীতের জীবনের সঙ্গে সংযোগ ঘটায়, তেমনি যান্ত্রিকতার পিষ্ট জীবনে প্রকৃতির প্রানবন্ত উপস্থিতিকে জোরালো করার জোর দাবি জানায়।

এমএসএফের মন্তব্য

নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে

ঢাকা অফিস

সদ্য অনুষ্ঠিত দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হয়েছে বলে দাবি করেছে মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশন (এমএসএফ)। একই সঙ্গে নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে বলে মনে করছে সংগঠনটি। বুধবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানিয়েছে এমএসএফ।

জানুয়ারি মাসের প্রতিবেদন তুলে ধরে এমএসএফ জানায়, নির্বাচন ঘিরে রাজনৈতিক সংকট, সহিংসতা, মামলা, গায়েবি মামলা, গণগ্রেপ্তার, বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি তল্লাশি, হয়রানি এমন সংঘাতময় পরিস্থিতির জন্ম দিয়েছে, যা জনজীবনে গভীর বিপর্যয়ের সৃষ্টি করেছে।

পাশাপাশি বিরোধী দলকে দমনে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহার করে জনজীবনকে আতঙ্কের মধ্যে রেখে সরকার নির্বাচন সম্পন্ন করেছে। কিন্তু কোনোভাবেই নিজেদের মধ্যে সংঘাত ও সহিংসতা বন্ধ করতে পারেনি। নির্বাচনের আগে ও পরে বিরোধীদলীয় নেতা-কর্মীদের হতাহত ও আটকের সংখ্যা উদ্বেগ হওয়ার মতো।

বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত ও এমএসএফ কর্তৃক সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যালোচনায় দেখা যায়, অনুষ্ঠিত হয়ে যাওয়া দ্বাদশ নির্বাচনকে ঘিরে ১৪০টি সহিংস ঘটনা ঘটেছে, ঘটনার শিকার হয়েছেন ৭১১ জন মানুষ। যাদের মধ্যে ১২ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং ৬৯৯ জন মানুষ আহত হয়েছেন, আহতদের মধ্যে ৬৮ জন গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। অপরদিকে নির্বাচনকে বাধাহীন করার জন্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের আচরণ স্পষ্টতই পক্ষপাতদুষ্ট ছিল। ভোটে জয় বা পরাজয়ের কারণে কোনো ধরনের উসকানিমূলক বা হামলা ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করা যাবে না; এ নিয়ে ক্ষমতাসীন দলের স্পষ্ট নির্দেশনা ছিল, যা রক্ষা করা হয়নি।

নিউইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলা ২৪ থেকে ২৭ মে

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলা আগামী ২৪ থেকে ২৭ মে অনুষ্ঠিত হবে। নিউইয়র্কের সবচেয়ে বড় আয়োজনের ৩৩তম এই আসরে বিশ্বের ৩০টি প্রকাশনা সংস্থা অংশ নেবে। জ্যামাইকা পারফর্মিং আর্টস সেন্টারে আন্তর্জাতিক পরিসরে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে, এবারের বইমেলা। মেলায় ২ হাজারেরও বেশি নতুন বই থাকবে বলে জানিয়েছে আয়োজক প্রতিষ্ঠান মুক্তধারা ফাউন্ডেশন।

২৮ জানুয়ারি রোববার জ্যাকসন হাইটসে এক মতবিনিময় সভায় আয়োজক কমিটি বইমেলা এসব তথ্য জানান। মেলা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলেন মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের ভাইস চেয়ারপারসন নিনি ওয়াহেদ, প্রাক্তন চেয়ারপার্সন ফেরদৌস সাজেদীন, সৌউদ চৌধুরী এবং গোলাম ফারুক ভূঁইয়া। কার্যনির্বাহী সদস্য রানু ফেরদৌস, ওবায়দুল্লাহ মামুন, সেমন্তী ওয়াহেদ এবং প্রচার সম্পাদক তোফাজ্জল লিটন।

মতবিনিময় সভায় মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের চেয়ারপারসন ড. নুরুন নবী বলেন, ৩২ বছর আগে শুরু হওয়া বইমেলা এখন আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নতি হয়েছে। গত বছর অজস্র দর্শকের অনুরোধে বইমেলার নতুন নাম করা হয়েছে নিউ ইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বই মেলা। ঢাকা ও কলকাতার পর, বাংলা বইয়ের সবচেয়ে বড় এই মেলায় এবার বিশ্বের অন্তত ১০ টি দেশ থেকে লেখক পাঠক এবং প্রকাশক অংশ নেবেন।

সভায় মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের চেয়ারপারসন ড. নুরুন নবী বলেন, ৩২ বছর আগে শুরু হওয়া বইমেলা এখন আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নতি হয়েছে। গত বছর অজস্র দর্শকের অনুরোধে বইমেলার নতুন নাম করা হয়েছে নিউ ইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বই মেলা।

অনুষ্ঠানে মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের সিইও বিশ্বজিত সাহা বলেন, বাংলাদেশ, কলকাতাসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে অন্তত ৩০টি প্রকাশনা সংস্থা অংশ নেবে। এই বই মেলায় প্রায় ২ হাজারেরও অধিক নতুন বই পাবেন পাঠকরা। মেলায় প্রতিবারের মতো এবারো থাকবে সেমিনার, কবিতা পাঠ, বই পরিচিতি, নতুন বইয়ের মোড়ক উন্মোচন, সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ।

৩৩তম নিউ ইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলার আহবায়ক হাসান ফেরদৌস অনুষ্ঠান সঞ্চালনার সময় বলেন, এবার মেলায় নতুন যুক্ত হবে উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে গানের আসর, প্রদর্শিত হবে স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র, তারুণ্যের উৎসব নামে নতুন প্রজন্মের জন্য থাকবে পুরো একটি দিন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে অবদানের জন্য মেলার পক্ষ থেকে দেয়া হবে জিএফবি- মুক্তধারা সাহিত্য পুরস্কার। এছাড়া প্রবাসী লেখকদের জন্য দেয়া হবে শহীদ কাদরী স্মৃতি পুরস্কার।

যুক্তরাষ্ট্রে বিজ্ঞানী হিসেবে যোগ দিলেন বাংলাদেশি টুটুল

ইমা এলিস

যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চ পদের বিজ্ঞানী হিসেবে ফেডারেল এভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে যোগ দিয়েছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মেধাবী প্রকৌশলী আমির উজ্জামান টুটুল। তিনি ফেডারেল এভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফএএ)-এর টেরেস্ট্রিয়াল ও স্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং এর প্রকল্প পরিচালক হিসাবে কাজ করবেন। ওয়াশিংটন ডিসিতে যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল গভর্ণমেন্টের জিএস-১৪ গ্রেড (সর্বোচ্চ গ্রেড জিএস-১৫)পদ মর্যাদায় ১৬ জানুয়ারী তিনি কর্মস্থলে যোগদান করেন। রাজশাহী শহরের কোর্ট অঞ্চলের কৃতি সন্তান আমির উজ্জামান টুটুল যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল এভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে যোগদানের খবরে গর্ববোধ করেছেন প্রবাসী বাংলাদেশিরাও।

টুটুল আমেরিকার একজন বিজ্ঞানী হিসেবে পর্যাক্রমে- জাতিসংঘের অঙ্গ সংস্থা, ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন (আইটিইউ), টেরেস্ট্রিয়াল ৫জি এবং স্পেস ইন্‌জিনিয়ারিং এর প্রজেক্ট গুলোতে জাতিসংঘ সদর দফতর জেনেভা, সুইজারল্যান্ড বা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জাতিসংঘের অন্যান্য আইটিইউ'র শাখাগুলোতে অংশগ্রহন করবেন। এছাড়াও তিনি ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন (আইটিইউ)এর বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে জাতিসংঘের বিভিন্ন সদস্য দেশের স্পেশ এজেন্সি প্রতিনিধি বা বিজ্ঞানীদের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের একজন টেরেস্ট্রিয়াল এবং মহাকাশ বিজ্ঞানী হিসেবেও তিনি জাতিসংঘে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করবেন।

ফ্রিকোয়েন্সি পরিকল্পনা এবং ফ্রিকোয়েন্সি স্পেকট্রাম ম্যানেজমেন্ট, সমন্বয় ও পরামর্শ, ফ্রিকোয়েন্সি বরাদ্দকরণ, ব্যবহার, ফ্রিকোয়েন্সি অ্যাসাইনমেন্ট, ফ্রিকোয়েন্সি অনুমোদন, নীতি এবং রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি

ইন্টারফেয়ারেন্স (আরএফআই) এর জন্য আমেরিকান স্পেস এজেন্সি নাসা এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সদস্য দেশের স্পেস এজেন্সির সাথে যুক্তরাষ্ট্রের একজন মহাকাশ বিজ্ঞানী হিসাবে তিনি সম্মিলিত গবেষণা ও উন্নয়নের কাজে জড়িত থাকবেন।

তার এ নিয়োগের পুর্বে তিনি আমেরিকান এয়ার ফোর্স, লকহীড মার্টিন কর্পোরেশন, টি-মোবাইল ইউএসএ, এটি অ্যান্ড টিইউএসএ, ইত্যাদি কোম্পানিগুলোতে রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি ইন্‌জিনিয়ারিং ফিল্ডের বিভিন্ন পদে কর্মরত ছিলেন। তার ফিল্ড অব এক্সপার্টিজ, এরোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং, রাডার ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার (ই ডাব্লিউ), দুরপাল্লার মিসাইল, সেন্সর, অ্যাটাক, জ্যামিং, স্যাটেলাইট, মহাকাশ এবং নাসার ডিপ স্পেস সায়েন্টিফিক রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি ডিজাইন, ৫-জি এনআর, ৪-জি এলটিই, ডোমেস্টিক ও আন্তর্জাতিক ফ্রিকোয়েন্সি স্পেকট্রাম ম্যানেজমেন্ট, আর্কিটেকচার, ডিজাইন, ইমপ্লিমেন্টেশন এবং পারফরমেন্স অ্যানালাইসিস ইত্যাদি।

টুটুল রাজশাহী নিউ গভঃ ডিগ্রি কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিকের পর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এ্যাপ্লাইড ফিজিক্স অ্যান্ড ইলেক্ট্রোনিক ইন্‌জিনিয়ারিং এ ব্যাচেলর এবং মাস্টার ডিগ্রী শেষ করেন। পরে তিনি আমেরিকার হার্ডফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং এ মাস্টার ডিগ্রী এবং কানেকটিকাট স্টেট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমবিএ ডিগ্রী লাভ করে। ২০১৯ সালে তিনি নিউ ইয়র্কের বিং-হামটন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং-এ পিএইচডি প্রোগ্রাম শুরু করেন কিন্তু ২০২০-২০২২ সাল পর্যন্ত মরণ ব্যাধি কোভিডের কারনে মাঝপথে এসে তার পিএইচডি প্রোগ্রাম থমকে যায়। তবে এফএএ'র মাধ্যমে তার পিএইচডি প্রোগ্রামের বাকি কাজগুলো আবারো শুরু করবেন বলে তিনি উল্লেখ করেন।

টুটুল রাজশাহী শহর কোর্ট অঞ্চলের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী প্রয়াত আলহাজ্ব আব্দুল মজিদ ও প্রয়াত আলহাজ্ব খোকন বেগমের পুত্র। নওগাঁ ও দিনাজপুরের সাবেক জেলা প্রসাশক ও যুগ্মসচিব (অবঃ) লুৎফর রহমানের জামাতা। সদা হাস্যোজ্জল, সাদালাপী, বিনয়ী ও বন্ধু বৎসল আমির উজ্জামান টুটুল শৈশব, কৈশরসহ তার বাল্যকাল রাজশাহী শহরের কোর্ট অঞ্চলে পার করেছেন। ছোটবেলা থেকেই ক্রিকেট এবং ফুটবল ছিলো তার প্রিয় খেলা। তাই এখনও তিনি যুক্তরাষ্ট্রে স্থানীয় বাংলাদেশি কমিউনিটির যুবক, কিশোরদের বিভিন্ন খেলাধুলার সাথে নিজেকে জড়িয়ে রাখেন।

টুটুল যুক্তরাষ্ট্রের কানেকটিকাট অঙ্গরাজ্যে স্বপরিবারে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। কানেকটিকাট তথা যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশিরা তার এ বিশেষ কৃতিত্বের জন্য গর্বিত। এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত বাংলাদেশিরা অনেক বুদ্ধিমান, মেধাবী, পরিশ্রমী এবং তাদের নিজেদের পেশাগতভাবে তারা খুব মনোযোগী। বাংলাদেশের নতুন প্রজন্ম যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন সেক্টর যেমন ইন্‌জিনিয়ারিং, বিজ্ঞান, শিক্ষা, চিকিৎসা, ব্যবসা, অর্থনীতি, আইন, সাংবাদিকতা, অন্যান্য কারিগরি এবং প্রসাশনিক ইত্যাদি ক্ষেত্রে দক্ষতা এবং সুনামের সাথে কাজ করে যাচ্ছেন।

সম্পাদকীয়

আধুনিকতা, স্মার্ট প্রযুক্তির কাছে কি হারিয়ে যাবে নৈতিকতা, মূল্যবোধ?

তথ্য-প্রযুক্তি ও ইন্টারনেটের ক্রমবর্ধমান ব্যবহার জীবনযাপনে নিয়ে এসেছে নতুন গতি। জীবন বদলে দেওয়ার এই জাদুর কাঠির সঙ্গে হারিয়ে গেছে জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকা অনেক জিনিসপত্রও। আশি বা নব্বই দশকে যে যন্ত্রগুলো অত্যন্ত প্রয়োজনীয়া ছিল, একবিংশ শতাব্দীতে সবই কালের গর্ভে বিলীন। এখন আর সন্ধ্যে হতেই গ্রামে গ্রামে হারিকেন জ্বলে না, ঢেঁকির শব্দে মুখরিত হয় না হেমন্তের ধান ভানার উৎসব, লাঙ্গল নিয়ে পরিবারের কেউ মাঠে যায় না আর। মানবসভ্যতার ইতিহাস যুগে যুগে ক্রমেই পরিবর্তিত হয়েছে।

তথ্যপ্রযুক্তির বিপ্লবের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থার রয়েছে দীর্ঘ যোগ সূত্রতা। সেই হিসেবে তথ্যপ্রযুক্তি বিপ্লব এর ভারে আমরা ক্রমেই নুজ্য হয়ে যাচ্ছি বিবেকের কাছে কিন্তু টের পাচ্ছি না। আজ আর কেউ অস্বীকার করতে পারবে না যে,গত কয়েক বছরে তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব পরিবর্তন ঘটেছে। কেউ কেউ একে যোগাযোগ ক্ষেত্রে বিপ্লব বলেও থাকেন। এ বিপ্লব একদিকে আমাদের জন্য আশীর্বাদ হয়ে এসেছে ঠিক, আবার অন্যদিকে ভয়াবহ অভিশাপ হয়ে দেখা দিয়েছে। বর্তমান সময়ে তথ্য প্রযুক্তি, যোগাযোগের ক্ষেত্রে নতুন 'অনুষঙ্গ' হয়ে এসেছে ইন্টারনেট।

পরিবর্তনশীল সমাজ ব্যবস্থায় আধুনিকতার আড়ালে হারিয়ে যাচ্ছে আমাদের নীতি-নৈতিকতা, সামাজিক মূল্যবোধ? হচ্ছে কি শিষ্টাচার, ভদ্রতার প্রকাশ? সভ্য জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেও হচ্ছে না সঠিক আচরণের প্রকাশ। হরহামেশা এই তথাকথিত আধুনিক আচরণের ফলে ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে সমাজ। শিষ্টাচার, নৈতিকতা, মূল্যবোধ এই শব্দগুলো সঠিক ও সর্বজন কর্তৃক গৃহীত আচরণের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। যে আচরণ ব্যবহার সব ব্যক্তি বর্গের কাছে গ্রহণযোগ্য। যেমন সামাজিক মূল্যবোধের মধ্যে সামাজিক বিধি, আচার-আচরণ, নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধা, বড়দের সম্মান, ছোটদের স্নেহ করা, যা আমাদের সবার জানা। কিন্তু বাস্তবতায় প্রয়োগ হয় কি? না শব্দ গুলো শুধু শব্দকোষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ? হয়তো অনেকে মনে করবেন, এসব তো জানা কথা, কেন নিছক বাগবিতণ্ডা! কেন অযথা সময় নষ্ট! কিন্তু একটু পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, আমাদের বর্তমান প্রজন্ম কেমন আচরণ করছে, এটা কি সত্যই গ্রহণীয় কোনো আচরণ? সামাজিক মূল্যবোধের অন্তর্গত কি এসব উদ্ভট আচরণ?

একটি শিশু কখনোই নিজে থেকে সব কিছু শেখে না। আশপাশের মানুষজন ও পরিবেশ থেকে সে সব কিছু গ্রহণ করে, বিশেষ করি পরিবার এবং মা থেকে। আবার আমাদের তরুণ প্রজন্ম বা যুবক সমাজের যদি কথা বলি, তাহলে এদের অনেকেই বিকারগ্রস্ত অসুস্থ মস্তিষ্কের প্রকাশ ঘটাচ্ছে। নতুন প্রজঽ৬ ভাবছে কাউকে হেয় করে কথা বলার মাধ্যমে, কাউকে ছোট দেখানোর মাধ্যেমে সে নিজে অনেক সম্মানের সঙ্গে উচ্চ আসনের মর্যাদা লাভ করছে, যা মোটেও সত্য নয়, কাউকে ছোট করলে তার সঙ্গে সঙ্গে সে ব্যক্তির হীন মানসিকতারও প্রকাশ ঘটে। কিন্তু এটা তো অনেকের কাছে আধুনিকতা, স্মার্টনেস! সত্যিই কি তাই? আধুনিকতা, স্মার্টনেস কাউকে ছোট দেখানোর মধ্যে নেই, আছে বিনয়ের সঙ্গে কথা বলার মাধ্যমে। আবার লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এখন কিন্তু সমাজের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ, শিক্ষকদেরকে সবাই আর আগের মতো শ্রদ্ধা ভক্তি সম্মান প্রদর্শন করে না। অনেকে তাদের সঙ্গে রূঢ় আচরণ, শৃঙ্খলা অমান্য করার মাধ্যমে নিজেদের আধিপত্য ও স্মার্টনেসের পরিচয় দেয়। তাদের এ আচরণের মাধ্যমে নিজেদের বুদ্ধিমান ভাবে।

আমাদের এই খারাপ আচরণগুলো শুধু যে বাইরে প্রকাশ পাচ্ছে এমনটি নয়, পরিবারের মধ্যে প্রকাশিত হচ্ছে। পিতামাতার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার, সম্মান না করা, তাদের কথাকে গুরুত্ব না দেয়াÑএসব কিছুই আচরণগত অবক্ষয়ের ফলে ঘটছে। অনেক সময় দেখা যায়, পারিবারিক কলহ, সন্তান পিতাকে খুন করছে, অথবা পিতা সন্তানকে এ সবকিছুই বিকৃত মস্তিষ্কের পরিচয় দিচ্ছে। প্রায় কিছু ঘটনা আমাদের চোখে পড়ছে যেমন সম্পত্তির যেরে পুত্র পিতাকে হত্যা করছে, গুম খুন হচ্ছে, সমাজের পৈশাচিক ব্যক্তির কার্য প্রকাশিত হচ্ছে। নীতিবোধ হারিয়ে যাচ্ছে বলেই আমরা অসৎ পথ অবলম্বন করতে দ্বিধা বোধ করছি না। অসৎ পথকে সত্য মেনে এগিয়ে যাচ্ছি দৃঢ় মনোবল নিয়ে। সত্য মিথ্যার পার্থক্য করতেও যাচ্ছি ভুলে। শিষ্টাচার ও নৈতিকতা-বহির্ভূত জীবনযাপন করছি বলেই রাস্তায় কারওর ক্ষতিসাধনের আগে ভাবছি না। অন্যকে বুলিং করতেও অপরাধবোধ কাজ করছে না। এসব ছোটো ছোটো আচরণের মাধ্যমে বৃহৎ অবক্ষয়ের সৃষ্টি হচ্ছে, যার ফলটাও ভয়াবহ।

আমরা আধুনিকতার বিরোধিতা করছি না, নিষেধ করছি না কাউকে আধুনিক হতে। অবশ্যই বর্তমান সমাজের প্রেক্ষাপটের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমাদের সমানভাবে এগিয়ে যেতে হবে সমাজ দেশ ও জাতির উন্নয়নের জন্য। আমি নিষেধ করছি সেসব আধুনিকতার নামে নীতি-নৈতিকতার অপব্যবহারকে। যে আচরণ অন্যের কাছে পীড়াদায়ক, তা নিশ্চয় কোনো সভ্য জাতির পরিচয় বহন করে না। তথ্যপ্রযুক্তি এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কারণে মানুষের যোগাযোগ অবারিত হয়েছে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। এই মাধ্যম দূরকে এনে দিয়েছে কাছে, নিকটকে এনেছে আরও নিকটে। প্রতিটি মানুষ এখন বিশ্বগ্রামের বাসিন্দা। সবাই যেন সবাইকে চেনে, জানে। প্রযুক্তির এই অবাধ প্রবাহ, এই কাছে আসা এবং কাছে থাকার অবারিত সুযোগ, মানবসম্পর্কে কী প্রভাব ফেলেছে সেটি এখন মূল্যায়নের সময় এসেছে। বিশেষ করে যে সম্পর্ক হৃদয়গত, সেটির ওপর এর প্রভাব এখন বিচার্য। বিশ্বের বড় বড় গবেষণা প্রতিষ্ঠান এরই মধ্যে এ নিয়ে কাজ শুরু করেছে। গবেষণায় বেরিয়ে আসছে উদ্বেগজনক চিত্র।

গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম মানুষ করে তুলেছে অসামাজিক। বস্তুত ভার্চুয়াল যোগাযোগের সুযোগ যত বাড়ছে, মানবসম্পর্ক তত ভঙ্গুর হয়ে যাচ্ছে। কাছে আসার ছলে মানুষ চলে যাচ্ছে দূরে। সম্পর্কজাল যত বিস্তৃত হচ্ছে, সম্পর্কের মূল্য সম্পর্কে মানুষ তত বেশি বেখেয়াল হয়ে যাচ্ছে। এখন সম্পর্ক আলগা, হৃদয়াবেগরহিত। স্মার্টফোন, ইন্টারনেট ও সোশ্যাল মিডিয়া মানুষের বন্ধুর সংখ্যা বৃদ্ধি করলেও প্রকৃতপক্ষে তাকে বন্ধুহীন করে ফেলেছে। শিল্পবিপ্লবের পর মানুষ নিঃসঙ্গ শুরু করে, তথ্যপ্রযুক্তির যুগে এসে সে হয়ে পড়েছে চরম নিঃসঙ্গ। অসংখ্য মানুষের ভিড়ে সে একা। মনোসমীক্ষকদের মতে একজন মানুষের সর্বোচ্চ ১৫ জন ভালো বন্ধু এবং পাঁচ থেকে দশজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু রাখা সম্ভব। কিন্তু এখন সামাজিক যোগাযোগ প্লাটফর্মে মানুষের বন্ধুর সংখ্যা শত। কিন্তু তারা যে কেউ প্রকৃত বন্ধু নয় সেটি কেউ বুঝতে পারছে না। অসংখ্য ভার্চুয়াল বন্ধু রাখতে গিয়ে মানুষ নিকটাত্মীয় এবং খাঁটি বন্ধুদের প্রতি মনোযোগ দিতে পারছে না। ফেক বন্ধুর মোহে হারিয়ে ফেলছে আসল বন্ধুদের। দূরের মানুষকে কাছে টানতে গিয়ে কাছের মানুষদের ঠেলে দিচ্ছে দূরে। তাই স্বভূমেই সে বন্ধু ও স্বজনহীন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ফেরে পড়ে মানুষ সামাজিক যোগাযোগের দক্ষতা পর্যন্ত হারিয়ে ফেলছে।

গবেষণায় দেখা গেছে যে, একজন মানুষ প্রতি আড়াই মিনিটে অন্তত একবার হাতের কাছে থাকা স্মার্টফোন নেড়েচেড়ে দেখে, স্ক্রিন অন করে কোনো কারণ বা প্রয়োজন ছাড়াই। সময়ের সাথে সাথে জীবন যাত্রার মান, প্রযুক্তিরও উন্নয়ন ঘটছে। আমাদের প্রতিদিনের জীবন যাত্রাকে সহজ থেকে সহজতর কারার জন্য নানান উপাদান চলে আসছে। প্রযুক্তির উন্নয়ন আমাদের জন্যই কিন্তু তার আড়ালে হারিয়ে যাচ্ছে আমাদের ঐতিহ্য, মানবিকতা, মূল্যবোধ, সম্পর্কের গভীরতা। আধুনিক প্রযুক্তি পণ্যের ব্যবহারে মানুষের মূল্যবোধেও পরিবর্তন আসছে। মানুষ মানুষের ওপর আস্থা হারাচ্ছে; সততা ও আদর্শের অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। আমরা দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, চরমপন্থা, সহিংসতা এবং অনৈতিকতায় জড়িয়ে পড়ছি। নীতি, নৈতিকতা, মানবতা, সহানুভূতি, সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও দয়ার মতো মানবিক গুণাবলি দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে, যাকে সমাজবিজ্ঞানীরা সামাজিক পুঁজির সংকট বলে বর্ণনা করেছেন। এ সংকট কতদিন চলবে তা এখনই বলা মুশকিল।

এযুগে গোপনীয়তা রক্ষা করা খুব কঠিন হয়ে পড়ছে। নতুন এ কঠিন পরিস্থিতিতে গোপনীয়তার সংজ্ঞাও বদলে যাবে। আগের মতো অনেক কিছুকে আর গোপনীয় বলে রক্ষা করতে পারব না আমরা। সবকিছুই খোলামেলা হয়ে গেলে মূল্যবোধকেও নতুন করে সংজ্ঞায়িত করার প্রয়োজন পড়বে। বিশেষজ্ঞদের মতে, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কোনো নৈতিকতা দিয়ে চলবে না, চলবে গাণিতিক নিয়মে। মূল্যবোধহীন যান্ত্রিক মেধার অবারিত বিকাশ সামাজিক দায়বদ্ধতার যেটুকু অবশিষ্ট আছে, তার বিলোপ ঘটাতে পারে। ফলে মূল্যবোধের চর্চার পরিবর্তে গুরুত্ব পাবে বাণিজ্য। বাণিজ্যমনস্কতা আগামীতে আরও প্রকট হতে পারে। যন্ত্রের ওপর নির্ভরশীলতার কারণে মূল্যবোধ ও অবক্ষয়ের ব্যবধান কমে যেতে পারে।

আমাদের দেশেও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারকারী বিশাল এক জনগোষ্ঠীর মানস জগতে ঘটে গেছে ব্যাপক পরিবর্তন। ফলে সমাজে প্রচলিত মূল্যবোধ ও নীতি, নৈতিকতার সঙ্গে এক ধরনের সংঘাত তৈরি হয়েছে। অন্য কথায় বলতে গেলে, বস্তুগত সংস্কৃতি ও অবস্তুগত সংস্কৃতির পার্থক্য থেকে সাংস্কৃতিক ব্যবধান তৈরি হচ্ছে। প্রযুক্তি যেহেতু বস্তুগত সংস্কৃতি, সেই প্রযুক্তির যথার্থ ব্যবহার এখনো আমরা নিশ্চিত করতে পারিনি। কতদিনে এ দুই সংস্কৃতির ব্যবধান দূর হবে তা নির্ভর করছে আমাদের মানস জগতের ইতিবাচক ও প্রগতিমুখী পরিবর্তনের ওপরে। মোট কথা, আমরা একটি ট্রানজিশনাল সময় অতিক্রম করছি। তবে এ কথা সত্য, স্মার্ট প্রযুক্তি আমাদের বৃহত্তর সমাজে প্রচলিত নৈতিকতার মানদণ্ডে ব্যাপক পরিবর্তন নিয়ে আসবে। তবে এ পরিবর্তন কতদিনে সম্পন্ন হবে তা সময়ই বলে দেবে।

নির্বাচনের সাংবিধানিক বৈধতা থাকবে

ড. মইনুল ইসলাম

দেশে ২০২৪ সালের ৭ জানুয়ারি আরেকটি একতরফা নির্বাচন হয়ে গেল। ২০১৪ সালের নির্বাচনটিও একতরফা ছিল, কিন্তু ২০১৮ সালের নির্বাচন সব দলের অংশগ্রহণে হওয়া সত্ত্বেও নির্বাচনের আগের রাতে পুলিশ ও প্রশাসনের সক্রিয় অংশগ্রহণে ক্ষমতাসীন দল দেশের অধিকাংশ স্থানে ব্যালটে সিল মেরে ব্যালটবাক্স ভরে ফেলার মাধ্যমে নির্বাচনটি প্রহসনে পরিণত করেছিল। ফলে সংসদের তিন-চতুর্থাংশের বেশি আসন ক্ষমতাসীন জোটের দখলে চলে যাওয়ার পাশাপাশি বিরোধী দলগুলোর ৯৬ শতাংশ প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। ক্ষমতাসীন দল এই অভূতপূর্ব কারচুপির মাধ্যমে প্রমাণ করে দিয়েছিল যে ক্ষমতাসীন দলকে সরকারে রেখে এ দেশে সুষ্ঠু নির্বাচন হবে না। ক্ষমতাসীন সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচন এ দেশে ১৯৭৩ সাল থেকেই প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে আসছিল। এবারের নির্বাচনটা আবারও ক্ষমতাসীন সরকারের অধীনে হওয়ায় বিএনপিসহ দেশের প্রধান বিরোধী দলগুলো নির্বাচন বয়কট করেছে।

এবারের নির্বাচনে ভোট সম্পন্ন হয়ে ফলাফল ঘোষিত ২৯৯টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ২২৩টি আসনে জয়ী হয়েছে। কিন্তু ৬২ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী যাঁরা জয়ী হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে কয়েকজন ছাড়া সবাই আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী হওয়ায় ২৭৯টি আসনে আওয়ামী লীগই বিজয়ী হয়েছে বলা চলে। (জাতীয় পার্টি, ওয়ার্কার্স পার্টি, জাসদ এবং কল্যাণ পার্টির বিজয়ী প্রার্থীরাও আওয়ামী লীগ-সমর্থিত)। নির্বাচনের দিন বেলা ৩টায় নির্বাচন কমিশন ঘোষণা করেছিল তখন পর্যন্ত ২৭ দশমিক ১৫ শতাংশ ভোট পড়েছে, যেটাকে আমার বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়নি। ভোটের পর এখন তারা বলছে, নির্বাচনে ৪১ দশমিক ৯৯ শতাংশ ভোট পড়েছে। শেষের এক ঘণ্টায় ১৪ দশমিক ৮৪ শতাংশ বৈধ ভোট পড়ার বিষয়টি একেবারেই অবিশ্বাস্য! যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, যুক্তরাজ্য এবং কানাডা নির্বাচনটি সুষ্ঠু হয়নি বলে মত দিয়েছে। তবু বলব, ৭ জানুয়ারির নির্বাচনটি নৈতিক গ্রহণযোগ্যতা না পেলেও এর সাংবিধানিক বৈধতা থাকবে।

এবারের একতরফা নির্বাচনে ভোটার বাড়ানোর জন্য আওয়ামী লীগের নেতাদের 'স্বতন্ত্র প্রার্থী' হওয়ার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছিল। প্রতিটি আসনে আওয়ামী লীগের একাধিক প্রার্থী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছেন। ভোটারসংখ্যা বাড়ানোর জন্য নিঃসন্দেহে এই কৌশল ফলপ্রসূ হয়েছে। তবে মিডিয়ার কল্যাণে দেখা গেল, দেশের বেশির ভাগ অঞ্চলে প্রায় সারা দিন ভোটকেন্দ্রগুলো জনবিরল ছিল। ২০০৮ সালের নির্বাচনে যে দীর্ঘ ভোটার লাইন দেখা গিয়েছিল এবার তার ছিটেফোঁটাও দেখা যায়নি। প্রকাশিত ফলাফল থেকেও দেখা যাচ্ছে, যেসব আসনে ব্যালটে সিল মারার মহোৎসব চালানো হয়নি, সেখানে ভোটের অনুপাত ২০ শতাংশের আশপাশে ছিল। বিশেষ করে ঢাকা নগরী ও আশপাশের জেলাগুলোয় এ রকম ভোটার অনুপাত দেখা যাচ্ছে। কিন্তু দেড় লাখ থেকে আড়াই লাখ বা এরও বেশি ভোট যেসব বিজয়ী প্রার্থী পেয়েছেন, সেখানে সুষ্ঠু ভোট হয়েছে কি না, সহজেই অনুমেয়। ওই সব আসনে 'ব্যালট-স্টাফিং' চালানো হয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। এটা অনস্বীকার্য যে ভোটকেন্দ্রগুলোয় দায়িত্বরত প্রিসাইডিং কর্মকর্তা, পোলিং কর্মকর্তা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পক্ষ থেকে ক্ষমতাসীন দলের কর্মীদের মোকাবিলা করার সাহস দেখানো তাঁদের চাকরির জন্য নিশ্চিত বিপদ ডেকে আনা।

নির্বাচনী জালিয়াতির এই সংস্কৃতি থেকে মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যেই ১৯৯৬ সালে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী পাস করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা চালু হয়েছিল। ১৯৯৬ সালে কেয়ারটেকার সরকার আইন পাস হওয়ার পর ১৯৯৬, ২০০১ ও ২০০৮ সালের তিনটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে ওই সরকারের অধীনে। কিন্তু ১৯৯১ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত চারটি নির্বাচনেই বাংলাদেশের জনগণ ক্ষমতাসীন দল বা জোটকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। কিন্তু দুঃখজনক হলো, তত্ত্বাবধায়ক সরকার 'পরিকল্পিত ম্যানিপুলেশনের' শিকার হয়েছে ১৯৯৬, ২০০১ ও ২০০৬-০৮ সালে। ১৯৯৬ সালের জুনের নির্বাচনটি অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়েছিল বলে দেশে-বিদেশে বহুল-প্রশংসিত হলেও পরাজয় মেনে নেয়নি বিএনপি। রাষ্ট্রপতি আবদুর রহমান বিশ্বাসকে ব্যবহার করে খালেদা জিয়া বিজয়ী দল আওয়ামী লীগকে সরকার গঠন থেকে বঞ্চিত করার ষড়যন্ত্র করেছিলেন, যে ষড়যন্ত্রটি এ দেশে নিযুক্ত কয়েকটি দেশের কূটনীতিকদের সহায়তায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টারা ভন্ডুল করে দিয়েছিলেন।

২০০১ সালে বিচারপতি লতিফুর রহমান যখন নিশ্চিত হয়ে গেলেন যে তিনিই প্রধান উপদেষ্টা হতে যাচ্ছেন, তখন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের মাসখানেক আগেই তিনি তাঁর 'হোমওয়ার্ক' শুরু করে দিলেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কয়েকজন উপদেষ্টাও তাঁর ওই হোমওয়ার্কে অংশগ্রহণ করেছেন আনুষ্ঠানিক দায়িত্ব লাভের আগেই। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মুঈদ-মঈনুল-শাহজাহান কমিটিকে ব্যবহার করে বিএনপি-জামায়াতপন্থী আমলারা দুই মাসেরও কম সময়ে ১ হাজার ৫২৬ জন কর্মকর্তার বদলি সুসম্পন্ন করার কাহিনি পরবর্তীকালে ওই কুশীলবদের কয়েকজনের পত্রপত্রিকায় প্রদত্ত জবানিতেই খোলাসা হয়ে গিয়েছিল। এরপর বিএনপি দাবি তুলল, ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা দিয়ে সেনাবাহিনী মোতায়েন করতে হবে সারা দেশে—নয়তো আওয়ামী লীগের মাস্তানরা নাকি ভোটকেন্দ্র দখল করে রাখবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার এবং নির্বাচন কমিশনের এ-সম্পর্কীয় সুপারিশ মেনে নিলেন রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ। সেনাবাহিনী মাঠে গিয়ে ধাওয়া দিল মাস্তান-পাতি মাস্তান-ক্যাডারদের, পালিয়ে বাঁচল বীর-পুঙ্গবরা। কিন্তু আওয়ামী 'দুষ্টলোকদের' খালি করা মাঠ বিএনপি-জামায়াতের ক্যাডার ও মাস্তানরা দখল করে নিয়েছিল। ১৯৯৬ এবং ২০০১ সালে ক্ষমতাসীন দলের নির্বাচনী বিপর্যয়ের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল যে চরিত্রগতভাবেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা ক্ষমতাসীন দলবিরোধী।

বিএনপির প্রাথমিক পর্যায়ের আন্তর্জাতিক সম্পাদক বিচারপতি কে এম হাসানকে পুরস্কার হিসেবে হাইকোর্টে বিচারপতি করা হয়েছিল; তাঁকেই ২০০৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা করার অঙ্ক কষে বিএনপির 'চাণক্য-প্রবররা' সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের অবসর গ্রহণের বয়স দুই বছর বাড়িয়ে ৬৭ নির্ধারণ করে দিয়েছিল। ধুরন্ধরদের এই 'অতি চালাকি' জনগণের কাছে ধরা পড়ে গেল, শুরু হয়ে গেল হাসানবিরোধী প্রাণঘাতী আন্দোলন-সংগ্রাম। আন্দোলনের তীব্রতা উপলব্ধি করে ২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবর দুপুরেই বিচারপতি হাসান রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিনকে প্রধান উপদেষ্টা হওয়ার ব্যাপারে তাঁর অসম্মতি জানিয়ে দিলেন। কিন্তু ওই মহাগুরুত্বপূর্ণ খবরটা জাতিকে না জানিয়ে রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন মোবাইল ফোনে তা জানালেন শুধু খালেদা জিয়াকে। খালেদা জিয়া তখন নয়াপল্টনের সভামঞ্চে। টিভি ক্যামেরায় আমরাও দেখলাম, তিনি কলটি রিসিভ করে ওই সভায় বক্তৃতা না দিয়েই তড়িঘড়ি মঞ্চ থেকে নেমে গাড়িবহর নিয়ে সোজা চলে গেলেন বঙ্গভবনে। তাঁদের বৈঠকের সিদ্ধান্ত মোতাবেকই সংবিধানে তত্ত্বাবধায়ক সরকার-সংক্রান্ত বিধান অনুসারে বিচারপতি মাহমুদুল আমীন চৌধুরীকে প্রধান উপদেষ্টা হওয়ার অনুরোধ না জানিয়ে রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন নিজেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হয়ে গেলেন। তাঁর কট্টর বিএনপি-প্রেমের প্রমাণ পেয়ে চারজন উপদেষ্টা পদত্যাগ করায় নতুন চার উপদেষ্টা নিয়োগ করে রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন ২০০৭ সালের ২২ জানুয়ারি একতরফা নির্বাচন করতে এগিয়ে গেলেন। ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি খালেদা জিয়ার নির্দেশমতো সেনাবাহিনীর চিফ অব স্টাফ পদে মেজর জেনারেল রাজ্জাকুল হায়দার চৌধুরীকে নিয়োগের বন্দোবস্ত করেছিলেন ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ। কিন্তু ওই খবর আগেভাগে ফাঁস হওয়ায় জেনারেল মইন ইউ আহমেদ তাঁর কাছ থেকে ক্ষমতা দখল করেছিলেন। এভাবেই এক-এগারোয় বাংলাদেশ আবারও ছদ্মবেশী সেনাশাসনের কবলে পড়েছিল। এদ্দিনে বুঝতে বাকি নেই, সেনা এস্টাবলিশমেন্টের 'মাইনাস টু ফর্মুলা' এবং দীর্ঘদিন শাসন করার খায়েশ ব্যর্থ হওয়ায় তারা ২০০৮ সালে নির্বাচন দিতে বাধ্য হয়েছিল।

২০১০ সালে সুপ্রিম কোর্ট রায় ঘোষণা করল অনির্বাচিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার অসাংবিধানিক, কিন্তু প্রয়োজন মনে করলে আরও দুটো নির্বাচন ওই ব্যবস্থায় হতে পারে। সুযোগ বুঝে ২০১১ সালে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থাই বাতিল করে দিলেন শেখ হাসিনা। আর তখন থেকেই দেশের বিরোধী দলগুলো তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা পুনর্বহালকে আন্দোলন-সংগ্রামের মূল দাবিতে পরিণত করলেও তাদের আন্দোলন-সংগ্রাম এবং বিদেশিদের বিরোধিতাকে তোয়াক্কা না করে ২০২৪ সালের ৭ জানুয়ারি আওয়ামী লীগ আরেকটি একতরফা নির্বাচন করে ফেলল। বোঝা প্রয়োজন, গণ-অভ্যুত্থানে বাধ্য না হলে কোনো ক্ষমতাসীন সরকার তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা চালু করবে না। জেনেশুনে পরবর্তী নির্বাচনে নিশ্চিত পরাজয় কি কোনো সরকার চাইতে পারে? অথচ ক্ষমতাসীন সরকারের অধীনে নির্বাচন কখনোই 'নৈতিক গ্রহণযোগ্যতা' পাবে না এ দেশে। এ ধরনের নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং আওয়ামী লীগ ক্ষমতাকে দীর্ঘায়িত করতে পারছে বারবার, কিন্তু জনগণের কাছে সরকার পরিবর্তনের কোনো বৈধ সুযোগ বা সাংবিধানিক অধিকার থাকছে না।

সৈয়দ আকমল হোসেন সংগ্রামই ছিল তাঁর জীবন

আ. ন. স. হাবীবুর রহমান

সিলেট বিভাগে কুলাউড়া ছিল একসময় বাম রাজনৈতিক আন্দোলনের ঘাঁটি। পাকিস্তান আমলে প্রতিটি গণতান্ত্রিক আন্দোলন সেখানে বামপন্থি ধারায় উদ্ভাসিত হয়েছে। কৃষক, চা- শ্রমিক, পাহাড় কামলা, রেলশ্রমিক, আদিবাসীসহ মেহনতি জনগোষ্ঠী সেসব আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট হয়েছেন। এ ভূখণ্ডের মওলানা ভাসানী এবং তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের বিখ্যাত বামপন্থি নেতা মাহমুদুল হক কাসুরি, গাউস বখস ব্রেজেঞ্জো, মাহমুদুল হক ওসমানী প্রমুখ নেতা বিভিন্ন সময়ে কুলাউড়াকে মুখরিত করেছেন। ১৯৬৭ সালে কুলাউড়ায় অনুষ্ঠিত হয় পূর্ব পাকিস্তান কৃষক সম্মেলন। এসব কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের অন্যতম প্রধান পুরুষ ছিলেন সৈয়দ আকমল হোসেন। সাধারণ মানুষের কাছে তিনি কুলাউড়ার ভাসানী নামে পরিচিত ছিলেন। মাত্র ১৭ বছর বয়সে ছাত্র ফেডারেশনের কর্মী হিসেবে রাজনীতিতে তার আত্মপ্রকাশ। আর সে সময়কার রাজনীতি ছিল ইংরেজ ও তার দালালদের হটানোর সংগ্রাম। ১৯৪৬ সালে যোগ দেন আসামের লাইন প্রথাবিরোধী আন্দোলনে। বিত্তবান চা বাগানের মালিকেরা আসামের চরের দরিদ্র মানুষকে সরকারের প্রায় ৫০ লাখ একর অনাবাদি জমি বন্দোবস্ত দিয়ে নামমাত্র মজুরিতে চা বাগানে কাজ করিয়ে নিত। এজন্য চা বাগানের মালিকরা আসাম সরকারকে দিয়ে এসব জমির চারপাশে সীমানার ব্যবস্থা করেছিল। এটিই ছিল নিন্দিত লাইনপ্রথা। তখন পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহসহ বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পরিশ্রমী চাষিরা আসামে গিয়ে স্থানীয় লোকদের সহায়তায় অনাবাদি জমি আবাদ করে এর মালিকানা পেতেন। চা বাগান মালিকরা লাইনপ্রথা চালু করে বাঙালিদের সঙ্গে আসামের অধিবাসীদের সম্পর্ক নষ্ট করার চক্রান্তে মেতে ওঠে। চরবাসী চা শ্রমিকদেরকে দিয়ে এভাবে বাঙাল খেদাও আন্দোলন শুরু করা হয়।

মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ১৯৪৬ সালে লাইনপ্রথাবিরোধী আন্দোলন প্রকট হয়। সৈয়দ আকমল হোসেন ছিলেন লাইনপ্রথাবিরোধী আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী। সংগ্রামের এক পর্যায়ে আসামের মুসলিম লীগ সরকার লাইনপ্রথা বাতিল করে। পরের বছর ১৯৪৭ সালের ২৪ এপ্রিল সিলেটের তৎকালীন ডেপুটি কমিশনারের অফিস থেকে ইউনিয়ন জ্যাক পতাকাকে অপসারিত করে সৈয়দ আকমল উড়িয়েছিলেন পাকিস্তানের পতাকা। এ সময় সব বাধা উপেক্ষা করে তিনি সভাসমিতিতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের ডাক দিয়েছেন। সেই সৈয়দ আকমল হোসেন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর কৃষক শ্রমিকের ন্যায্য দাবি দাওয়া নিয়ে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে জেলজুলুমের শিকার হন। তরুণরা কিশোর বয়স থেকে পাকিস্তানের জন্য জীবন উৎসর্গ করে দিলেও সেই স্বাধীনতার অসারত্ব তারা অচিরেই বুঝতে পারে। আর তাই আন্দোলন সংগ্রাম হয়ে পড়ে নিত্য সঙ্গী। কারান্তরাল আর হুলিয়া মাথায় নিয়ে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে দীর্ঘদিন। এরই মাঝে তিনি মিশেছেন মানুষের সঙ্গে, শুনেছেন তাদের কথা। স্থানে স্থানে গড়ে তুলেছেন ন্যাপ আর কৃষক সমিতির সংগঠন। দল বেঁধে মানুষ তাঁর কাছে শুনেছে মুক্তির কথা। মানুষের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধায় হয়েছেন তিনি সিক্ত। তার ডাকে সিলেটে অনেক আন্দোলনে মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নিয়েছেন। ১৯৬৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে শ্রীমঙ্গল শহরের অদূরে অবস্থিত বালিশিরায় দরিদ্র কৃষকগণ জমিতে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে আন্দোলন শুরু করেন। চা বাগানের শ্রমিক আর গ্রামের কৃষক মিলে মিছিল করে প্রশাসকের কার্যালয়ে যেতে চান। ঐ মিছিলে পুলিশ গুলি চালালে মনু মিয়া নামে এক কৃষক নিহত হন এবং অনেকে আহত হন। পুলিশি এ জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে সৈয়দ আকমল হোসেন গ্রাম থেকে গ্রামে ঘুরে মানুষকে সাহস দেন। এরপর শুরু হয় দুর্বার আন্দোলন। সিলেট বিভাগের ন্যাপ, কমিউনিস্ট পার্টি এবং কৃষক সমিতির নেতাদের সাংগঠনিক দক্ষতায় প্রায় ২০ হাজার মানুষ শ্রীমঙ্গলের সিন্দুরখাল থেকে মৌলভীবাজার শহর পর্যন্ত ১৫ মাইল হেঁটে মিছিল করেন। সৈয়দ আকমল হোসেন ছিলেন মিছিলের পুরোভাগে। অন্য যারা ছিলেন তাদের অন্যতম ছিলেন নওয়াব আলী সফদার খান রাজা সাহেব, নুরুর রহমান, পীর হবিবুর রহমান এবং মফিজ আলী। ঐ আন্দোলন চলেছিল এক বছর। প্রায় পতি সপ্তাহে সৈয়দ আকমল হোসেন ছিলেন তাদের সঙ্গে কোনো না কোনো কর্মসূচিতে যোগ দিতেন।

সৈয়দ আকমল হোসেন জন্মেছিলেন কুলউড়ার এক সম্পন্ন পরিবারে। ১৯৫৬-৫৭ সালে দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে তিনি তার পিতার ধানের গোলা থেকে উদ্বৃত্ত ধান দরিদ্র পরিবারগুলোর মধ্যে বন্টন করে দেন। এরপর সরকারি ব্যবস্থাপনায় লঙ্গরখানা খোলার দাবি আদায় করেন। কুলাউড়ার ভূখা- নাঙ্গা মানুষ ঐ লঙ্গরখানার খাবার খেয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছে। তার তত্ত্বাবধান এত নিখুঁত ছিল যে, সেদিন দরিদ্র মানুষের বরাদ্দ থেকে একটি পয়সাও কেউ এদিক-ওদিক করতে পারেনি। দরিদ্র মানুষকে ক্ষমতায়নে তিনি কাজ করেছেন একজন কমিউনিস্ট হিসেবে। স্বাধীনতার পর সৈয়দ আকমল হোসেন মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে কাজ করেন।

পরবর্তীতে মশিউর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত ভাসানী ন্যাপের কেন্দ্রীয় নেতা ছিলেন। জেনারেল জিয়াউর রহমানের সঙ্গে প্রথমে ফ্রন্ট গঠন এবং পরবর্তীতে বিএনপিতে ন্যাপের বিলুপ্তিতে তিনিও তার অংশ হয়ে যান। দীর্ঘদিন বামপন্থি রাজনীতিতে সক্রিয় থাকার কারণে সরকারি দলের অংশ হয়েও তিনি আন্দোলন সংগ্রামের মধ্যেই থেকেছেন। জিয়ার মৃত্যুর পর তিনি আর সক্রিয় রাজনীতিতে ছিলেন না। ১৯৮৫ সালের ৩০ জানুয়ারি ৫৮ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তার ৩১তম মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি।

(লেখক আ. ন. স. হাবীবুর রহমানের মামা সৈয়দ আকমল হোসেন। ৩১তম মৃত্যুবার্ষিকীতে লিখেছিলেন। ২০১৮ সালে আ. ন. স. হাবীবুর রহমানও ইন্তেকাল করেছেন)

KARNAFULLY HOME CARE

KARNAFULLY HOME CARE

[কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসের আরেকটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান]

সততা এবং বিশ্বস্ততাই আমাদের বৈশিষ্ট্য

WE CARE
YOUR FAMILY
LIKE OURS

মেডিকেইড অনুমোদিত
CDPAP - এর আওতায়
আপনার পছন্দসই প্রিয়জনকে
সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা
প্রদানের মাধ্যমে
অর্থ উপার্জন করুন

NYS
Department of
Health CDPAP

হোম কেয়ার সার্ভিস
নিলে আপনিও পেতে পারেন
প্রতি মাসে বাড়ি ভাড়া বাবদ
সর্বোচ্চ $৮০০ । আজই আসুন

Mohammed Hasem, MBA
President and CEO

347-621-6640
Fax: 347-338-6799
karnafullyhc@gmail.com
hasem@lovetocarehhc.com
info@lovetocarehhc.com

Main Office
167-18 Hillside Avenue, 2nd Fl
Jamaica, NY, 11432

Jackson Heights Branch
37-20 74th Street, 2nd Fl
Jackson Heights, NY, 11372

Buffalo Branch
1114 Walden Avenue
Buffalo, NY, 14211

www.lovetocarehc.com

বিএনপি চালায় কে?

সেলিম খান

দেশের অন্যতম বড় দল হিসেবে বিএনপি ১৭ বছরের বেশি শাসন ক্ষমতার বাইরে থাকার পরও সব সময় আলোচনায় থেকেছে। আলোচনায় থাকাটাই স্বাভাবিক। কখনো সরকার পতনের আন্দোলনে, কখনো ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে, কখনো খালেদা জিয়ার কারামুক্তির দাবিতে, কখনো নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্তে দলটি আলোচনায় থাকতে অভ্যস্ততা অর্জন করে ফেলেছে। তবে যেসব কর্মসূচির কারণে তারা আলোচনায় থেকেছে, তার দৃশ্যমান কোনো সাফল্য না আসায় দলের শীর্ষ নেতৃত্বের যোগ্যতা, বিবেচনাবোধ ও বাস্তবতা অনুধাবনের সক্ষমতা প্রশ্নের মুখে পড়েছে। এই প্রশ্ন আরও জোরালো হয়েছে, বিএনপির স্থানীয় সরকার নির্বাচনে অংশ না নেওয়ার সিদ্ধান্তে।

২০১১ সালে জাতীয় সংসদে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিলের পর থেকে বিএনপি ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগকে হটানোর আন্দোলনে নেমেছে। সে হিসেবে এই আন্দোলনের বয়স প্রায় ১৩ বছর। এ সময়কালে শুধু সরকারের দমন-পীড়নের ওপর দায় চাপিয়ে আন্দোলন সফল করতে না পারার ব্যর্থতা ঢাকা কঠিন। এই সময়ে বিএনপি নেতারা জেলযাত্রা বা আদালতে দৌড়ানোর বাইরে সত্যিই কি কিছু করতে পেয়েছেন? আন্দোলনের এটাই যদি ভবিতব্য হয়, তাহলে তা শুরুর আগে এক শ বার ভাবার দরকার ছিল। এলান জারি হওয়ার সাথে সাথে ঝাঁপিয়ে পড়াটা কোনো রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয় দেয় না।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে বিএনপি নিজের ঘোষিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য যে আন্দোলন করেছে, তারও মেয়াদ প্রায় দেড় বছর। এই ঘোষিত লক্ষ্যের মধ্যে মূল ছিল সরকার প্রধানের পদ থেকে শেখ হাসিনার পদত্যাগ এবং একটি নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকার গঠন, যাদের তত্ত্বাবধানে 'অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ' নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। মোদ্দা কথা হলো, আন্দোলনের মাধ্যমে তৎকালীন ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের পতন ঘটানো ছিল লক্ষ্য। এ ধরনের কোনো আন্দোলন শুরু করলে আওয়ামী লীগ ও তার শরিক দলগুলো পাল্টা কর্মসূচি দিতে পারে, আইন-শৃংখলা বাহিনী সক্রিয় হবে, চলমান মামলা গতি পাবে—এসব কথা বিএনপির সিদ্ধান্তগ্রহণকারী নেতৃবৃন্দ জানতেন না? অবশ্যই জানতেন।

এর অর্থ হলো—বিএনপির কোনো বিকল্প পরিকল্পনা ছিল না। যে কারণে গত ২৮ অক্টোবরের মহাসমাবেশ পণ্ড হওয়ার পর এবং মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরসহ বিএনপির নেতারা একের পর এক গ্রেপ্তার হলে তারা কিছুই করতে পারেনি। এমনকি দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়মুখো হননি কেউ? বিএনপির নেতাদের দাবি, ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে গণরোষে দেশের মানুষ ফুঁসছে। ধরলাম, তাঁদের কথাই সত্য। তাহলে বিএনপির নেতৃত্বে 'গণরোষে'র বিস্ফোরণ যদি এভাবে দপ করে জ্বলে ওঠার আগেই নিভে যায়, তাহলে ক্ষমতাসীনদের জন্যও কাজটা সহজ হয়ে যায় না-কি। অন্যদিকে তাঁদের দাবির সারবত্তা ও বাস্তবায়নের যোগ্যতা নিয়ে কেউ প্রশ্ন তুললে উত্তর কী মিলবে? শিয়াল পণ্ডিতের সেই একই কুমির ছানা দেখানোর মতো করে সব কিছুর জন্য সরকারি দমন-পীড়নের কথা—এই দাবির বিশ্বাসযোগ্যতাকেই নেতিবাচক দিকে ধাবিত করে। নির্বাচনে ভোটারদের কম অংশগ্রহণ দেশের মানুষের নীরব প্রতিবাদ—বিএনপির এই ভাবনায় যতটা সুখ আছে, ততটাই আছে বিভ্রম।

বিএনপির লিফলেট বিতরণ কর্মসূচি। ছবি: সংগৃহীত

দ্বিতীয় বিষয় হলো, 'জনরোষ'কে কাজে লাগিয়ে সরকার-বিরোধী গণ-অভ্যুত্থান করতে হলে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের যে সমর্থন প্রয়োজন তা আছে কিনা, সেটা কি বিএনপি একবারও ভেবে দেখেছে। গত ১৭ বছরে শুধু দেশে নয়, বিশ্বজুড়ে একটা বিরাট পরিবর্তন হয়ে গেছে। মানুষ আগের চেয়েও অনেক বেশি রাজনীতি বিমুখ। কিছুদিন আগে আমেরিকায় এক জরিপে তরুণদের কাছে জানতে চাওয়া হয়, তারা ভোট ও রাজনীতি-বিমুখ কেন? তরুণদের সোজসাপটা জবাব ছিল—রাজনীতিকেরা আমাদের নিয়ে ভাবেন না, তাই আমরাও তাদের নিয়ে ভাবি না। আমেরিকার তরুণদের সাথে এ বিষয়ে বাংলাদেশের কোনো তরুণের পার্থক্য আছে কিনা, এটা কি বিএনপি নেতারা জানেন? কখনো বোঝার চেষ্টা করেছেন?

দেশের তরুণদের চিন্তাভাবনা জানতে নিয়মিত জরিপ-পর্যালোচনা প্রকাশ করে থাকে বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাক। তাদের গত কয়েকটি জরিপ খেয়াল করলেই দেখবেন, তরুণদের প্রথম চিন্তা কর্মসংস্থান। এরপর মানসম্মত শিক্ষা, নিরাপদ যোগাযোগ ইত্যাদি। তাদের বিবেচনায় রাজনীতি তালিকার একটু নিচের দিকে। এই যে তাদের প্রথম চিন্তা কর্মসংস্থান, সেখানেও ভাগ আছে। কর্মসংস্থানের ব্যাপারে তারা বিসিএসসহ সরকারি চাকরি কিংবা বিদেশ যাওয়া নিয়ে বেশি ভাবছে। তরুণদের এই ভাবনার প্রতিফলন কি বিএনপির সরকার পতনের আন্দোলনের ভেতরে ছিল, না আছে? একইভাবে নারী বা বয়স্ক জনগোষ্ঠী বা সমাজের অন্যান্য শ্রেণির চাহিদাগুলো কি আন্দোলনের ইস্যু হয়ে উঠে এসেছে? নাকি সরকারের পতন ঘটাতে পারলেই আলাদিনের চেরাগ পেয়ে তারা সব সমস্যার সমাধান করে ফেলবে?

প্রশ্ন অনেক, তার উত্তর জানা দরকার দেশের মানুষের। না হলে তারা কেন রাস্তায় নেমে বিএনপির কাতারে এসে দাঁড়াবে? এখন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অনেকে নিজের প্রতিক্রিয়া বা মতামত প্রকাশ করে থাকে। সেটাকে যদি কেউ ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে ও আন্দোলনের পক্ষে প্রবল জনসমর্থন হিসেবে বিবেচনা করেন, তাহলে তার কোনো ভিত্তি নেই। আরব বসন্তসহ এমন একাধিক সামাজিকমাধ্যম নির্ভর আন্দোলনের কথা বলা যায়, যা কোনো শাসক শ্রেণিকে বিশেষ বেকায়দায় ফেলতে পারেনি।

ফলে জনগণের সাড়া পাওয়ার ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের প্রয়োজনে তার পাশে থাকার দরকার ছিল বিএনপির নেতৃবৃন্দের। এ ক্ষেত্রে তাঁদের ব্যর্থতার দায় নিতেই হবে। একটা বড় দল যদি ক্রমশ মানুষের কাছ থেকে দূরে সরে থাকে, তাহলে একসময় তাদের গোনার বাইরে চলে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। এক্ষেত্রে দেশের সাধারণ মানুষ আর দলীয় সমর্থক নেতা-কর্মীদের মধ্যে গুলিয়ে ফেললে চলবে না।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যেকোনো দেশে সাধারণ মানুষের সাথে গণসংযোগের অন্যতম উপায় নির্বাচন। বিএনপি ২০১৪ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচন বর্জন করে সরকার পতনের ধারার আন্দোলনে নেমে ব্যর্থ হয়। ২০১৮ সালে শেষ সময়ে এসে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। সে কারণে নির্বাচনে অংশ নিলেও সাংগঠনিকভাবে গুছিয়ে উঠতে পারেনি। ২০২৪-এ এসে আবার বর্জনের পথে গেল। এখন দলটি নির্বাচনে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে অংশ না নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। তাহলে গণমানুষের সাথে তাদের সংযোগটা হবে কীভাবে বা তারা মানুষের মনোভাবই বা বুঝবে কোন সূত্রে? শুধু হাতে একটি লিফলেট ধরিয়ে দিয়ে বা কালো পতাকা মিছিল করলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে!

প্রথম আলোর জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক সেলিম জাহিদ বিএনপির রাজনৈতিক ব্যর্থতা নিয়ে দুই পর্বের বিশ্লেষণ লিখেছেন। সেখানে তিনি লিখেছেন, 'সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানান, বিএনপির জ্যেষ্ঠ নেতাদের কেউ কেউ নির্বাচনে যাওয়ার ব্যাপারে ইতিবাচক ছিলেন। কিন্তু তারেক রহমান নির্বাচনে যাওয়ার বিপক্ষে থাকায় বিষয়টি আর এগোয়নি। কারও কারও মতে, তারেক রহমানের এই অবস্থানের কারণ হলো, যে নির্বাচনে তিনি থাকছেন না, সে নির্বাচনে বিএনপি গিয়ে অন্য কেউ নেতা হোন, সেটা তিনি চাননি। তাঁর লক্ষ্য, ২০২৯ সালের সংসদ নির্বাচনে জিতে দেশে ফেরা। আরও একটি কারণ বলা হচ্ছে, বর্তমানে দেশে যে অর্থনৈতিক সংকট এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে যে 'অরাজক' পরিস্থিতি বিরাজমান, ক্ষমতায় থেকে আওয়ামী লীগ সরকার তা সামাল দিতে পারবে না। আর ক্ষমতায় এলে বিএনপির পক্ষেও সেই পরিস্থিতি সামাল দেওয়া সম্ভব হবে না। এসব হিসাব-নিকাশ থেকে তারেক রহমান নির্বাচনের ব্যাপারে শুরু থেকেই অনাগ্রহী ছিলেন। তবে এসব বিষয়ে দলের কোনো পর্যায়ের নেতা আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।'

অর্থাৎ, বিএনপি জ্যেষ্ঠ নেতাদের কেউ কেউ নির্বাচনে অংশ নিতে চাইলেও তারেক রহমানের কারণে তা সম্ভব হয়নি। তাঁর এই অবস্থানের কারণ নির্বাচনে অংশ নিয়ে বিএনপির অন্য কেউ নেতা হোন, এটা তারেক চান না। চান না যে, তার প্রমাণ আগেও পাওয়া গেছে। ২০১৮ সালের নির্বাচনে বগুড়া থেকে খালেদা জিয়ার আসনে প্রার্থী হয়ে জিতেছিলেন মির্জা ফখরুল। কিন্তু বিএনপির অন্য ছয় সংসদ সদস্য সংসদে থাকলেও পদত্যাগ করেন মির্জা ফখরুল। তাহলে তিনি প্রার্থীই-বা হলেন কেন, আর পদত্যাগই করলেন কেন—তা ব্যাখ্যার কি প্রয়োজন আছে?

সেলিম জাহিদের প্রতিবেদন অনুযায়ী, তারেকের লক্ষ্য ২০২৯ সালে বিজয়ী হয়ে দেশে ফেরা। সেটাই যদি লক্ষ্য হবে, তাহলে গত দেড় বছর কি আন্দোলনের নামে নাটক ছিল? আর যে শত শত নেতা-কর্মী এই শীতে কারান্তরালে কাটাচ্ছেন, যাঁদের অনেকের পরিবার একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তিকে হারিয়ে মানবেতর জীবন কাটাচ্ছে-এর দায়িত্ব কে নেবে? পাঁচ বছর বাদে জিতে দেশে ফেরার যে স্বপ্ন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপারসন দেখছেন, তা আসলেই কতটা যৌক্তিক?

এই পাঁচ বছরে বিশ্বের রাজনৈতিক অঙ্গনে কী পরিবর্তন হবে, কেউ কি তা বলতে পারে? এক ডোনাল্ড ট্রাম্পের আবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট হওয়ার সম্ভবনা যত উজ্জ্বল হচ্ছে, পশ্চিমা বিশ্বের, বিশেষ করে ইউরোপের হৃতকম্প ততই বাড়ছে। ট্রাম্প যে আমেরিকা বাদে অন্য দেশ নিয়ে তেমন আগ্রহী নন, তা তাঁর প্রথম মেয়াদেই বোঝা গেছে। আর এবার নির্বাচিত হলে তিনি ২০ জানুয়ারি, ২০২৯ পর্যন্ত হোয়াইট হাউসেই থাকবেন। ততদিনে এ দেশে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন হয়ে যাবে। আর বিদেশিদের ওপর অতি নির্ভরশীলতার শিক্ষা যদি ২০২৩-২৪ এ না হয়ে থাকে, তাহলে কস্মিনকালেও হবে না। এই নির্ভরতা এমন পর্যায়ে গিয়েছিল যে, গাজায় ইসরায়েলি গণহত্যার প্রতিবাদে বিএনপির কোনো প্রকাশ্য সমাবেশ বা জোরালো প্রতিবাদ কেউ দেখেনি।

সবশেষে, বিএনপির চেয়ারপারসন আদালতের রায়ে সাজাপ্রাপ্ত। সরকারি আনুকূল্যে নির্বাহী আদেশে তিনি কারাগারের বাইরে আছেন। সর্বোপরি তিনি গুরুতর অসুস্থ। আর দলটি যাঁর কথায় চলে, তিনি গত ১৬ বছর থাকছেন দেশ থেকে আট হাজার কিলোমিটার দূরে লন্ডনে। তিনি আবার চান না যে, অন্য কেউ দলটির নেতা হয়ে উঠুক। ভারত ও পশ্চিমা দেশগুলোর কাছে তাঁর গ্রহণযোগ্যতাও প্রশ্নবিদ্ধ। শীর্ষ নেতৃত্বের যখন এই দশা, তখন কোনো দলের পক্ষে কি সরকার পতনের মতো তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব? এ অবস্থায় আগামী পাঁচ বছর বিএনপির নেতা-কর্মীরা তাহলে কি অনিশ্চিত ভবিষ্যতের সুখ-স্বপ্নে ভর করে শুধু জেলে যাবেন আর আদালতের দরজায় ঘুরে ঘুরে জুতোর সুকতলা খোয়াবেন?

লেখক: নির্বাহী সম্পাদক, ডিজিটাল বিভাগ, ইনডিপেনডেন্ট টেলিভিশন

বুদ্ধিজীবীর প্রলাপ ও ভোটের আলাপ

কাকন রেজা

যেহেতু লিখি, তাই দু'চারজন বুদ্ধিজীবী, 'সেমি'বুদ্ধিজীবী ওনাদের সাথে কথা হয়ই। সে হোক সরাসরি কিংবা ফোনে। 'সেমি'বুদ্ধিজীবী মানে যারা সামাজিকমাধ্যমে মাঝেমধ্যে দু'চারটে বাণী প্রদান করে আলোচিত হন। যাহোক, প্রথম আলোর অনলাইনে প্রকাশিত গ্যাসের দাম বৃদ্ধির সম্ভাবনা বিষয়ে খবর নিয়ে আলাপ হচ্ছিলো। পাঁচশ টাকা বাড়বে দুই চুলায়। সম্ভবত ১৫৯২ টাকা দিতে হবে। আলাপের শুরুতেই এক বুদ্ধিজীবী খেপে উঠলেন। বেচারার দিনকাল খারাপ যাচ্ছিলো। তার লেখালেখি, আলাপ-আলোচনা সাহিত্য-সংস্কৃতি ঘিরে। কোনটা মরু সংস্কৃতি এবং কোনটা 'গরু' সংস্কৃতি এসব তার চিন্তা-চেতনার বিষয়। কিন্তু হালে রাজনীতি আর নির্বাচনের ডামাডোলে এসবের তেমন কদর নেই। তাই তিনি কিছুটা শঙ্কিত এবং চিন্তিত। মেজাজটা আর ধরে রাখতে পারলেন না, সব দোষ গিয়ে চাপালেন বিরোধী শক্তিগুলো বিশেষ করে বিএনপি'র উপর। বললেন, 'বিএনপি তো কিছুই করতে পারলো না। নির্বাচন হয়ে গেলো, এখন সরকার যা ইচ্ছা তাই করবে।'

বাক্যবাণ আমাকে লক্ষ্য করেই ছিলো। বললাম, বিএনপি কী করবে, বিএনপি'র কি ঠেকা পড়েছে নিজেরা মরে, মার খেয়ে, জেলে গিয়ে আপনাকে বাঁচানোর। তারপরও তো তারা করছে। তারা তো আপোস করে নির্বাচনে যেতে পারতো। পারতো বিরোধীদল হিসেবে আমে-দুধে মিশে গিয়ে ভাগ-বাটোয়ারার গল্পে যেতে। তার থেকে জেলটাকেই বেছে নিয়েছে তারা। আপনি কি করেছেন, প্রতিবাদ করেছেন কোনো ব্যাপারে? বিএনপির স্লোগানে ধোয়া ধরেছেন, বরং উল্টোটা করেছেন। এখন দোষ চাপাচ্ছেন বিএনপির উপর। সাহিত্য-সংস্কৃতির বাহাসের তুলনায় রাজনীতিটা যে জরুরি ছিলো সেটা এতদিন বুঝতে পারেননি, কিন্তু যখন দাম বাড়ার কথা শুনেছেন, পকেট আর ভাঁড়ারে টান পড়ার কথা উঠেছে তখনি গলা উঁচু করেছেন। আমার উল্টো অ্যাকশনে বেচারা পুরো খামোশ খেয়ে গেলেন।

পাশের আরেকজন হৈহৈ করে বলে উঠলেন, বলেছিলাম না আওয়ামী লীগই ক্ষমতায় থাকবে। বিএনপি কিচ্ছু করতে পারবে না। অ্যামেরিকা-ট্যামেরিকা কোনো ব্যাপার না। দেখেন না সব ম্যানেজ হয়ে গিয়েছে। পিটার হাস, ইইউ সব সরকারের সাথে কাজ করতে চাইছে। তাকে শুধু বললাম, আপনি কি ভোট দিতে গিয়েছিলেন বা পেরেছিলেন? উনিও খামোশ খেয়ে গেলেন।

খামোশ না খেয়ে তো উপায় নেই। ঢাকার আসনগুলোর মধ্যে ঢাকা-১৫ আসনে ভোটের হার সরকারি ভাষ্যতেই ১৩.৪ শতাংশ।

অন্যান্য আসনগুলোর অবস্থাও খুব ভালো নয়। শুধু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর আসনে ভোটের হার সরকারি ভাষ্যতে ৩০.৫ শতাংশ। এতো গেলো সরকারি হিসেব। কিন্তু বেসরকারি ও বিরোধীদের হিসেবে ভোটের হার আরও অনেক কম। এখন কথা হলো, আওয়ামী লীগের ভোট অনেকের কথা অনুয়ায়ী ৩০ শতাংশের বেশি। যদি ৩০ শতাংশও হয়ে থাকে, তাহলে আওয়ামী লীগের লোকজনই তো ভোট দিতে আসেনি। কেন আসেনি তা নিয়ে কারো কোনো আলাপ অবশ্য এখনো দেখছি না। কেন খোদ আওয়ামী লীগের লোকজনই ঢাকাতে ভোট দিতে এলো না এটা একটা বড় প্রশ্ন। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হলো খোদ ভোটের দিনে, যে দেশে ভোটকে উৎসব মানা হয়, সেদিন রাজধানী ঢাকা কেন কার্ফ্যুর মতন নীরব ছিলো। গণমাধ্যম বলেছে, গত ৫০ বছরে ঢাকাকে এত নীরব দেখা যায়নি। অপরদিকে গোদের উপর বিষ ফোঁড়ার মতন ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) বলছে, এই নির্বাচন ছিলো পাতানো ও একপাক্ষিক। যদিও সরকারপক্ষ এ ব্যাপারে টিআবিকে বিএনপি'র দালাল হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। কারণ তাদের কথার সাথে বিএনপির কথা অনেকটাই মিলে গেছে। কিন্তু মিললেই কী, যারা ভোটের আগে গণতন্ত্রের কথা বলতো এবং জনগণের আকাঙ্ক্ষার সাথে তাদের চাওয়ার মিল রয়েছে বলতো, তারাও তো নির্বাচনের পর সরকারকে অভিনন্দন জানিয়েছে। তাদের আকাঙ্ক্ষা এখন সরকারের সাথে কাজ করার। সুতরাং টিআইবি ভোট নিয়ে কী বললো, তাতে কী আসে যায়, পাত্তাও দেয় কে! যদিও বিদেশীদের নির্বাচনপূর্ব আলাপও অনেকটা রাজনৈতিক মেঠো বক্তৃতার মতনই মনে হচ্ছে আপাত দৃষ্টিতে। ভোটের মতন তাদের কথার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে বিরোধী সমর্থক ও আমজনতার মাঝে।

ভোটের শতাংশ নিয়ে খোদ প্রধান নির্বাচন কমিশনারের কথাতেই রয়েছে কিছুটা বৈসাদৃশ্য। ২৮ শতাংশ বলার পর তিনি বললেন ৪০ শতাংশ। যদিও এ ব্যাপারে একটা ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছেন। তিনি হয়তো তার ব্যাখ্যাতে ঠিক আছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও টেলিভিশন, সামাজিকমাধ্যমে ভোটের দিনের দৃশ্য যা ধরা পড়েছে, তাতে ভোটের শতাংশ নিয়ে সন্দেহ থাকা দোষের কিছু নয়। এসব দেখেই বিরোধীরা বলছেন, ভোট কেন্দ্রগুলো ফাঁকা এবং আগের ছাগল আর কুকুরের সাথে এবার ভোট কেন্দ্রের ফাঁকা মাঠে নতুন যুক্ত হয়েছে বানর। নির্বাচনের আগে থেকেই ট্রল হচ্ছিলো মৃত ব্যক্তিদের ভোট দেয়া নিয়ে। তা সত্ত্বেও এবারও মৃতরা এসে ভোট দিয়ে গেছে। ভোট দিয়েছে প্রবাসে থাকারাও, পোস্টাল ব্যালটে নয়, সশরীরে এসে। কীভাবে এলো তার কোনো ব্যাখ্যা নেই। সুতরাং খামোশ তো খাবারই কথা।

আমার এক বন্ধুর ছেলে নতুন ভোটার হয়েছে। সেই উত্তেজনায় ভোট দিতে গিয়েছে সে, যদিও তার পরিবার যায়নি। যেয়ে দেখে তার ভোট দেয়া হয়ে গেছে। তার প্রথম ভোট দেবার উত্তেজনাটা মাটি। তার কেন্দ্রে যাবার কষ্ট বৃথা। তার কষ্ট কমাতে অগ্রিম ভোট দিয়ে দিয়েছে দরদিয়া কেউ। কেউ আবার ভোটার হবার আগেই ভোট দেয়ার স্বাদ গ্রহণ করেছে, যা দেখিয়েছে কিছু গণমাধ্যমও। অন্যদিকে শেষ একঘন্টায় প্রদত্ত ভোটের হার অনেকটাই অবিশ্বাস্য। অথচ শেষ বেলায় সাধারণত ভোটারই থাকে না। যারা দেবার তারা সকাল সকাল এসেই ভোট দিয়ে চলে যায়। সুতরাং এই হার নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। ৭ ঘন্টায় ২৮ শতাংশ, শেষ ১ ঘন্টায় ১৩ শতাংশ। অনেক দুষ্টু লোক ট্রল করে বলেন, বিকালে জ্বিন নেমেছিলো ভোট দেয়ার জন্য।

ভোট নিয়ে নানা কথা হচ্ছে। পরাজিত প্রার্থীরা যারা অনেকেই বর্তমান শাসকদলের, তারাই বলছেন ভোটের অনিয়মের কথা। বলছেন, জাতীয় পার্টির প্রার্থীরা। জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যানও বলেছেন ভোট সুষ্ঠু হয়নি। বলেছেন, জাসদের হাসানুল হক ইনু। বলেছেন কিংস পার্টি তৃণমূল বিএনপির সাধারণ সম্পাদক তৈমুর আলম খন্দকার। অন্যান্য কিংস পার্টিও বাদ যায়নি ভোটের অনিয়ম নিয়ে কথা বলতে। সুতরাং এসব হলো ঘরের কথা। এসব কথা বিএনপি বা নির্বাচনের বাইরে থাকা বিরোধী শক্তির কথা নয়। তাদের কথা না হয় না বাদ, যেহেতু তারা নির্বাচনের বিরোধীতা করে আসছে, তারা বিরুদ্ধে বলবেই। কিন্তু ঘরের কথা পরে জানছে তো ঘরের লোকের থেকেই। সুতরাং অন্যকে দোষ দিয়ে কী হবে।

শুরু করেছিলাম বুদ্ধিজীবীদের দিয়ে, সব বুদ্ধিজীবী নন, সেই বুদ্ধিজীবীগণ যারা গা বাঁচিয়ে চলতে চান। মাছ ধরতে গিয়ে পানিতে নামতে চান না, তাদের মাছ ফসকে যাবে এটাই নিয়তি। সেই সাথে আমজনতার যারা পানি থেকে গা বাঁচাতে চান, তারা অভ্যস্ত পার্টি। তারা খুব ভালোমানুষও। একগালে চড় দিলে আরেক গাল পেতে দেন। সাত চড়ে রা করেন না। তারা সবকিছুতে অভ্যস্ত হয়ে যান তাদের নিয়ে কিছু বলার নেই। তারা নির্বাচনের আগে গরুর গোশত ৫শ টাকায় পাওয়া গেছে জেনেই খুশি, কিন্তু ভোটের পর বাজারে কিনতে গিয়ে দেখে সাড়ে ৭শ থেকে ৮শ। সব্জির মৌসুমেও সকল সব্জির দামই আকাশছোঁয়া। আলু তো রীতিমত হালি দরে কেনার অবস্থা। তারমধ্যে গ্যাসের দাম বাড়ার আলাপ উঠেছে। বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে বিদ্যুতের দামও। আর কী কী বাড়বে তা হয়তো সামনেই বোঝা যাবে। কিন্তু তারপরেও তারা অভ্যস্ত হয়ে যাবেন। দোষ চাপাবেন বাড়ার জন্য সরকারের উপর সাথে না কমাতে পারার জন্য বিএনপির উপর। অতঃপর বুদ্ধিজীবীরা ভালোমন্দ খেয়ে, আর আমজনতা আধপেটা খেয়ে ঘুমিয়ে পড়বেন এবং সাথে ঘুমিয়ে পড়বে তাদের ভাগ্যও।

প্রধান নির্বাচন কমিশনারের কথা দিয়ে লেখাটা শেষ করি, যা গণমাধ্যম উদ্ধৃত করেছে। তিনি বলেছেন, নির্বাচন পদ্ধতির উপর জনগণের আস্থা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। কিন্তু কেন গিয়েছে, সেই উত্তরটা তিনি পরিষ্কার করে দেননি।

Law Offices

এক্সিডেন্ট কেইসেস

মেডিক্যাল ম্যালপ্র্যাকটিস ও হাসপাতালের ত্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্ম

917-282-9256

(To schedule appointment only)

বিনামুল্যে পরামর্শ, প্রয়োজনে এটর্নী আপনার বাসায় অথবা হাসপাতালে আসবেন

Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
এটর্নী মঈন চৌধুরী

আমরা অতীতে
আমাদের ক্লায়েন্টদের
জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন
ডলার আদায়
করে দিয়েছি।

নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, মিশিগান
পেনসিলভেনিয়া, কানেকটিকাট, ফ্লোরিডা
জর্জিয়া ও ভার্জিনিয়াতে
আমাদে সহযোগী - লাইসেন্স প্রাপ্ত এটর্নীরা
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

Timothy Bompart, Esq
Attorney at Law

- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা,
- কাজের জায়গায় দুর্ঘটনা
- ট্রিপ এন্ড ফল
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম

এপয়েন্টমেন্টের
জন্য কল করুন
৯১৭-২৮২-৯২৫৬

- কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- লেড পয়জনিং

ইমিগ্রেশন

- পলিটিক্যাল এসাইলাম
- বিনা পরীক্ষায় নাগরিকত্ব
- এডজ্যাস্টম্যান্টে অব স্টেটাস (গ্রীন কার্ড)

IMMIGRATION

- স্টুডেন্ট ভিসা
- ডিপোর্টেশন কেইসেস
- ইনভেষ্টমেন্ট ভিসা
- ভিজিট ভিসা - এক্সটেনশন সহ
- বৈবাহিক সূত্রে গ্রীন কার্ড
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন

সকল প্রকার ইমিগ্রেশন বিষয়ে কনসালটেশন ফি নুন্যতম ৫০ ডলার

Law offices of Timothy Bompart

37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372

Moin Choudhury Law Firm, P.C 292000 Southfield Road, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Immigration Petitions & Adjustment of Status.

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court. Prior result do not guarantee the outcome of any future cases.

চুনতি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য নিয়ে আলোচনা সভা

শরীফ জামিল

ধরিত্রী রক্ষায় আমরা (ধরা) এবং অরণ্য যৌথভাবে ২৬ জানুয়ারী শুক্রবার বিকাল ৫টায় চট্টগ্রাম জেলার লোহাগাড়া উপজেলার চুনতির হোটেল মিডওয়ে ইন এ 'চুনতি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের বর্তমান অবস্থা ও করণীয়' শীর্ষক আলোচনা সভার আয়োজন করেছে। এই সভায় সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ও ধরা'র উপদেষ্টা মন্ডলীর সভাপতি সুলতানা কামাল প্রধান অতিথি হিসাবে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ব্রতী-এর প্রধান নির্বাহী ও ধরা'র আহ্বায়ক কমিটির সহ-আহ্বায়ক শারমীন মুরশিদ এবং প্রধান আলোচক হিসেবে ছিলেন ধরা'র আহবায়ক কমিটির সদস্য সচিব শরীফ জামিল। সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন চট্টগ্রাম বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগের মাননীয় বিভাগীয় বন কর্মকর্তা রফিকুল ইসলাম চৌধুরী, 'ধরা'র আহ্বায়ক কমিটির সদস্য ফজলুল কাদের চৌধুরী ও আব্দুল করিম চৌধুরী কিম। সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ও স্বাগত বক্তব্য রাখেন 'চুনতি রক্ষায় আমরা'র সমন্বয়ক ও ধরা'র সদস্য সানজিদা রহমান।

অন্যান্যের মধ্যে আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন স্থানীয় পরিবেশবাদী সংগঠন 'অরণ্য'র সিনিয়র সহ-সভাপতি নিয়াজুর রহমান খান, চুনতি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি আনোয়ার কামাল, লোহাগাড়া প্রেসক্লাবের সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা নুরুল ইসলাম, দৈনিক যুগান্তর-এর নাজিম উদ্দীন রানা, দৈনিক মানবকণ্ঠ-এর জাহেদুল ইসলাম, দেশ-রুপান্তর-এর অধাপক পুস্পেন চৌধুরী, 'অরণ্য'র সদস্য সচিব আব্দুল কাইয়ুম ও সাংগঠনিক সম্পাদক মুজিবুর রহমান, 'কিশলয় চুনতি'র সভাপতি কাজী মোহাম্মদ জাওয়াদ, সাধারণ সম্পাদক আবদুল্লাহ আল ফাহাদ, সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ রাহিক বিন রুহুল আমিন প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে ধরিত্রী রক্ষায় আমরা (ধরা) এর প্রতিনিধিগণ চুনতিতে বসবাসকারী এলাকাবাসী ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে সেখানকার পরিবেশগত সমস্যা ও সমাধানের উপায় সম্পর্কে মতবিনিময় করেন এবং সাতগড় বন বিটের লাম্বাসিয়াতে ইটের ভাটা, চুনতি বন বিটের ফোর সিজনস রেস্টুরেন্ট ও রিসোর্টের পেছনের এলাকা, জাঙ্গালিয়া বন বিটে রেলওয়ে ক্রসিং ও বন্যপ্রাণী গবেষণা কেন্দ্র, সুফিনগরের লুতু মিয়ার ঘোনা সহ গুরুত্বপূর্ণ স্থান পরিদর্শন করেন।

সভায় প্রধান অতিথি সুলতানা কামাল বলেন, "আজকে চুনতি বন্যপ্রানী অভয়ারন্য রক্ষার লক্ষ্যে 'চুনতি রক্ষায় আমরা' কর্মসূচীর আওতায় চুনতি ভ্রমণে এসে উন্নয়নের নামে এবং ভূমিদস্যু বিশেষত পাহাড় এবং নদী দখলকারীদের কবলে পড়ে এই চুনতির পরিবেশের উপর যে ভয়াবহ হামলার চিত্র দেখলাম তাতে শিউরে উঠতে হয়। প্রকৃতি এবং বন্যপ্রানীর জীবন প্রবাহকে এমন ক্ষতবিক্ষত করার দৃষ্টান্ত এই নৈতিক অবক্ষয়ের দিনেও বিরল। এখনো সময় আছে আমরা সকলে মিলে চেষ্টা করলে হয়ত আমাদের এই অতি মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদকে রক্ষা করতে পারব"।

সভাপতির বক্তব্যে শারমীন মুরশিদ বলেন, "পরিবেশ ধ্বংসের উন্মাদনা দেখলাম। চুনতি বনাঞ্চল দেখলাম, যেখানে একদিন সমৃদ্ধ বন্যপ্রাণীর অভয়ারন্য ছিল আজ সেখানে মহাধ্বংসের কর্মযজ্ঞ। বনের ভেতর রেল লাইন, বসতি, ব্যবসা আর হাজার হাজার মা গাছের মৃত্যু। শত শত পাহাড় কর্তন দেখলাম। টিকে থাকা পাহাড়ে অবৈধ দখলদার দেখলাম। মৃতপ্রায় ছড়া ও ছড়ি দেখলাম। এ যেন অন্যরকমের এক মহামারি। এ যেন মাতৃভূমিতে অন্য এক মরন আঘাত"। তিনি চট্টগ্রাম কক্সবাজার রেলপথ নির্মাণ প্রসঙ্গে বলেন, "প্রাণ-প্রকৃতি ধ্বংস করে এ কেমন উন্নতি? সরকারের এমন আত্মঘাতী উন্নয়ন থেকে সরে আসতে হবে। দুর্নীতি-দুষ্কৃতি দমন করতে হবে। চুনতিবাসিকে নিয়ে এই ধ্বংসকে রুখতে হবে"।

প্রধান আলোচক শরীফ জামিল বলেন, "চুনতি রক্ষায় সংশ্লিষ্ট এলাকার সাধারণ মানুষকে নিয়ে সংগঠিত সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা হবে। চুনতি বনাঞ্চল পরিদর্শনকালে আমরা বন উজাড়, পাহাড় কাটা ও বনের জায়গার অবৈধ দখলদারিত্ব প্রত্যক্ষ করেছি। স্থানীয় মানুষের সাথে কথা বলে উপলব্ধি হয়েছে, বিভাগ ও প্রশাসনের ছত্রছায়ায় একটি চিহ্নিত গোষ্ঠী নির্বিচারে দিনের পর দিন প্রকৃতি ধ্বংস অব্যাহত রেখেছে। একই সাথে পরিদর্শনকালে লক্ষ্য করেছি সরকারি প্রকল্পের নামে (চট্টগ্রাম-কক্সবাজার রেললাইন নির্মাণ সহ নানান প্রকল্পে) বনের বৃক্ষ ও পাহাড় বিনাশের পাশাপাশি ধ্বংস করা হয়েছে বন্যপ্রাণীর বিচরণ ক্ষেত্র ও আবাসস্থল। চুনতি রক্ষায় সাধারণ মানুষের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলদেরকে জবাবদিহিতার আওতায় নিয়ে আসতে হবে"।

বিশেষ অতিথি রফিকুল ইসলাম চৌধুরী চুনতি অভয়ারণ্য সংরক্ষণে স্থানীয় মানুষের অংশগ্রহন ও সহযোগীতার আহ্বান জানান।

বীর মুক্তিযোদ্ধা তোতা মিয়াকে জাতি চিরদিন স্মরণ রাখবে

গোলাপগঞ্জে বক্তারা

সিলেট প্রতিনিধি

গোলাপগঞ্জের স্মরণ সভায় বক্তারা বলেছেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা তোতা মিয়ার কথা জাতি চিরদিন স্মরণ রাখবে। তিনি কেবল মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে বিজয়ী হয়ে শেষ হয়ে যাননি। পরবর্তী সময়েও মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করেছেন, নেতৃত্ব দিয়েছেন গোলাপগঞ্জ ও সিলেটের মুক্তিযোদ্ধাদের। দায়িত্ব পালন করেছেন গোলাপগঞ্জ উপজেলা কমান্ডের কমান্ডারের ও সিলেট জেলা কমান্ডের সাংগঠনিক কমান্ডারের। আমৃত্যু তিনি ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের শক্তির একজন সৈনিক।

২৬ জানুয়ারী শুক্রবার বিকেলে বাঘা ইউনিয়নবাসীর উদ্যোগে স্থানীয় পরগনা বাজারে আয়োজিত মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সিলেট জেলা কমান্ডের সাবেক সাংগঠনিক কমান্ডার ও গোলাপগঞ্জ উপজেলা কমান্ডের কমান্ডার গোলাপগঞ্জ উপজেলা আওয়ামীলীগের মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা তোতা মিয়া স্বরণে আয়োজিত স্মরণসভায় সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, ভার্থখলা মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল হাফিজ মাওলানা মজদ উদ্দিন আহমদ। তরুণ সমাজসেবী আবুল কালাম ও বাঘা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ইকবাল আহমদের যৌথ উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন সিলেট মহানগর আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি, বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল খালিক। প্রধান বক্তার বক্তব্য রাখেন সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, গোলাপগঞ্জ উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান হুমায়ুন ইসলাম কামাল। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন গোলাপগঞ্জ উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, মঞ্জুর কাদির শাফি চৌধুরী এলিম,মুক্তিযোদ্ধা সংসদ গোলাপগঞ্জ উপজেলা কমান্ডের সাবেক কমান্ডার আলহাজ্ব শফিকুর রহমান, গোলাপগঞ্জ পৌরসভা মেয়র আমিনুল ইসলাম রাবেল, সিলেট সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলর ছয়ফুল আলম বাকের। বক্তব্য রাখেন গোলাপগঞ্জ পৌরসভার সাবেক মেয়র জাকারিয়া আহমদ পাপলু,বাঘা ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আব্দুস সামাদ, উপজেলা আওয়ামী লীগ নেতা নুরুল ইসলাম, আর্জমন্দ আলী, বিশিষ্ট ব্যাংকার জিল্লুর রহমান শিলু, মরহুম তোতা মিয়ার ভাই পাকি মিয়া প্রমুখ।

দুর্নীতিতে বাংলাদেশের দুই ধাপ অবনতি: টিআই

ঢাকা অফিস

বিশ্বে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের তালিকায় অবনতি হয়েছে বাংলাদেশের। দুই ধাপ অবনতি হয়ে অধঃক্রম অনুযায়ী এবার ১৮০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান দশম। বার্লিনভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই) এর দুর্নীতির ধারণাসূচক ২০২৩ শীর্ষক প্রতিবেদনে এমন তথ্য উঠে এসেছে।

৩০ জানুয়ারী মঙ্গলবার ধানমন্ডিতে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)-এর কার্যালয়ে এ তথ্য উপস্থাপন করেন সংস্থাটির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান। তিনি বলেন, ইকোনোমিক ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের গবেষণা অনুযায়ী ২৪টি পূর্ণ গণতান্ত্রিক, ৪৮টি ত্রুটিপূর্ণ গণতান্ত্রিক, ৩৬টি হাইব্রিড গণতান্ত্রিক ও ৫৯টি কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রের গড় সিপিআই স্কোর যথাক্রমে ৭৩, ৪৮, ৩৬ ও ২৯; অথচ বাংলাদেশের স্কোর ২৪। এমনকি ফ্রিডম হাউস অনুযায়ী যেসব দেশে নির্বাচনী গণতন্ত্র আছে, এমন ৯৩টি রাষ্ট্রের গড় স্কোর ৫৩ এবং নির্বাচনী গণতন্ত্রহীন রাষ্ট্রগুলোর গড় স্কোর ৩১, সেখানেও বাংলাদেশের ২৪ স্কোর উদ্বেগজনক ও বিব্রতকর। দুর্নীতি ও অবিচার পরস্পর সম্পর্কযুক্ত, দুর্নীতি অন্যায়ের জন্ম দেয় এবং নাগরিক ও অন্যায় দুর্নীতির দুষ্টচক্র তৈরি করে।

দক্ষিণ এশিয়ার অবস্থান তুলে ধরে ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, ২০২৩ সালের সিপিআই অনুযায়ী দক্ষিণ এশিয়ায় শুধুমাত্র ভুটান গত বছরের ৬৮ স্কোর ধরে রেখেছে। নেপাল ও পাকিস্তানের স্কোর যথাক্রমে ১ ও ২ পয়েন্ট উন্নতি হয়েছে এবং অবশিষ্ট পাঁচটি দেশের স্কোরই ১ থেকে ৪ পয়েন্ট অবনমন হয়েছে। এরমধ্যে আফগানিস্তানের স্কোর কমেছে ৪ পয়েন্ট, শ্রীলংকার ২ পয়েন্ট এবং মালদ্বীপ, ভারত ও বাংলাদেশের স্কোর কমেছে ১ পয়েন্ট করে।

উর্ধ্বক্রম অনুযায়ী এ বছর দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে শুধুমাত্র পাকিস্তান ও নেপালের অবস্থানের যথাক্রমে ৭ ধাপ ও ২ ধাপ উন্নতি হয়েছে এবং অবশিষ্ট ৬টি দেশের অবস্থানের ১ থেকে ১৪ ধাপ পর্যন্ত অবনতি হয়েছে।

১২ সিনেটরের উদ্দেশে 'কংগ্রেস অব বাংলাদেশি আমেরিকানের' চিঠি

নিউজ ডেস্ক

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে ১২ মার্কিন সিনেটর সম্প্রতি ড. মোহাম্মদ ইউনুস ইস্যুতে যে চিঠি দিয়েছিলেন, তার বিপরীতে চিঠি দিয়েছেন কংগ্রেস অব বাংলাদেশি আমেরিকানরা।

সিনেটর রিচার্ড জে ডার্বিনকে উদ্দেশ্য করে লেখা চিঠিতে তারা বলেন, 'আমরা বাংলাদেশি আমেরিকানরা, ২২ জানুয়ারি অন্য ১১ জন সিনেটরসহ আপনারা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে যে চিঠি লিখেছেন, সে বিষয়ে আমাদের হতাশা প্রকাশ করতে লিখছি।'

উল্লেখ্য, ২২ জানুয়ারি রিচার্ড ডার্বিনসহ ১২ জন সিনেটর বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে একটি চিঠি পাঠান। ওই চিঠিতে অভিযোগ করা হয় যে, নোবেল বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে নিয়মবহির্ভূতভাবে বিচারিক প্রক্রিয়ায় হয়রানি করা হচ্ছে। অবিলম্বে বিচার কার্যক্রমের মাধ্যমে ড. ইউনূসকে হয়রানি বন্ধের তাগিদ দেওয়া হয়েছে

'কংগ্রেস অব বাংলাদেশি আমেরিকানে'র চিঠি বলা হয়, 'চিঠিতে আপনারা (সিনেটররা) বাংলাদেশি নাগরিক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের মামলার বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন; যিনি নিজের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের করা অভিযোগের মুখোমুখি হয়েছেন। কর্মচারীরা দাবি করেছেন, তিনি (ড. ইউনূস) দেশের শ্রম আইনের ব্যত্যয় ঘটিয়ে তাদের কর্মসংস্থানের অধিকার লঙ্ঘন করেছেন।

একটি স্বাধীন দেশের প্রধানমন্ত্রীর অফিসের জন্য লেখা চিঠির (সিনেটরদের) বক্তব্যে আরও সম্মান প্রদর্শন দাবি রাখে। কারণ, এটি একটি ভিত্তিহীন অভিযোগের ভিত্তিতে একটি সার্বভৌম সরকারের প্রধানকে অভিবাদন দিয়ে শুরু না করে সম্বোধন করা ন্যূনতম শিষ্টাচারের বিরুদ্ধে যায়।'

দেবার্পিতা দে'র অকাল মৃত্যুতে শোকের ছায়া

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কে বাংলাদেশি কমিউনিটিতে ব্যাপক পরিচিত, সিলেটের সেন্ট্রাল ফার্মেসি পরিবার নামে খ্যাত পরিবারের তরুনী দেবার্পিতা দে (ব্রতী) অকালে ঝরে গেছে। মাত্র ১৮ বছরের বয়সের এ তরুণী ২৮ জানুয়ারী রোববার ভোর রাতে নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ড সাউদার্ন স্টেট পার্ক হাইওয়েতে এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারায়। 'সেন্ট্রাল ফার্মেসি' পরিবারের পরিচিত মুখ দেবাশীষ দে বাসু এবং ভাস্বতী দে দম্পতির কনিষ্ঠা কন্যা দেবার্পিতা দে। পরিবারে তাকে ব্রতী নামে ডাকা হতো।তিন বোনের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন তিনি।

পুলিশের দেয়া বিবরণে জানা গেছে, সাউদার্ন স্টেট পার্ক হাইওয়ের একজিট ৩৫ এলাকায় ইনফিনিটি গাড়ির আরোহী ছিলেন দেবার্পিতা দে। তার বন্ধু জীবন লেইকেন(১৯) গাড়ি চালাচ্ছিলেন। একজিট নেয়ার সময় একটি জিপ গাড়ির সাথে ইনফিনিটি গাড়ির ধাক্কা লাগলে গাড়িটি সড়ক পথ থেকে ছিটকে পরে গাছে ধাক্কা লাগে। ভোর পৌনে ছটার দিকে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ইনফিনিটি গাড়ির উভয় যাত্রীকে মৃত অবস্থায় পায়। অপর গাড়ির চালককে আহত অবস্থায় নিকটবর্তী হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। দুর্ঘটনার কোন কারণ জানা যায়নি। নিউইয়র্ক পুলিশের একাধিক বিভাগ এ নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। এ দুর্ঘটনা সম্পর্কে কেউ কোন তথ্য জানলে পুলিশকে জানানোর জন্যও এক বিজ্ঞপ্তিতে আহ্বান জানানো হয়েছে।

বরো অব ম্যানহাটন কমিউনিটি কলেজের শিক্ষার্থী দেবার্পিতা পরিবারের সাথে কুইন্সের জ্যাকসন হাইটস এলাকার করোনায় বসবাস করতেন। দুর্ঘটনার সময়টিতে তার বাবা মা দেশে অবস্থান করছিলেন। রোববার বেলা দুইটার দিকে পুলিশ পরিবারের খোঁজ করে দেবপ্রীতার বোনকে মৃত্যু সংবাদটি জানিয়েছে।

পুলিশ ও হাসপাতালের আনুষ্ঠানিকতা শেষে ৩০ জানুয়ারী নিউইয়র্ক সময় মঙ্গলবার রাতেই এমিরেটসের ফ্লাইটে মরদেহ দেশে নিয়ে যাওয়ার কথা। দেবার্পিতার কাকা সুব্রত দে গৌতম জানিয়েছেন তিনি সহ নিউইয়র্ক ও কানাডা থেকে পরিবারের লোকজন মরদেহ নিয়ে দেশে যাচ্ছেন। ১ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার সকালে ঢাকা পৌঁছে সেদিনেই মৃতদেহ সিলেটে নিয়ে যাওয়া হবে। পারিবারিক সূত্রে জানানো হয়েছে, বৃহস্পতিবারেই সিলেট শহরের চালিবন্দরে দেবার্পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হবে।

জাকির তালুকদার ফেরত দিলেন বাংলা একাডেমি পুরস্কার

ঢাকা ডেস্ক

জাকির তালুকদার

কথাসাহিত্যিক জাকির তালুকদার বাংলা একাডেমি পুরস্কার ফেরত দিয়েছেন। ২০১৪ সালে তিনি কথাসাহিত্যে অবদানের জন্য এ পুরস্কার পেয়েছিলেন। ২৮ জানুয়ারী রোববার তিনি ওই পুরস্কারের অর্থ ও সম্মাননা স্মারক কুরিয়ারের মাধ্যমে বাংলা একাডেমিতে ফেরত পাঠিয়েছেন।

জাকির তালুকদার নিজেই এই তথ্য প্রকাশ করে অভিযোগ করেন বাংলা একাডেমি তার মান ধরে রাখতে পারেনি। বাংলা একাডেমির গণতন্ত্রহীনতা, আমলাতান্ত্রিকতা, ২৫ বছর ধরে কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচন না করে ইচ্ছেমতো একাডেমি চালানোর জন্য বাংলা একাডেমি সচেতন মানুষের কাছে নিজের গ্রহণযোগ্যতা হারিয়েছে বলে জাকির তালুকদারের অভিমত। তারই পরিপ্রেক্ষিতে জাকির তালুকদার বলেন, প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব কমে গেলে পুরস্কারের গুরুত্ব থাকে না। এ জন্য এই পুরস্কার এখন তার কাছে অর্থহীন বোঝা বলে মনে হচ্ছে। বাংলা একাডেমি নিজের মান ধরে রাখতে পারেনি, এটা দুঃখজনক।

জাকির তালুকদার জানান, সবকিছু ফেরত পাঠানোর সঙ্গে একটি চিঠিও তিনি দিয়েছেন। যেখানে পুরস্কার ফেরত দেওয়ার কারণ উল্লেখ আছে। জাকির তালুকদার তাঁর 'মুসলমানমঙ্গল' গ্রন্থের জন্য বাংলা একাডেমি পুরস্কার পেয়েছিলেন। ১০ বছর পর তিনি এটি ফেরত দিলেন। কথাসাহিত্যিক জাকির তালুকদারের ২৪টির বেশি সাহিত্যকর্ম আছে। এর মধ্যে 'পিতৃগণ', 'কুরসিনামা', 'কবি ও কামিনী', 'ছায়াবাস্তব', 'রাজার সেপাই' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার ডি হাস

দ্বাদশ সংসদের অধিবেশনে মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস

ঢাকা অফিস

দ্বাদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে অতিথি হিসেবে যোগ দেন ঢাকায় নিযুক্ত বিভিন্ন দেশের কূটনীতিকরা। এর মধ্যে যোগ দেন আমেরিকার রাষ্ট্রদূত পিটার ডি হাস। মঙ্গলবার বিকেলে সংসদে প্রবেশ করেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত।

জানা যায়, প্রথম অধিবেশনে আমেরিকা, যুক্তরাজ্য, জাতিসংঘ, ইউরোপিয় ইউনিয়নসহ মোট ৪৭টি দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থার রাষ্ট্রদূত, হাইকমিশনার এবং মিশন প্রধানগণ আজ জাতীয় সংসদ ভবনে উপস্থিত হয়ে দ্বাদশ সংসদের প্রথম অধিবেশনে মহামান্য রাষ্ট্রপতির ভাষণ শোনেন।

এদিকে, অধিবেশনের প্রথম দিন টানা চতুর্থবারের মতো জাতীয় সংসদের স্পিকার পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী এবং শামসুল হক টুকুকে ডেপুটি স্পিকার নির্বাচন করা হয়।

এরআগে, ডেপুটি স্পিকার শামসুল হকের সভাপতিত্বে দ্বাদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন শুরু হয়। অধিবেশনের শুরুতেই অনুষ্ঠিত হয় স্পিকার নির্বাচন।

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের স্পিকার পদে শিরীন শারমিন চৌধুরীর নাম প্রস্তাব করেন। প্রস্তাব সমর্থন করেন চিফ হুইপ নূর-ই-আলম চৌধুরী। আর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকায় কণ্ঠভোটে শিরীন শারমিন চৌধুরীকে বিজয়ী ঘোষণা করেন ডেপুটি স্পিকার।

পরে সংসদ ভবনে রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন শিরীন শারমিনকে শপথ পড়ান। অধিবেশনের প্রথম দিন বিকেল সাড়ে ৪টায় নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যদের উদ্দেশে প্রথমবার ভাষণ দেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন।

বিএনপি নেতা-কর্মীদের বিদ্যুৎ সংযোগ কাটল আ.লীগ

সিরাজগঞ্জ

নির্বাচনের পরদিন সিরাজগঞ্জের কাজীপুর উপজেলার চালিতাডাঙ্গা ইউনিয়নের হাটশিরা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

ঢাকা ডেস্ক

সিরাজগঞ্জের কাজীপুরে বিএনপি, যুবদল ও ছাত্রদলের ৯ নেতা-কর্মীর বসতবাড়ির বিদ্যুৎ-সংযোগ কেটে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিন ভোটকেন্দ্রে না আসা এবং ভোটারদের বাধা দেওয়ার অভিযোগ এনে বিদ্যুৎ-বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে বলে জানা গেছে। এতে উপজেলার চালিতাডাঙ্গা ইউনিয়নের হাটশিরা গ্রামের ওই নয়টি পরিবার ২২ দিন ধরে বিদ্যুৎহীন অবস্থায় রয়েছে।

এদিকে এ ঘটনায় ৯ জানুয়ারি সিরাজগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২২-এর কাজীপুর জোনাল অফিসের ডিজিএমের কাছে লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক আশাদুল ইসলাম। কিন্তু কোনো সুরাহা হয়নি। সংসদ নির্বাচনের পরদিন ৮ জানুয়ারি রাতে বিএনপির নেতা-কর্মীদের বসতবাড়ির বিদ্যুৎ-সংযোগ কেটে দেওয়ার ঘটনা ঘটে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কাজীপুর জোনাল অফিসের ডিজিএম ছানোয়ার হোসেন গতকাল মঙ্গলবার আজকের পত্রিকাকে বলেন, এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

যাঁদের বাড়ির বিদ্যুৎ-সংযোগ কেটে দেওয়া হয়েছে তাঁরা হলেন উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক আশাদুল ইসলাম, চালিতাডাঙ্গা ইউনিয়ন ছাত্রদলের সভাপতি আবু রায়হান, চালিতাডাঙ্গা ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক রুহুল আমীন, বিএনপির কর্মী বদিউজ্জামান, হায়দার আলী, জহুরুল ইসলাম, দুদু মিয়া, আজিবার মাওলানা ও হাসান সরকার।

আশাদুল ইসলাম বলেন, চালিতাডাঙ্গা ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সম্পাদক আব্দুল কাদের ও উপজেলা কৃষক লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক রাশেকুল ইসলাম রনুর নেতৃত্বে বিদ্যুৎ-সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়। তিনি আরও বলেন, বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ রয়েছে, তারপরও লাইন কেটে দেওয়া হয়েছে। এতে ছেলেমেয়েদের পড়াশোনায় বিঘ্ন ঘটছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানালেও কাজ হয়নি।

> বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার বিষয়ে চালিতাডাঙ্গা ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সম্পাদক আব্দুল কাদের বলেন, বিষয়টি স্থানীয় সংসদ সদস্য তানভীর শাকিল জয় ও উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান খলিলুর রহমান শিরাজী দেখবেন।

অভিযোগের বিষয়ে উপজেলা কৃষক লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক রাশেকুল ইসলাম রনু বলেন, 'লাইন কাটার সময় আমি ছিলাম না। রাজনৈতিক কারণে আমার নাম বলা হচ্ছে।'

চালিতাডাঙ্গা ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সম্পাদক আব্দুল কাদের বলেন, বিষয়টি স্থানীয় সংসদ সদস্য তানভীর শাকিল জয় ও উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান খলিলুর রহমান শিরাজী দেখবেন। লাইন কাটা আছে। যাঁরা ডিজিএমের কাছে গিয়েছিলেন, তাঁদের বলা হয়েছে সংসদ সদস্য ও উপজেলা চেয়ারম্যানের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। কাজীপুর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের মোবাইল ফোনে কয়েকবার কল দিলেও তিনি ধরেননি।

সিরাজগঞ্জ-১ (কাজীপুর-সদর আংশিক) আসনের সংসদ সদস্য তানভীর শাকিল জয় বলেন, 'বিষয়টি আমার জানা নেই। ঘটনার সত্যতা পাওয়া গেলে ব্যবস্থা নেব।'

জেলা বিএনপির সহসভাপতি নাজমুল হাসান তালুকদার রানা বলেন, 'ঘটনাটি অমানবিক। ভোটকেন্দ্রে যাওয়া-না-যাওয়া ব্যক্তিগত বিষয়। এটিকে পুঁজি করে বিদ্যুতের লাইন কেটে দিতে হবে, এ হতে পারে না। ভুক্তভোগীরা রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হয়েছেন। আমি এ ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাই।'

REAL ESTATE, DIVORCE, IMMIGRATION & SMALL BUSINESS

বাড়ি ঘর বা ব্যবসা কেনা/বেচা, তালাকের মামলা,
ইমিগ্রেশন, দুর্ঘটনা বা পিছলে পড়া, এবং যাবতীয়
অন্যান্য আইনগত সহায়তার জন্য, অভিজ্ঞ কার্যোপযোগী
বাংলাদেশী এটর্নির সাথে যগাযগ করুন

নিউ ইয়র্কের লাইসেন্সধারী অভিজ্ঞ এটর্নি

Hasan Malik, Esq.
718-433-9243

37-13 74TH ST. FLOOR 2
JACKSON HEIGHTS, NY 11372

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়
আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

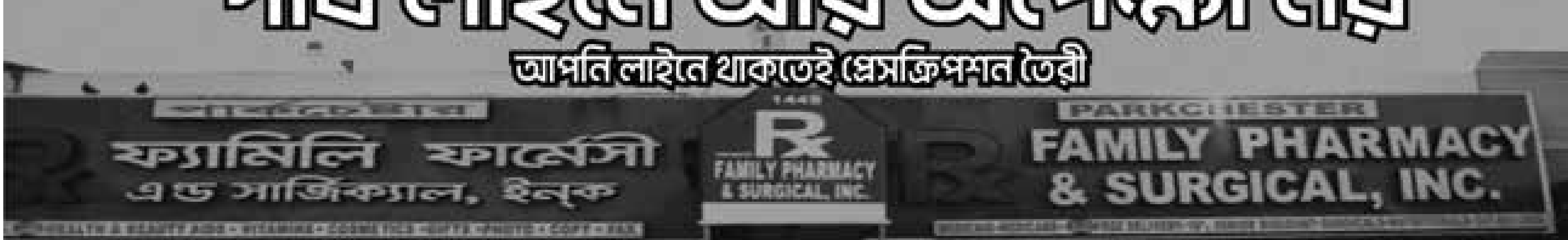

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।
বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পন্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।
ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

- প্রতিদিন সর্বোচ্ছ কম মূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়
- সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ কেয়ার, প্রসাধনী সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ এন্ড বিউটি কেয়ার
- ফটোকপি ৫ সেন্ট, ■ ফ্যাক্স সার্ভিস ■ ৯৯ সেন্ট এ উপহার কার্ড ■ ফিল্ম প্রসেসিং

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহন করে থাকি।

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসকিপশন সংগ্রহ করে থাকি।

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY (347) 851-2688

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক - ১০৪৬২

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES

- Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit
- Tax Preparation:
  Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- Accounting:
  Payroll, Sales Tax, etc.
- Business Licenses
- ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

IRS e-file
IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

Member: naea

Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD

Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue LIC, NY 11106 Tel: 718-383-4500	170-12 Highland Avenue Jamaica Estates, NY- 11432 www.drmrahman.com

---

Tax & Immigration Services

MOHAMMED PIER
Lic. Realestate Asso, Broker
EA, IRS, RTRP & notary Public
Cell: 917-678-8532

- Tax
- Immigration
- Real Estate
- Mortgage
- Notary

INCOME TAX
Income Tax Serice & Direct Deposit quick Refund & Electronic Filling

IMMIGRATION SERVICES
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

REAL ESTATE
For Buying & Selling houses
mortgage services

IRS e-file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

দীর্ঘ ১০ বছরের সাফল্য ও অভিজ্ঞতার ধারাবাহিকতায়

সকল ধরনের ইনস্যুরেন্সের জন্য একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

আপনার গাড়ি বাড়ি ব্যবসা ও TLC ইন্সুরেন্সের জন্য আমাদের প্রফেশনালদের সহায়তা নিন

Low Down Payment
No Extra Fee
6 Hours DDC Classs

Experienced
Tax Professional
IRS e-file
IRS Authorized e-file Provider

Auto Home Business & TLC Insurance

TDS Insurance Brokerage Corp.

BROOKLYN
118 Beverley Road, Brooklyn, NY 11218
Phone: 718-483-9310, Fax: 718-483-9311
Email: team@tdsinsurance.com

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে
সিপিএ'র মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

TAX FILING 2023
WE DO ALL TYPES OF TAXES

CONTACT
KALIANNA LAKSHMANAN,CPA,PC
7232 BROADWAY,SUITE 306
JACKSON HEIGHTS, NY 11372
Phone: 347-279-6001, 646 4818369
Fax: 718-799-9181
Email: lakashmanan@kali-cpa.com

আবু জামান
ম্যানেজার
Tel: 6462844776

KALIANNA LAKSHMANAN
CPA,PC
Tel: 347-279-6001

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাষ্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে দেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য ট্রিকি প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং বেকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরুল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্ট্যাট গভ-এ কর্মরত)
সাকসেস মাল্টিপারপাস এন্ড ক্যারিয়ার কনসালটিং ফার্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস ক্যারিয়ার স্কুল টিচার, দ্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভেলপার)
প্রাক্তন সাবস্টিটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইন্স

বাড়ি ক্রয়ে
২৫% ডাউন
পেমেন্ট দিলে
নো ব্যাকগ্রাউন্ড
চেক

- রেন্টাল
- প্রপার্টি কেনা-বেচা, শর্ট সেল-নেগোসিয়েশন কেনাবেচার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ
- অকশন-সিটি হাড (HUD) ব্যাংক
- মর্টগেজ ব্যবস্থা
- রি-ফাইন্যান্সসহ যাবতীয় সহযোগিতার জন্য কথা বলুন

Please call or text
646 284 4776
Abu Zaman
Licensed Real Estate Salesperson
abuzaman45@hotmail.com

Silver & Gold Realty

MITU DISABILITY CENTER
MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
MITU HOME CARE LLC.

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
প্রতি মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার
পেতে পারেন

RONJAN
(Disability Consultant)
646-730-8416

JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

MITU DISABILITY CENTER
- স্টেট ডিসএ্যাবিলিটি (TANF)
- ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি (SSI, SSDI)
- এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
- ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

পরীক্ষা ছাড়াই
আমেরিকার
সিটিজেনশীপ

N-648 WAIVER

MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
আমরা যেকোন ধরনের ব্যাথা / জয়েন্ট পেইনের জন্য থেরাপী দিয়ে থাকি। ঘাড়ের ব্যাথা, পিঠের ব্যাথা, হাটুর ব্যাথা, কোমরের ব্যাথা, মাংসের ব্যাথা, অবশ হওয়া, ঝিনঝিন করা, মাথা ধরা এবং সাইটিকার ব্যাথা নিরাময়ের চিকিৎসা দিয়ে থাকি।
Nagah A. Alaidy
(ফিজিক্যাল থেরাপিষ্ট)

MITU
HOME CARE LLC.
আপনি প্রতি সপ্তাহে আয় করুন
আপনার মা-বাবা, শ্বশুর-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব অথবা যেকোন রোগীকে সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন। আমেরিকায় রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে থাকে।

3747, 73rd Street, Suite # 215
Jackson Heights, NY 11372
(Kings Plaza)
Phone: 718-701-2666, 646-730-8416, Fax: 718-225-1025
Email: bonijronjan@yahoo.com

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সুযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

FRANCHISE BROKER ACADEMY
Member

H1B | L1A VISA
EB5 | E2 VISA
POLITICAL ASYLUM

Captor USA, Inc.
Franchise & Business Consulting Firm
37-16, 73rd Street, Suite #402, Jackson Heights, NY 11372
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com
New addres 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

হটলাইন : +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি চাইল জাতিসংঘ

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

স্টিফেন দুজারিখ

বাংলাদেশে রাজনৈতিক কারণে কারাবন্দী সবাইকে মুক্তি দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে জাতিসংঘ। সংস্থাটি বলেছে, রাজনৈতিক মতাদর্শ কিংবা মতামত প্রকাশের জন্য কাউকেই কারাবন্দী করা উচিত নয়।

নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে গত সোমবার নিয়মিত ব্রিফিংয়ে এ আহ্বান জানান সংস্থার মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসের মুখপাত্র স্টিফেন দুজারিখ। তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, 'বাংলাদেশে মামলার আসামি হয়ে কিংবা মামলা ছাড়াই কারাবন্দী রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের অবিলম্বে নিঃশর্ত মুক্তি দিতে জাতিসংঘ মানবাধিবার কমিশনারের আহ্বানের সঙ্গে জাতিসংঘ মহাসচিবও কি একমত? এভাবে কারাবন্দী করা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন অনুসারে সংগত নয়। আপনি জানেন, বাংলাদেশে ২৫ হাজার রাজনৈতিক বন্দী রয়েছে।'

জবাবে স্টিফেন দুজারিখ বলেন, 'মূলনীতি হিসেবে আমরা বিশ্বাস করি, রাজনৈতিক মতাদর্শ কিংবা মতামত প্রকাশের জন্য কোনো মানুষকে কারাবন্দী করা উচিত নয় এবং তাঁদের মুক্তি দেওয়া উচিত, বিশেষত যাঁদের বিরুদ্ধে মামলা নেই।'

বাংলাদেশের পাশে থাকছে ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্য

ঢাকা অফিস

আর্থিক খাতের সংস্কার ও স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বাংলাদেশের পাশে থাকছে যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্স। বৃহস্পতিবার দুপুরে সচিবালয়ে অর্থমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলীর সঙ্গে বৈঠকের পর এসব কথা জানান দেশ দুটির রাষ্ট্রদূতেরা।

বাংলাদেশ ল' সোসাইটি ইউএসএ'র শপথ গ্রহণ ও অভিষেক

উত্তর আমেরিকা অফিস

বাংলাদেশ ল' সোসাইটি ইউএসএ- এর নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটির (২০২৪-২০২৫) এর শপথ গ্রহণ অভিষেক ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ২০ জানুয়ারী সন্ধ্যায় শনিবার উড সাইডস্থ গুলশান টেরেসে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কুইন্স থেকে নির্বাচিত সিভিল কাউন্টি জজ সোমা এস সাঈদ। নব নির্বাচিত কমিটির শপথ পাঠ করান প্রধান নির্বাচন কমিশনার এডভোকেট আব্দুল হাই কাইয়ূম। দুই পর্বের অনুষ্ঠিত আয়োজন মালার ১ম পর্বে সভাপতিত্ব করেন বিদায়ী সভাপতি এডভোকেট মোঃ নাসির উদ্দিন, সঞ্চালনায় ছিলেন বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট সাইয়েদ মঈন উদ্দিন জুনেল। বক্তব্য রাখেন উপদেষ্টা এটর্নী মঈন চৌধুরী, প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও উপদেষ্টা এডভোকেট কাজী শামসুদ্দোহা, প্রধান নির্বাচন কমিশনার এডভোকেট এডভোকেট আব্দুল হাই কাইয়ূম, আহবায়ক এডভোকেট মাহাবুবার রহমান বকুল। এডভোকেট জামাল আহমদ জনি, এডভোকেট মুজিবুর রহমান, এডভোকেট সৈয়দ নজরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানের শুরুতে কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন এডভোকেট আশিক খান, গীতা পাঠ করেন এডভোকেট জয়জিত আচার্য্য।

২য় পর্বে সভাপত্বি করেন নবনির্বাচিত সভাপতি এডভোকেট এম মতিউর রহমান, সঞ্চালনায় ছিলেন নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আব্দুর রশিদ, বক্তব্য রাখেন প্রধান অতিথি এটর্নী সোমা এস সাঈদ, এটর্নী অশোক কর্মকার, এডভোকেট নুরুজ্জামান বাবু, রিজ রহমান (সভাপতি এম. মতিউর রহমান তনয়, প্রেসিডেন্ট-ন্যারো সিকিউরিটি), গিয়াস আহমদ, মিজান চৌধুরী প্রমূখ। সঙ্গীত পরিবেশনায় ছিলেন বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী রোকসানা মির্জা, আলী মাহমুদ ও অন্যান্যরা।

অভিষিক্ত কর্মকর্তারা হলেনঃ সভাপতি - এডভোকেট এম মতিউর রহমান, সহ-সভাপতি - এডভোকেট সাইয়েদ মঈন উদ্দিন জুনেল, সহ-সভাপতি- রুবিনা মান্নান, সাধারণ সম্পাদক-এডভোকেট আব্দুর রশিদ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক (১)-এডভোকেট সোনিয়া সুলতানা, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক (২) এডভোকেট সাব্বির আহমদ, সাংগঠনিক সম্পাদক-এডভোকেট মোঃ আতিকুর রহমান (সাবু), কোষাধ্যক্ষ-এডভোকেট মোঃ মাহবুব আলম, প্রচার সম্পাদক-এডভোকেট জয়জিত আচার্য্য, ক্রীড়া ও সংস্কৃতিক সম্পাদক-এডভোকেট রেজওয়ানা রাজ্জাক, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক-এডভোকেট তাহমিনা সুইটি, অফিস সম্পাদক-কুব্রাতুন নেছা, নির্বাহী সদস্য-এডভোকেট আব্দুস শহিদ আজাদ, এডভোকেট মোঃ নুরুল ইসলাম (মঈনুল), এডভোকেট মোঃ মহিউদ্দিন, এডভোকেট ফৌজিয়া আফ্রিন ও রেশমা ইয়াসমিন।

পরিশেষে নবনির্বাচিত সভাপতি সবাইকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপি (ওয়েস্ট) গঠন কেন জরুরি?

একটি খোলা চিঠি

মতিউর রহমান লিটু

যুক্তরাষ্ট্রে আনুমানিক আট লাখ প্রবাসী বাংলাদেশিদের মাঝে প্রায় সাড়ে চার লাখ প্রবাসী শুধুমাত্র নিউইয়র্ক স্টেটে অর্থাৎ নিউইয়র্ক ইস্ট এবং নিউইয়র্ক ওয়েস্ট এরিয়াতে বসবাস করে। নিউইয়র্ক ইস্ট হলো নিউইয়র্ক সিটি, বিংহ্যাম্পটন সিটি, আলবেনি সিটি ইত্যাদি। অপরদিকে নিউইয়র্ক ওয়েস্ট হলো বাফেলো সিটি, নায়াগ্রাফলস সিটি, রোচেস্টার সিটি, সিরাকুস সিটি ইত্যাদি।

নিউইয়র্ক ইস্ট এলাকায় অর্থাৎ লং আইল্যান্ড ও নিউইয়র্ক সিটি মিলিয়ে আনুমানিক সাড়ে তিন লাখ বাংলাদেশিদের বসবাস। বর্তমান সময়ে নিউইয়র্ক ওয়েস্ট এলাকায় আনুমানিক দেড়লাখ প্রবাসী বাংলাদেশিদের বসবাস। এরমধ্যে শুধু বাফেলো সিটিতেই এক লাখের উপরে, বাকিরা ছোট তিনটি শহরে বসবাস করেন। বাফেলো শহরের পরেই নায়াগ্রা ফলস সিটি এলাকায় এবং রোচেস্টার সিটি ও সিরাকুস সিটি এলাকায় বসতি শুরু করেছেন। দুই বছর আগে বাফেলো সিটি মেয়র মিঃ বাইরেন ব্রাউনের সাথে এক আলাপ চারিতায় তিনি আমাকে বলেছিলেন ২০২১ সাল নাগাদ ৭৩ হাজার রেজিস্টার্ড বাংলাদেশিদের বসবাস বাফেলো শহরে। এরপরে গত দুই বছরে কমপক্ষে আরো ত্রিশ থেকে চল্লিশ হাজার নতুন লোক এসেছে। আমার অনুমান সর্বমোট লক্ষাধিক বাংলাদেশিদের বসবাস এখন বাফেলো শহরে।

বাফেলো এমন একটি শহর যেখানে যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় সকল অঙ্গরাজ্য থেকে সচ্ছল মানুষগুলি রিয়েল এস্টেটে ইনভেস্ট করে পার্মানেন্টলি মুভ করেছেন। এখানে লিভিং কষ্ট কম তবে রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট অত্যন্ত সিকিউর এবং লাভজনক ব্যবসা। তাই ক্যালিফোর্নিয়া থেকে শুরু করে ফ্লোরিডা পর্যন্ত প্রায় সকল স্টেট্ থেকেই বাফেলো শহরে মুভ করেছেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা, তবে এরমধ্যে নিউইয়র্ক সিটি থেকে বেশি মানুষের আগমন ঘটেছে এখানে। আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই বাংলাদেশিরা এখানে ভালো অবস্থান তৈরী করে নিবেন বলে আমার বিশ্বাস।

এবারে একটু নিউজার্সি স্টেটের কথা বলি- নিউজার্সি নর্থ ও নিউজার্সি সাউথ মিলিয়ে হয়তোবা দেড়লাখ বাংলাদেশি প্রবাসীদের বসবাস। নিউজার্সি নর্থে আছে আসি হাজার থেকে এক লাখ আর নিউজার্সি সাউথে আছে খুব বেশি হলে চল্লিশ হাজারের মতো মানুষ। নিউজার্সি নর্থ থেকে নিউজার্সি সাউথ অর্থাৎ নিউজার্সি স্টেটের নিয়ার্ক টাউন থেকে আটলান্টিক সিটির ড্রাইভিং টাইম খুব বেশি হলে দুই ঘন্টা। আমার কথা হলো নিউজার্সিতে যেহেতু স্টেট্ বিএনপিকে দুটি ভাগে ভাগ করে দুটি স্টেট্ বিএনপি কমিটি দেয়া হয়েছে তেমনি নিউইয়র্ক ইস্ট এবং নিউইয়র্ক ওয়েস্ট নামে দুটি স্টেট্ কমিটি একান্ত জরুরি বলে আমার প্রস্তাবনা। বাকিটা আপনাদের সিদ্ধান্ত।

প্রথমত নিউইয়র্ক ইস্ট থেকে নিউইয়র্ক ওয়েস্ট অর্থাৎ নিউইয়র্ক সিটি থেকে বাফেলো সিটির দূরত্ব প্রায় সাড়ে চারশ মাইল। নিউইয়র্ক ইস্ট এবং ওয়েস্ট মিলিয়ে একটি কমিটি থাকলে কোনভাবেই সমন্বয় করে কাজ করা সম্ভবনা। এছাড়া আরো ছোট ছোট তিনটি সিটি কমিটি এখানে করা সম্ভব যেমন নায়াগ্রাফলস সিটি বিএনপি, সিরাকুস সিটি বিএনপি, রোচেস্টার সিটি বিএনপি। এই কমিটিগুলি গঠন ও দলীয় কাজের সমন্বয় করতে বাফেলো বেইজড "নিউইয়র্ক স্টেট্ বিএনপি ওয়েস্ট" গঠন করা হলে দলীয় কাজ অনেক বেশি ত্বরান্বিত হবে বলে আমি মনে করি। এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মহলকে একান্ত ভূমিকা নেয়ার বিশেষভাবে অনুরোধ করছি।

আমি আমার নিজস্ব বিশ্লেষণ থেকে দলের জন্য যেটা ভালো হবে সেই পরামর্শ দিলাম। ইনশাল্লাহ সবাই মিলে শহীদ জিয়ার আদর্শকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দিতে পারবো। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ।

রণাঙ্গনের তিন সতীর্থ

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের তিন বীর মুক্তিযোদ্ধা। রণাঙ্গন সেকেন্ড বেঙ্গল রেজিম্যান্টের বিদ্রোহী তিন সতীর্থ সস্ত্রীক। মেজর জেনারেল (অবঃ) হেলাল মোর্শেদ খান বীর বিক্রম (ডানে), অধ্যাপক ডা জিয়াউদ্দীন আহমেদ (ফিলাডেলফিয়া-ছবিতে মাঝে) এবং কর্নেল (অবঃ) আব্দুস সালাম বীর প্রতীক (বামে)। বাংলাদেশের শ্রীপুর বাসবাড়ী গ্রাম থেকে তোলা ছবি। সংগৃহীত

তাজউদ্দিন সিপিএ পিসি'র অফিস উদ্বোধন

জ্যাকসন হাইটস

উত্তর আমেরিকা অফিস

স্বদেশীদের প্রাণকেন্দ্র জ্যাকসন হাইটসে উদ্বোধন হয়েছে বাঙালি মালিকানাধীন আর্থিক সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান তাজউদ্দিন সিপিএ পিসি অফিস। ২৮ জানুয়ারী রোববার বিকেলে জ্যাকসন হাইটসের ৩৭-১১ ৭৪ স্ট্রিটের ২য় তলায় স্যুইট আর ১ এ মিলাদ ও দোয়া মাহফিলের পর ফিতা কেটে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন হয় নতুন এ অফিসটি।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন তাজউদ্দিন সিপিএ পিসি'র প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড সিইও আবু নাসের তাজউদ্দিন, সিপিএ, এমএস। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন পাবনা সমিতির সভাপতি আবু কামাল পাশা। এরপর আবু নাসের তাজউদ্দিন কমিউনিটির গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে নিয়ে ফিতা কেটে অফিসটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। এদিন বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত চলা এ অনুষ্ঠানে কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অংশ গ্রহণ করেন। আবুনাসের তাজউদ্দিন, সিপিএ আগত অতিথিদের স্বাগত জানান।

উপস্থিত সুধীরা প্রতিষ্ঠানটির সাফল্য কামনা করে বলেন, কমিউনিটির প্রত্যাশা নির্ভুল ট্যাক্স রিটার্নে সহায়তা সহ সংশ্লিষ্ট সকল সেবার নিশ্চয়তা থাকবে এ প্রতিষ্টানে।

জিয়াউর রহমানের আদর্শ বিশ্বে তুলে ধরতে হবে

বাফেলো সিটি বিএনপি

উত্তর আমেরিকা অফিস

শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ৮৮তম জন্মবার্ষিকী, ছোট ছেলে আরাফাত রহমান কোকোর ৯ম মৃত্যু বার্ষিকী এবং কারারুদ্ধ দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় এক বিশেষ দোয়া ও আলোচনা সভার আয়োজন করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপির) বাফেলো সিটি শাখা।

২৪ জানুয়ারী বুধবার স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৬টায় অনুষ্ঠিত হয় এই দোয়া ও আলোচনা সভা। মধ্যরাত অবদি চলতে থাকা অনুষ্ঠানটি নৈশভোজের মাধ্যমে সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন নিউইয়র্ক স্টেট্ বিএনপির যুগ্ম আহবায়ক, জিয়া লাইব্রেরি ডটকমের প্রেসিডেন্ট ও পিবিসি টুয়েন্টিফোর টেলিভিশনের সম্পাদক মতিউর রহমান লিটু, অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন নিউইয়র্ক স্টেট্ বিএনপির সাবেক সভাপতি, জিসাস যুক্তরাষ্ট্র শাখার সভাপতি, রিয়েল স্টেট্ ব্যবসায়ী আবুল বাসার।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে:

বীর মুক্তিযোদ্ধা আসাদুল বারী ওরফে হাজি মানিক। স্বাধীনতা উদযাপন কমিটির যুগ্ম সদস্য সচিব মুন্সি সাজেদুর রহমান টেন্টু। সুনামগঞ্জ জেলা বিএনপির উপদেষ্টা ও নিউইয়র্ক মহানগর উত্তর বিএনপির সদস্য ইমতিয়াজ বেলাল। বরিশাল বিএম কলেজের সাবেক ছাত্রদল নেতা ও নিউইয়র্ক মহানগর উত্তর বিএনপির সদস্য আবু জাফর ফরাজী এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্রদল নেতা ও নিউইয়র্ক মহানগর দক্ষিণ বিএনপির সদস্য তারিকুল ইসলাম প্রিন্স মৃধা।

ঢাকা মহানগর তাঁতীদলের সাবেক সদস্য সচিব মোহাম্মদ আব্দুর রহিমের প্রাণবন্ত উপস্থাপনায় প্রথমেই কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন সাবেক সিলেট জেলা ছাত্রদল সদস্য মোহাম্মদ ফকর উদ্দিন, উপস্থিত সকলের পরিচিত পর্বের পরে দোয়া মাহফিল পরিচালনা করেন মাওলানা আবুল বশার।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই বাফেলো শহরে বসবাসরত বাংলাদেশীদের মূলধারার রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হওয়ার আহবান জানিয়ে বিএনপির সকলের প্রতি শ্রদ্ধা জানান বাফেলো সিটি হলে কর্মরত মোহাম্মদ এস মোস্তফা। এরপরে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের জীবন ও ইতিহাসের উপর তথ্য ভিত্তিক আলোচনা উপস্থানপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্রদল নেতা জনাব সাইয়েদ ঝিলু, এরপরে বিশেষ অতিথি ইমতিয়াজ বেলাল তার ডিজিটাল আইনে সাজানো মামলার ভুয়া রায়ে ৮ বছরের সাজার কথা তুলে ধরেন। এমন মিথ্যা মামলার রায় নিয়ে হাজার হাজার নেতাকর্মী যেই দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন তার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানানো হয়। প্রায় অর্ধ শতাধিক বিএনপি নেতাকর্মীদের উপস্থিতিতে দোয়া ও আলোচনা সভাটি মূলত বিক্ষোভ সমাবেশে রূপান্তরিত হয়েছিল।

সভায় অন্যান্যদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন জাহিদ বিশ্বাস, সিয়াম আহাম্মেদ, মাহমুদুল হাসান, শামসুল হক, কাজী রেজাউল করিম, মোহাম্মদ তোফাজ্জেল হোসেন, মোহাম্মদ রাকিব, মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান, মোহাম্মদ এ বারী, সালিম উদ্দিন, মোহাম্মদ বাবুল আলম সহ অর্ধ শতাধিক নেতাকর্মী। সাবেক যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির প্রচার সম্পাদক জনাব নাজমুল আলম আপ্যায়ন পর্বে ব্যাপক ভুমিকা পালন করেছেন।

এদিকে বাফেলো বিএনপির নেতৃত্বের প্রতিযোগিতায় থাকা ভিন্ন মতাবলম্বীদের কয়েকজন শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের জন্মদিনের দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভাটিকে পন্ড করতে চাইলে উপস্থিত নেতাকর্মীরা তাদেরকে সভাস্থল থেকে তাড়িয়ে দিয়ে ভবিষ্যতে বাফেলো বিএনপিকে ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী সংগঠন হিসাবে গড়ে তোলার ওয়াদা করেন।

জব জবহেল্প জব
JOB HELP & APPLICATION PROCESSING SERVICES

সরকারি জব	বেসরকারি জব	এপ্লিকেশন প্রসেসিং
১. পোস্টাল জব	১.কাস্টমার সার্ভিস	১.নিউ পাসপোর্ট/নবায়ন
২. সিটি জব	২.অফিস অ্যাডমিন	২. ডুয়েল সিটিজেনশিপ
৩.সিভিল সার্ভিস জব	৩.ম্যানুফ্যাকচারিং জব	৩.পাসপোর্ট কারেকশন
৪.ইউ. এস. এ জব	৪. ডেলিভারি জব	৪. ফুড স্ট্যাম্প
৫.এম. টি . এ জব	৫. রেস্টুরেন্ট জব	৫.NYC হাউজিং /এফোর্ডএবল
৬. আই .টি ইঞ্জিনিয়ার	৬. ট্রান্সপোর্টেশন জব	৬. মেইক রেজুমি /কভার লেটার

ট্রেনিং প্রোগ্রাম:
১।পোস্টাল জব (USPS)---(শনিবার—বৃহস্প তিবার)---------- (স:১০টা --বি: ৬টা)
২। ট্রাফিক এন.এজেন্ট --------------------------রবিবার ------------(বি: ২টা --বি: ৪টা)
৩।স্কুল সেফটি এজেন্ট ------------------------মঙ্গলবার -------------(দু :১২টা --বি: ২টা)
৪ ।বেসিক কম্পিউটার ---------------- -------শনিবার---------------(বি:৩ টা --বি: ৫টা
৫।৬ঘন্টা ডি.ডি.সি (ডিফেন্সিভ ড্রাইভিং কোর্স)----------------(স: ১০টা --বি: ৬টা)
৬।ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলস --(নায়াগ্রাফলস/W .DC /PA/নিউ ইয়র্ক এর ২০ টি স্থানে 1/2/3/5 দিনের ভ্রমণ।

POSTAL JOB : (করণীয়):
১। একবার পাশ করলে ৫০টি স্টেটের যেকোনো স্টেটে জব নেয়া সম্ভব।
২। সব স্টেটে বেতন আউটডোর পজিশন 19.33/ঘণ্টা , ইনডোর পজিশন 20.05/ঘন্টা। পেনশন, প্রমোশন, ওভারটাইম, ছুটি, ইন্সুরেন্স, ইত্যাদি সকল সুবিধা বিদ্যমান।
৩। পরীক্ষায় খুব ভাল স্কোর নিয়ে পাশ করতে হয়।
৪। গ্রীন কার্ড /সিটিজেন (৫ বৎসরের রেসিডেন্স) বয়স কমপক্ষে ১৮ বৎসর ,উর্ধ্বসীমা নাই।
৫। এব্যাপারে এক্সাম এর জন্য "জব হেল্প "সেন্টারের সহযোগিতা নিতে পারেন।
৬। নিয়মিত জব সার্চ এর ব্যাপারে "জব হেল্প" থেকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।
৭। একবার ফেল করলে বা ইমপ্রোভমেন্ট দিতে হলে ২ বৎসর অপেক্ষা করতে হয়।
৮। আবেদন দাখিলের পর নিয়মিত ই-মেইল চেক করতে হয়. ইন্টারভিউ, ড্রাগটেস্ট, এক্সেপ্ট/ডিক্লাইন , ব্যাক-গ্রাউন্ড চেক ও ফিঙ্গারপ্রিন্ট এর ব্যাপারে অত্র প্রতিষ্ঠান জব পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সার্বিক সহযোগিতা দিয়ে থাকে।

Job Help –Mob: 917-500-3937 Off: PH/FAX: 917-300-6160
148-45, Hillside Ave(2nd FL), Suite 203(A), Jamaica, NY 11435 By 'F' Train or BusQQ40,Q43,Q44,Q20A,Q20B to Sutphin Blvd.

জান্নাত ফার্মেসি
(জ্যাকসন হাইটসে সম্পূর্ন বাংলাদেশী মালিকাধীন প্রতিষ্ঠান)
GRAND RE-OPENING SALES
আপনার সেবায় আমরা নিয়োজিত
Now We Accept EBT, FOOD STAMP & OTC CARD
Bill Pay & Flexiload
Sim Activation
বাংলাদেশের ফোনে ফ্লেক্সিলোড
72-03 35th Ave, (Corner of 72nd St.) Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-732-4288, 718-835-2041, Fax: 718-732-4287,
Email: jannatpharmacy@gmail.com
ঔষধ সেবনের নির্দেশনা বাংলায় দেই
Free Delivery!
10% SENIOR DISCOUNT
Halal Vitamin & Supplements
5¢ Copy & $1 Fax
Phone Cards & Flexiload
Huge 99¢ Sections
Open: Monday – Saturday
10:00 am to 8:00 pm
উডসাইডে আপনাদের পাশে
Bismillah Pharmacy
6409 Broadway woodside
NY 11377
Phone 718-685-2017
জামাইকার সাটফিন বুলবার্ডে বাংলাদেশীদের সেবায় নিয়োজিত
আস্-সালাম ফার্মেসি
(সাটফিন বুলভার্ড, এফ ট্রেনের সাবওয়ে এবং তাজমহল রেস্টুরেন্টের নিকটে)
১৪৭-২৬, হিলসাইড এভিনিউ, জামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩৫
ফোন: ৭১৮-২৯১-০৭১৭

Akash Medical Care
আকাশ মেডিক্যাল কেয়ার
Akash Ferdaus MD
Internal & Geriatric Medicine
হার্টের ডাক্তার
Sudhesh Srivastava MD
Cardiologist
পায়ের ডাক্তার
Dr. M Nayeem
Podiatric Surgeon
Complete Physical & Follow up
DMV/TLC, School Physical
Flu Shots, Hajj & Umrah Vaccine
Blood, Urine Test, EKG
Immigration Physical
Podiatric Surgery
COVID Test & COVID Vaccine
All Types of Vaccine
FOR APPOINTMENT
718-431-0009
Hours:
Mon-Sat 10 AM to 8 PM
79 Church Avenue, Brooklyn, NY 11218

২ ফেব্রুয়ারী নিউইয়র্কসহ ৩০ শহরে মুক্তি পাচ্ছে মোশাররফের হুব্বা

যুক্তরাষ্ট্র

উত্তর আমেরিকা অফিস

তুখোর জনপ্রিয় অভিনেতা মোশাররফ করিম অভিনীত ব্রাত্য বসু পরিচালিত " হুব্বা " মুক্তি পাচ্ছে আগামি ২রা ফেব্রুয়ারী নিউ ইয়র্ক সহ যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় ৩০ টি শহরে । এমনটি জানিয়েছেন বায়োস্কোপ ফিল্মস এর কর্ণধার রাজ হামিদ এবং নাওশাবা রশিদ । উল্লেক্ষ্য, "হুব্বা" হবে যুক্তরাষ্ট্রে মুক্তিপ্রাপ্ত অভিনেতা মোশাররফ করিম এর সর্ব প্রথম ছবি ।

কোলকাতার সন্নিকটস্থ হুগলীর মাফিয়া ডন খ্যাত সন্ত্রাসী হুব্বা শ্যামল এর জীবনের উপর নির্মিত এই ছবি ইতিমধ্যে ঢাকা এবং কোলকাতায় দর্শক মহলে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে ।

বায়স্কোপ ফিল্মস এর কর্ণধারদ্বয় রাজ হামিদ এবং নওশাবা রশিদ আরো জানান – " এই ছবিতে মোশাররফ করিম এর অভিনয় দুই বাংলায় ব্যাপক ভাবে প্রশংসিত হয়েছে , অনেকে বলছেন এটা মোশাররফ করিম এর এখন অব্দি শ্রেষ্ঠ কাজ । আমেরিকা এবং কানাডায় প্রবাসী বাঙ্গালী রা এই ছবিতে তার অভিনয় দেখতে পাবেন বড় পর্দায় বায়স্কোপ ফিল্মস এর পরিবেশনায় , এটা ভাবতেই খুব ভাল লাগছে । "

"হুব্বা " মুক্তি উপলক্ষ্যে এক ভিডিও বার্তায় যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডায় বসবাস রত সকল বাংলা ভাষাভাষী দের উদ্দেশ্যে মোশাররাফ করিম বলেন – " সকল্ কে আমন্ত্রন ছবিটি দেখার জন্য , দেখলে আমরা অনুপ্রানিত হব , আমাদের ভাল লাগবে – জয় হোক বাংলা সিনেমার। "

ছবির পরিচালক এবং বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের শিক্ষা মন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেন , " হুব্বা ছবিটির স্ক্রিপ্ট মোশাররফ করিম কে মাথায় রেখেই করা হয়েছে । মোশাররফ করিম একজন সুক্ষ্ম , ডেলিকেট , ভেরসাটাইল এক্টর । তিনি শুধু বাংলাদেশ বা ভারতকে রিপ্রেসেন্ট করেন না , তার অভিনয় শৈলী গোটা দক্ষিন পূর্ব এশিয়ার একটা বড় সিগনেচার । " সকল দর্শককে হলে গিয়ে ছবিটি দেখবার আহবান জানিয়ে তিনি বলেন , " এটা বড় পর্দার ছবি – আপনারা বাংলা ছবির পাশেই থাকুন । "

"হুব্বা'র নির্মাণ প্রতিষ্ঠান ফ্রেন্ডস কমিনিকেশন এর অন্যতম কর্ণধার ফিরদাউসুল হাসান বলেন , " আমরা বিশ্ব দরবারে ভাল ছবি নিয়ে আস্ তে চাই । আমাদের ভাল ছবিগুলো কেবল বাংলায় করা এবং দুই বাংলা কে নিয়েই । আমাদের ফিল্ম প্রতিষ্ঠানের আগামী দু'টা ছবিতেই আছেন এপার বাংলার দুই শক্তিমান অভিনেতা – " পদাতিক " এ কিংবদন্তী পরিচালক মৃণাল সেন এর ভুমিকায় চঞ্চল চৌধুরী এবং তার পরের ছবি তে বাংলাদেশের টিভি পর্দার জনপ্রিয় অভিনেতা অপূর্ব আসছেন " চালচিত্র " ছবিতে । বায়োস্কোপ ফিল্মস " হুব্বা " উত্তর আমেরিকার দর্শকদের কাছে নিয়ে আসছেন দেখে আমরা আনন্দিত । "

উল্লেখ্য , "হুব্বা " ছবিতে আরো অভিনয় করেছেন শক্তিমান অভিনেতা ইন্দ্রনীল সেন গুপ্ত , এবং আরো আছেন লোকনাথ দে , তানিশা ইসলাম , মিউজিক দিয়েছেন প্রাবুদ্ধ ব্যানারজি , ক্যামেরায় সৌমিক হালদার এবং পরিচালনা / স্ক্রিপ্ট লিখেছেন অভিনেতা / পরিচালক ব্রাত্য বসু ।

"হুব্বা" নিয় ইয়র্ক , লস আঞ্জেলেস , নিউ জার্সি , বোস্টন , ভারজিনিয়া , সান ফ্রান্সিস্কো , ডালাস , ওয়েস্ট পাম বীচ , আটলান্টা সহ আমেরিকার প্রায় ৩০টি শহরে মুক্ত পাচ্ছে বায়স্কোপ ফিল্মস এর পরিবেশোনায় ।

" হুব্বা " ৯ ফেব্রুয়ারী টোরন্টো সহ কানাডার ৬ টি শহরে ও মুক্তির অপেক্ষায় আছে ।

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের নতুন কমিটির অভিষেক

ডেস্ক রিপোর্ট

আনন্দ আয়োজনের মধ্য দিয়ে 'নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব' এর নব নির্বাচিত দ্বি-বার্ষিক (২০২৪-২০২৫) কার্যকরী কমিটি অভিষেক অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রবীণ সাংবাদিক ও প্রেসক্লাবের অন্যতম উপদেষ্টা মনজুর আহমদ । ক্লাব প্রবর্তিত 'সাংবাদিক ফাজলে রশীদ সম্মাণনা' পান নিউইয়র্ক প্রবাসী প্রবীন সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও লেখক অধ্যাপক সিরাজুল হক এবং নতুন প্রজন্মের বাংলাদেশী-আমেরিকান সাংবাদিক, দ্য এলএ টাইমস'র সাবেক প্রতিনিধি ও সংবাদমাধ্যম, গার্ডিয়ান-এর প্রতিনিধি জোহানা ভূঁইয়া। অনুষ্ঠানে কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ক্লাব সদস্যদের সৌহার্দ-সম্প্রীতি ও ঐক্যের প্রশংসা এবং বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

সিটির উডসাইডস্থ গুলশান ট্যারেসে ২৬ জানুয়ারী শুক্রবার সন্ধ্যায় আয়োজিত অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে সভাপতিত্ব করেন ক্লাবের বিদায়ী সভাপতি, বাংলা পত্রিকা'র সম্পাদক ও টাইম টিভি'র সিইও আবু তাহের। শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ক্লাবের বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক মনোয়ারুল ইসলাম।

এরপর ক্লাবের সহ সভাপতি শেখ সিরাজুল ইসলামের সঞ্চালনায় শুরু পবিত্র থেকে তেলাওয়াত করেন ক্লাব সদস্য যাকারিয়া ভূইয়া এবং বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। এরপর ক্লাব সদস্য মরহুম মাঈন উদ্দিন আহমেদ সহ দেশী-বিদেশী নিহত সকল সাংবাদিক স্মরণে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। পরবর্তীতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন অভিষেক আয়োজক কমিটির আহবায়ক ও সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান। এরপর ক্লাবের নতুন কমিটিকে পরিচয় করিয়ে দেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও উপদেষ্টা আনোয়ার হোসেইন মনজু। এসময় নির্বাচন কমিশনের অপর সদস্য এবিএম সালেউদ্দিন শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন।

সভাপতি আবু তাহেরের সমাপনী বক্তব্যের পর অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়। এই পর্বে সভাপতিত্ব করেন নবনির্বাচিত সভাপতি মনোয়ারুল ইসলাম এবং স্বাগত বক্তব্য রাখেন নব নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক মমিনুল ইসলাম মজুমদার। এরপর কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সাপ্তাহিক আজকাল সম্পাদক শাহ নেওয়াজ, 'ব্ল্যাক ডায়মন্ড' খ্যাত বাংলাদেশের জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী বেবী নাজনীন, কুইন্স ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ডিস্ট্রিক্ট লীডার এট লার্জ এটর্নী মঈন চৌধুরী, মূলধারার রাজনীতিক ও অ্যাসাল-এর ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট মাফ মিসবাউদ্দিন, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা'র সভাপতি বদরুল হোসেন খান, বিশিষ্ট রাজনীতিক ও ব্যবসায়ী গিয়াস আহমেদ ও জসিম উদ্দিন ভূঁইয়া, সাপ্তাহিক প্রবাস সম্পাদক মোহাম্মদ সাঈদ,খলিল বিরিয়ানী হাউজের কর্ণধার শেফ খলিলুর রহমান, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার ও নিউইয়র্ক সিটির ডিষ্ট্রিক্টি-৩৭ (সানি সাইড-লং আইল্যান্ড) থেকে আগামী নির্বাচনে প্রার্থী এটর্নী জোহানা কামনা, মুনার মিডিয়া বিভাগের আনিসুর রহমান, বাংলাদেশ রাইটার্স ফোরামের সভাপতি আলীম মুহাম্মদ এবং ক্লাবের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন অন্যতম উপদেষ্টা মইনুদ্দীন নাসের, সাবেক সহ সভাপতি মাহমুদ খান তাসের ও সাপ্তাহিক প্রথম আলো সম্পাদক ইব্রাহিম চৌধুরী খোকন।

বক্তব্য পর্ব শেষে প্রদান করা হয় সম্মাণনা। এই পর্বে বিশেষ সম্মাণনার প্ল্যাগ তুলে দেয়া হয় গার্ডিয়ান-এর প্রতিনিধি জোহানা ভূঁইয়া-কে, 'সাংবাদিক ফাজলে রশীদ সম্মাণনা'র প্লাক দেয়া হয় প্রবীন সাংবাদিক সিরাজুল হক-কে এবং প্রধান অতিথির প্ল্যাক তুলে দেয়া হয় প্রবীণ সাংবাদিক মনজুর আহমদ-কে। প্ল্যাক প্রদানের আগে সিরাজুল হক ও মনজুর আহমদ-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ করেন যথাক্রমে ক্লাবের নবনির্বাচিত সহ সাধারণ সম্পাদক আলমগীর সরকার ও কার্যকরী পরিষদ সদস্য রওশন হক। এই পর্বে জোহানা ভূঁইয়া ও মনজুর আহমদ-কে এক গুচ্ছ ফুল দিয়ে অভিবন্দন জানান নতুন প্রজন্মের সায়েরা তাহের। এছাড়াও অসুস্থতার কারণে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে না পাড়া অধ্যাপক সিরাজুল হকের পক্ষে তাঁর সম্মাণনা গ্রহণ করেন কন্যা সাঈদা আখতার রেজভীন।

অনুষ্ঠানের তৃতীয় পর্বে ছিলো মনোজ্ঞ সাংসাকৃতিক অনুষ্ঠান। এই পর্বে প্রবাসের জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী রানো নেওয়াজ ও মারিয়া মরিয়ম সঙ্গীত পরিবেশন করেন এবং বাংলাদেশ পারফর্মিং ফাইন আর্টস (বাফা)-এর শিল্পীরা দলীয় নৃত্য পরিবেশন করেন। প্রেসক্লাবের অভিষেক অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে 'ভয়েস' শীর্ষক একটি স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়। নৈশ ভোজের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, সাপ্তাহিক বর্ণমালা সম্পাদক ও প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি মাহফুজুর রহমান, সাপ্তাহিক জন্মভূমি সম্পাদক রতন তালুকদার, ক্লাবের সাবেক সাধারন সম্পাদক শিবলী ছৌধুরী কায়েস, বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি মোহাম্মদ রব মিয়া ও সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমীন সিদ্দিকী, বিশিষ্ট গীতিকার মেহফুজুর রহমান, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজ সেবক মোশারফ হোসেন মিয়া, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির প্রধান উপদেষ্টা এবিএম ওসমান গনি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

জর্জিয়ায় প্রকৌশলী সাজ্জাদের মৃত্যু নিয়ে যা জানা গেল

মনজিলুর রহমান

যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যের প্রবাসী বাংলাদেশি প্রকৌশলী সাজ্জাদ হাসান গাড়ির ভিতরে নিজেই নিজেকে গুলি করে আত্মহত্যা করেছেন ময়নাতদন্ত শেষে এ তথ্য জানিয়েছে জর্জিয়ার স্থানীয় পুলিশ। স্ত্রী-পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ না করায় পুলিশ প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে তিনি আত্মহত্যা করেছেন।

পুলিশ লাশের কাছ থেকে হাতে লেখা একটি নোট উদ্ধার করেছে, যেখানে লেখা ছিল My wife and parents are innocent . I made Ema file case against Jash uddin । যার বাংলা করলে দাঁড়ায় আমার স্ত্রী এবং বাবা-মা নির্দোষ। আমিই এমাকে জস উদ্দিনের বিরুদ্ধে মামলা করিয়েছি । এমা তানজিম সাজ্জাদের স্ত্রীর নাম। তিনি অন্য কাউকেও অভিযুক্ত করে যাননি। অস্বাক্ষরিত নোটটি সাজ্জাদের হাতের লেখা কিনা তাও শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। গত ২৫ জানুয়ারী বিকেলে জর্জিয়ার টাকারে প্রিন্সটন রান ট্রায়ালে সাজ্জাদের বাড়িতে তার বাবা মেজবাউল হাসানের সাথে সাক্ষাৎ করে নোটের কপি দেখালে তিনি বলেন, সাজ্জাদ তো অনেকদিন দেশের বাইরে তিনি তার হাতের লেখা শনাক্ত করতে পারবেন না । সাজ্জাদের স্ত্রী এমা এসময়ে বাসায় না থাকায় তারও কোন মন্তব্য পাওয়া যায়নি। সাজ্জাদ এমাকে দিয়ে সত্যিই কী জস উদ্দিনের বিরুদ্ধে কেস করিয়েছিলেন তাও জানা সম্ভব হয়নি। এ ব্যাপারে প্রথম আলোর পক্ষ থেকে জস উদ্দিনের সাথে মোবাইলে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, নোটে তার নাম কেন লিখেছে তা তার জানা নেই।

সাজ্জাদ এমা দম্পতির পারবারিক বন্ধু ফেডারেশন অব বাংলাদেশি অ্যাসোসিয়েশন ইন নর্থ আমেরিকা, ফোবানার সাবেক কনভেনর জর্জিয়া বাংলাদেশ সমিতির সাবেক সভাপতি জসীম উদ্দিন 'জস' নামেও পরিচিত। সাজ্জাদের মৃত্যুর ঘটনা ঘটার পর পরই জস উদ্দিনের নামটি প্রকাশ্যে চলে আসে । গত বছরের আগস্টে সাজ্জাদের স্ত্রী এমা তানজিমের পরকীয়া নিয়ে ' রুপান্তর' নামক একটি ওয়েব পোর্টালে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত সংবাদের ব্যাপারে জস উদ্দিনের কাছে জানতে চাইলে তিনি জানান, ওটা একটা জাস্ট প্রোপাগান্ডা । ঐ ওয়েবের সম্পাদক শিব্বির আহমেদকে ফোবানার সংগঠনের সাংবিধানিক ধারা লঙ্ঘন, অর্থনৈতিক অব্যবস্থাপনা ও দুর্নীতি এবং সংগঠনের সুনাম ক্ষুণ্ণ করার অভিযোগে ফোবানার সদস্যপদ থেকে বহিস্কার করা হয়। শুধু শিব্বিরই নন ঐ একই কারণে আরেক কনভেনর জিআই রাসেলকেও বহিস্কার করা হয়। ধারণা করা হয় উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে তিনি জস উদ্দিনের নামে এমন দূর্নাম ছড়াতে পারেন। ঐ নিউজের সোর্স জানতে ' রুপান্তরের সম্পাদক শিব্বির আহমদের সাথে যোগাযোগ করতে গেলে দেখা যায় রুপান্তর একটি অজনপ্রিয় ওয়েব যার ফুটারে কোন ঠিকানা বা টেলিফোন নাম্বার নাই। শিব্বির আহমেদের আহমেদ ভাই নামে একটি ফেসবুক এ্যাকাউন্ট থাকায় সেখানের ম্যাসেঞ্জারে তার সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করা হয় । কয়েক বার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে ওয়েবের ই-মেইলে করেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

সাজ্জাদ হাসানের প্রতিবেশী এবং একাধিক সূত্র জানিয়েছে, এই দম্পতির মধ্যে দাম্পত্য কলহ চলছিল। প্রায়শ তাদের মধ্যে ঝগড়া ঝাটি হতো । সাজ্জাদের স্ত্রী এমাও একবার হাত কেটে আত্নহত্যা করতে গিয়েছিলো । কলহ মিটাতে বাড়িতে কয়েকবার পুলিশও আসতে দেখেছে প্রতিবেশীরা। কী নিয়ে তাদের কলহ হতো তা তারা জানেন না। আইন শৃংখলা বাহিনী তদন্ত করলে হয়ত সঠিক কারণ উদঘাটন করতে পারবে।

জানা যায় কোন এক সময়ে সাজ্জাদের বাসায় তার শ্বশুর – শাশুড়িও একত্রে বসবাস করতেন তাদের দাম্পতের কলহের কারণে তারা বর্তমানে অন্য অঙ্গরাজ্যে বসবাস করেন।

সাজ্জাদের রহস্যজনক মৃত্যু প্রসঙ্গে প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার পক্ষ থেকে বাংলাদেশি বংশোদ্ভুত জর্জিয়া স্টেট সিনেটর শেখ রহমানের দৃষ্টি আকর্ষন করা হলে তিনি বলেন, গুনেইট কাউন্টি পুলিশ ময়নাতদন্ত শেষে যখন রিপোর্ট দিয়েছে এটি 'একটি আত্নহত্যা' সেখানে তার নতুন করে বলার কিছুই নেই। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকাকে তিনি আরো বলেন, সাজ্জাদের নামাযে জানায়ায় তিনি অংশ গ্রহণ করেছিলেন । সেখানে সাজ্জাদের বাবা মেজবাউল হাসানের সাথে কথা বলে তাকে সান্ত্বনা দেন।

বাংলাদেশের ঢাকার বাসিন্দা প্রকৌশলী সাজ্জাদ হাসান জর্জিয়া পাওয়ার কোম্পানির ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, পরিবার নিয়ে জর্জিয়ার টাকার শহরে বসবাস করতেন। গত ১৭ জানুয়ারী ভোর সাড়ে ৫টার দিকে জর্জিয়ার গুনেইট কাউন্টি পুলিশ নিজ গাড়ির মধ্য থেকে তার লাশ উদ্ধার করে। ১৯ জানুয়ারী শুক্রবার নামাজে জানাজা শেষে দাফন করা হয়। সাজ্জাদের এই অস্বাভাবিক মৃত্যুতে জর্জিয়া প্রবাসী বাংলাদেশিরা শোকাহত।

জর্জিয়া বাঙালি কম্যুনিটিতে বা যুক্তরাষ্ট্রে কেউ যদি খুব মানসিক ভাবে ভুগছেন আর ভাবছেন আত্মহত্যা করতে পারেন , তবে আত্মহত্যা না করে সাহায্যের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, ন্যাশনাল সুইসাইড প্রিভেনশন লাইফ লাইনের এই নাম্বারে সাহায়ের জন্য যোগাযোগ করতে পারেন। ১-৮০০- ২৭৩-৮২৫৫ । নাম্বারটি ২৪ ঘণ্টাই খোলা থাকে ।

ভারী কোটের বদলে একাধিক পোশাক শীতের জন্য উপযুক্ত

রোকেয়া দীপা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলছে এখন শীতকাল। কাজ বা গ্রোসারি, কিংবা জরুরি প্রয়োজনে সবাইকেই বাইরে বের হতে হয়। এ সময় শীতের দাপট থেকে রক্ষা পেতে ভারী একটা কোট বা জ্যাকেটের পরিবর্তে লেয়ার আপ বা একাধিক পোশাক পরতে পরামর্শ দিচ্ছেন পরামর্শদাতারা। লেয়ার আপ পোশাক মানে ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় আপনার শরীরকে আরামদায়ক রাখার জন্য, একাধিক পোশাক পরিধান করা । একাধিক পোশাক প্রতিটি স্তরে বাতাস নিরোধক ব্যবস্থা তৈরি করে এবং একটি বড় জ্যাকেট এর চেয়ে আরও ভালভাবে শরীরকে সুরক্ষা দেয়। লেয়ার আপ পাশাক আমাদের ত্বক থেকে ঘাম এবং আর্দ্রতা সরাতেও সাহায্য করে।

মিনিয়াপোলিসে শীতকালীন বিনোদন ও ক্রিয়াকলাপগুলিকে প্রচার করা নন প্রফিট ফাউন্ডেশন লোপেট এর নির্বাহী পরিচালক ক্লেয়ার উইলসন বলেন, "যতই ঠান্ডা হোক না কেন বা ভারী একটি পোশাক পরেন না কেন, আপনি যখনই বাইরে যান এবং চলাফেরা করেন তখন আপনি অনেক সময় ঘেমে যান। এক্ষেত্রে লেয়ার আপ বা একাধিক পোশাক আপনার শরীর থেকে ঘাম দূরে সরিয়ে নিতে পারে। একাধিক পোশাকের সুবিধা হল, আপনি যদি ঠাণ্ডা অনুভব করেন তবে আরো একটি পোশাক শরীরে দিতে পারবেন। যদি গরম অনুভব করেন তবে একটি পোশাক খুলে ফেলতে পারবেন।"

আর্থিক ভার কমাতে উইলসন থ্রিফ্ট স্টোরগুলিতে কেনাকাটা করতে পছন্দ করা যায় বলে উল্লেখ করেন, যেখানে কম মূল্যে পুরানো বা ব্যবহৃত কাপড় পাওয়া যায়। শীতের সময় সুতি কাপর এড়িয়ে চলতে তিনি পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, "সুতি আর্দ্রতা শোষণ করে, তাই এটি দীর্ঘ সময় ভিজা থাকে। সুতির মোজা পরলে আপনার বুট বা জুতা ভিজে যেতে পারে। বরফের দিনে যদি আপনি সুতি কাপড় পরেন তবে আপনার জ্যাকেটের নিচে সুতি কাপড়টি ঘামে ভিজে যেতে পারে। সুতি কাপড় তাড়াতাড়ি শুকবে না, তাই আপনি ঠান্ডা হয়ে যাবেন।"

পরিবর্তে তিনি উলের মোজা এবং লোম, পলিয়েস্টার বা পলিপ্রোপিলিনের তৈরি কাপড় বেছে নিতে পরামর্শ দেন। এ ধরনের ভেস্ট এবং শার্টগুলি পুনরায় ব্যবহার করা যায় যা আমাদেরকে উষ্ণ রাখবে। উইলসন শীতের পোশাকের জন্য তিনটি লেয়ার আপে কাপড় পরতে বলেন যেখানে বেস লেয়ার, মিড-লেয়ার এবং তারপর একটি বাইরের লেয়ার রাখা যায়। তিনি বলেন, "যেহেতু বেস লেয়ারটি ত্বকের সবচেয়ে কাছের, তাই ফ্যাব্রিক আর্দ্রতা দূর করা গুরুত্বপূর্ণ। এ জন্য সুতির চেয়ে পলিয়েস্টার বেশি ভালো হবে। তারপরে, শরীর উষ্ণ রাখতে একটি মিডলেয়ার নিন, যেমন একটি শার্ট বা ভেস্ট পরুন। কিছু লোক একাধিক মিড-লেয়ার পরতে পছন্দ করেন। সবশেষে, একটি ক্লাসিক শীতকালীন জ্যাকেট পরুন যা আপনাকে বাতাস থেকে নিরোধক করবে এবং উষ্ণ রাখবে।"

মিনিয়াপোলিসের হেনেপিন কাউন্টি মেডিক্যাল সেন্টারের ইমার্জেন্সি মেডিসিন প্রধান ডাঃ জেমস মাইনার বলেন, "আমরা অনেক রোগীদের জুতা এবং গ্লাভসের মধ্যে ফ্রস্টবাইট দেখি। ফ্রস্টবাইট—একটি বেদনাদায়ক আঘাত যাতে ত্বক জমে যায়, রক্তের প্রবাহ কমে যায় এবং টিস্যু ক্ষতিগ্রস্ত হয়—ঠান্ডা আবহাওয়ায় ত্বক পর্যাপ্তভাবে ঢেকে না থাকলে মিনিটের মধ্যে ফ্রস্টবাইট ঘটতে পারে। উপসর্গগুলির মধ্যে রয়েছে ত্বকে ফোসকা পড়া, ক্ষত এবং ফোলে যাওয়া। সঠিকভাবে এর চিকিৎসা না হলে কেউ অঙ্গ হারাতে পারেন।" তিনি আরো বলেন, "লেয়ার আপ বা একাধিক পোশাক পরা তুষারপাত প্রতিরোধ করতে পারে কারণ এটি ফ্যাব্রিকের প্রতিটি লেয়ারের মধ্যে কিছুটা অন্তরক বায়ু আটকে রাখে। একটি বড় কোট পরার চেয়ে একাধিক পোশাক বেশি কার্যকর কারণ এই ধরনের পোশাক বাতাসের দ্বারা বাহির থেকে আর্দ্রতা বা আপনার শরীরের আর্দ্রতা ধরে রাখে।"

মিনিয়াপলিস স্বাস্থ্য বিভাগের জরুরী প্রস্তুতি এবং প্রতিক্রিয়ার তত্ত্বাবধায়ক টনি হাউসার বলেছেন, "শিশুদের সাধারণত প্রাপ্তবয়স্কদের তুলনায় আরও বেশি লেয়ার আপ পোশাক প্রয়োজন হয়। কখনো আপনার গাড়ি গ্যাসশূন্য হতে পারে, বা আপনার গাড়ি ভেঙে যেতে পারে এবং আপনাকে বাইরে থাকতে হতে পারে। তাই গাড়িতে অতিরিক্ত পোশাক বা কম্বল রাখা দরকার।" তথ্যসূত্র: ফ্যাস্টকোমপানি.কম

ট্রিমেন্ডাস ডেডিকেটেড সার্ভিস দ্রুত মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছে

উত্তর আমেরিকা অফিস

ট্রিমেন্ডাস ডেডিকেটেড সার্ভিস বা টিডিএস নামে যে প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৫ বছর আগে, তিন কর্ণধারের আপ্রাণ চেষ্টায় তা ব্রুকলীনে বাংলাদেশীসহ অন্যান্য কম্যুনিটির মানুষদের হৃদয়ে দ্রুত আসন করে নিয়েছে। ২৭ জানুয়ারি শনিবার সন্ধ্যায় প্রতিষ্ঠানটির গ্রাহক সম্মাননা ডিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে ব্রুকলীনের ড্রিম পার্টি ব্যাংকোয়েট হলে। লাইফ, অটো, হোম, বিজনেস, ব্লাক কার, গ্রিন কার, কার সার্ভিস কন্সট্রাকশন, ওয়ার্কার্স কমপনসেশন ছাড়াও অন্যান্য সার্ভিস সততা ও নিষ্ঠার সাথে সম্পন্ন করে প্রবাসীদের অনেক জটিলতাকে সহজ করে দিয়েছে টিডিএস। যে নাম দিয়ে প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয় অর্থাৎ 'ট্রিমেন্ডাস ডেডিকেটেড সার্ভিস'ই তাদের আদর্শ হয়ে ওঠে। তারা নিজেরাই এই নামকরণের যথার্থতা পূরণ করে চলেছেন।

পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। সূচনা বক্তব্যে টিডিএস ইন্সুযরেন্স ব্রোকারেজ কর্পোরেশনের প্রেসিডেন্ট ও সিইও দেওয়ান এম. আল আমিন বলেন, যে কোনো কাজে যদি ভালোবাসা থাকে, তাহলে সে কাজ সফল হবেই। এর পাশাপাশি কাস্টমাররাও ভালোবাসা উজাড় করে দেন। আমরা আমাদের কাস্টমারদের কাছ থেকে সেই ভালোবাসা পেয়েছি বলেই এত দূর আসতে পেরেছি বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন, " আপনারাই টিডিএস এর এ্যাম্বাস্যাডর। আপনারাই টিডিএস এর খবর আপনাদের বন্ধু—বান্ধব, পরিচিতদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। আমরা আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ।"

টিডিএস এর ডিরেক্টর আবু সাঈদ চৌধুরী বলেন, ১৫ বছর আগে টিডিএস যাত্রা শুরু করে। আমাদের প্রথম কাস্টমার ছিলেন জনাব মোশাররফ হোসেন। আজ তার এখানে আসার কথা ছিল, কিন্তু অসুস্থতার জন্য আসতে পারেননি। জনাব চৌধুরী বলেন, আমরা যাত্রা শুরু করেছিলাম ৩ জনে মিলে। আমরা তিনজনই ছিলাম স্টাফ। আর ১৫ বছর পর আজ টিডিএস ইন্সুযরেন্স ব্রোকারেজে ১২ জন স্টাফ।

টিডিএস'র ডিরেক্টর মামুনুর রশীদ বলেন, আজ এখানে আপনারা যারা এসেছেন, আপনারা সকলেই প্রধান অতিথি। আমাদের কাছে আপনাদের মূল্য অপরিসীম। আপনাদের যে সমর্থন পেয়ে ১৫ বছরে এতদূর আসতে সক্ষম হয়েছি, সেই সমর্থন অব্যাহত থাকলে, আশা করি আমরা আরো অনেকদূর যেতে পারব।

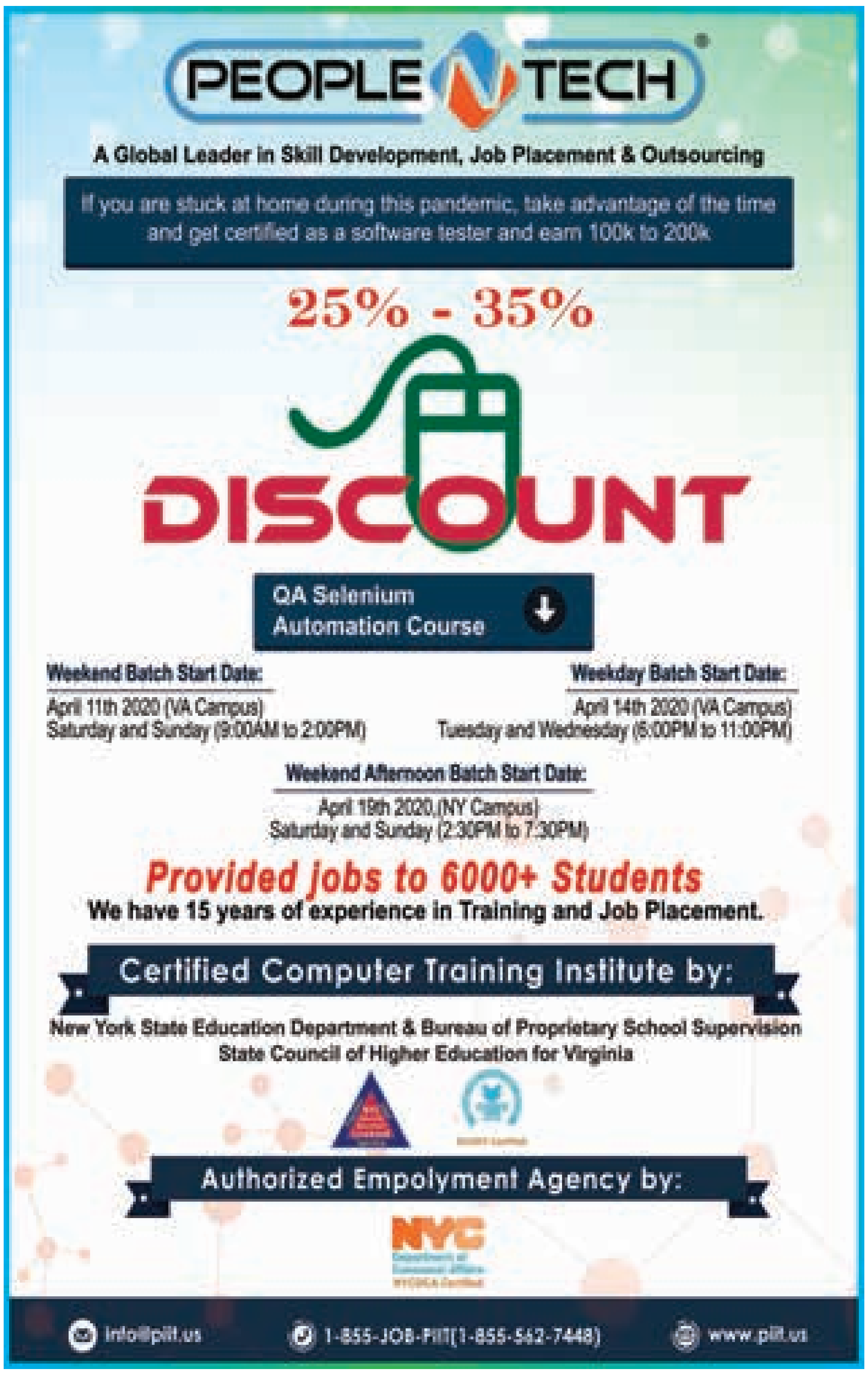
PEOPLE N TECH
A Global Leader in Skill Development, Job Placement & Outsourcing
If you are stuck at home during this pandemic, take advantage of the time and get certified as a software tester and earn 100k to 200k
25% - 35%
DISCOUNT
QA Selenium Automation Course
Weekend Batch Start Date:
April 11th 2020 (VA Campus)
Saturday and Sunday (9:00AM to 2:00PM)
Weekday Batch Start Date:
April 14th 2020 (VA Campus)
Tuesday and Wednesday (6:00PM to 11:00PM)
Weekend Afternoon Batch Start Date:
April 19th 2020,(NY Campus)
Saturday and Sunday (2:30PM to 7:30PM)
Provided jobs to 6000+ Students
We have 15 years of experience in Training and Job Placement.
Certified Computer Training Institute by:
New York State Education Department & Bureau of Proprietary School Supervision
State Council of Higher Education for Virginia
Authorized Empolyment Agency by:
NYC
info@piit.us
1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448)
www.piit.us

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF
SURDEZ & PEREZ, P.C.
SURDEZ & PEREZ, P.C.
We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না
Free
Consultation
কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই
আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি
আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহঃ
• গাড়ী দুর্ঘটনা
• বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
• ব্রেইন ইনজুরি
• এলিভেটর একসিডেন্ট
• স্কুল লায়াবিলিটি
• খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
• বার্ণ ইনজুরি
• নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
• পিছলে পড়ে গেলে
• লেড পয়জনিং
• কুকুর কামড়ালে
• ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা
আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহঃ
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্নী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা
32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103
যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com
www.surdezperezlaw.com

Immigrant Elder Home Care LLC
হোম কেয়ার
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন
$২১ প্রতি ঘন্টা
নিউইয়র্ক ষ্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শ্বশুড়-শ্বাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।
কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আজই যোগাযোগ করুন:
গিয়াস আহমেদ, চেয়ারম্যান / সিইও /৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮
Corporate Office
37-05 74st, 2nd Fl
Jackson Heights, NY 11372
917-744-7308, 718-457-0813
Long Island Office
1 Blacksmith Lane
Dix Hill, NY 11731
718-406-5549
Bronx Office
2148 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-744-7308, 718-457-0813
Ozone Park Office
175 B Forbell Street
Brooklyn, NY 11208
Tel: 917-744-7308
Buffalo Office
642 Walden Avenue
Buffalo, NY 14211
Tel: 347-837-1162

বাংলাদেশ সোসাইটি অব ব্রঙ্কস নিউইয়র্ক ইনকঃ ২৫ বৎসর পূর্তি উৎসবে যোগ দেন মেয়র অ্যাডামস

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্ক সিটি মেয়র এরিক অ্যাডামস বলেছেন, বাংলাদেশি কমিউনিটির সাথে আমার সম্পর্ক আত্মীয়ের মতো। বাংলাদেশ সোসাইটি অব ব্রংকসের ২৫ বছর পূর্তিতে যোগ দিয়ে বাংলাদেশিদের নিয়ে এভাবেই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন সিটি মেয়র। তিনি বলেন, কমিউনিটির কল্যাণে এই সংগঠনের ২৫ বছরপূর্তি একটি মাইলফলক। মেয়র নির্বাচিত হওয়ার আগ থেকেই এই কমিউনিটির সাথে আমার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। মেয়রের বাসভবনে বাংলাদেশ হেরিটেজ ডে উদ্‌যাপন ও বাউলিং গ্রিনে বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবসে পতাকা উত্তোলন আমার মেয়াদকালেই শুরু হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসীদের অন্যতম সামাজিক সংগঠন বাংলাদেশ সোসাইটি অব ব্রঙ্কস নিউইয়র্ক ইনকের ২৫ বছর পূর্তি উৎসবে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মেয়র এরিক অ্যাডামস এ কথাগুলো বলেন।

অনুষ্ঠানে উচ্ছ্বসিত জনতার ভালোবাসায় অভিভূত মেয়র এরিক অ্যাডামস উপস্থিত প্রবাসী বাংলাদেশিদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য প্রদানকালে তিনি আরো বলেন, আমি সবসময় আপনাদের পাশে আছি। তিনি মূলধারার রাজনীতিতে অংশগ্রহণ সহ নানা ক্ষেত্রে অবদানের জন্য বাঙালিদের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি সকলের সহযোগিতা কামনা করে বলেন, আমরা সিটির আইন-শৃংঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতিসহ সার্বিক উন্নয়নে নিরলস কাজ করছি।

২৮ জানুয়ারি রোববার ব্রঙ্কসের স্টার্লিং বাংলাবাজার এলাকার গোল্ডেন প্যালেস পার্টি হলে আয়োজন করা হয় বাংলাদেশ সোসাইটি অব ব্রঙ্কসের ২৫ বৎসর পূর্তির বর্ণাঢ্য সব অনুষ্ঠানমালার। অনুষ্ঠানমালায় ছিল শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, স্মৃতিচারণ, আলোচনা, স্মারক গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন, সম্মাননা ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনা।

সংগঠনের সভাপতি মো. সামাদ মিয়া জাকারিয়ার সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ এমরান আলী টিপু ও সাংবাদিক আশরাফুল হাসান বুলবুলের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন নিউইয়র্ক সিটি মেয়র এরিক অ্যাডামস। বিশেষ অতিথি ছিলেন ব্রঙ্কস বরো প্রেসিডেন্ট ভেনেসা গিবসন, স্টেট সিনেটর নাতালিয়া ফার্নান্দেজ, স্টেট এসেম্বলি ওম্যান জেনিফার রাজকুমার ,নিউইয়র্কে বাংলাদেশের ডেপুটি কনসাল জেনারেল নাজমুল হাসান ,সাবেক ডেপুটি পুলিশ কমিশনার জোসেফ রামোস এবং সাবেক এ্যাসেম্বলিম্যান এরিক ষ্টিভেনসন ।পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত ও গীতা পাঠের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এরপর পরিবেশন করা হয় বাংলাদেশ ও আমেরিকার জাতীয় সঙ্গীত। আনন্দঘন ও উৎসবমুখর পরিবেশে সংগঠনের কর্মকর্তাদের সাথে নিয়ে রঙিন বেলুন উড়িয়ে উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন অতিথিরা।

অনুষ্ঠানে অন্যান্য অতিথি এবং স্পন্সর যারা বক্তব্য রাখেন মেয়র অফিসের চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার মীর বশার,অনুষ্ঠানের গ্র্যান্ড স্পন্সর গ্রী মেকানিক্যাল এর কর্ণধার তোফায়েল চৌধুরী লিটন, গোল্ড স্পন্সরঃ আহাদ এন্ড কোঃ এর প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড সি ই ও আহাদ আলী সিপিএ এবং মার্কস্ হোম কেয়ারের ব্রঙ্কস জোনের প্রধান জনাব আলমাস আলী, সিলভার স্পন্সরঃ ডেমোক্রেটিক লিডার এ্যাটর্ণি মঈন চৌধুরী, পার্কচেষ্টার ফ্যামিলি ফার্মেসি, স্টারলিং ডায়াগনিষ্টিক , খলিল বিরিয়ানি হাউজের স্বত্বাধিকারী মো. খলিলুর রহমান, সারা হোমকেয়ারের ড. শাহজাদী পারভীন,মোহাম্মদ এন মজুমদার মাষ্টার অব ল' ,আয়োজক সংগঠনের উপদেষ্টা এ রব দলা মিয়া, রফিকুল ইসলাম, আবু কাউছার চিসতি,হাসান আলী, সাবেক প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি নুরুল আহিয়া, সাবেক সভাপতি আব্দুস সহিদ, মাহবুব আলম, জুনেদ আহমদ চৌধুরী, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সাবেক সেক্রেটারি আতাউর রহমান সেলিম, মোঃ শামীম মিয়া, সাহেদ আহমেদ, সাবেক সাধারণ সম্পাদক এ ইসলাম মামুন ও শামীম আহমেদ, সংগঠনের সহ সভাপতি -ম আমিনুল হক চুন্নু,কোশাধ্যক্ষ- বশির মিয়া,প্রচার সম্পাদক -মছনুর রহমান,সদস্য -আনোয়ারুল ইসলাম ভুঁইয়া,ডিটেকটিভ মাসুদ রহমান, সার্জেন্ট বিলাল ইসলাম, তিতাস মাল্টি সার্ভিসের মেহের চৌধুরী, ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল খালেক । অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন এডভোকেট রেদওয়ানা রাজ্জাক সেতু, নিউ ইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের নবনির্বাচিত সভাপতি জনাব মনোয়ারুল ইসলাম এবং ষ্ট্যাটেন আইল্যান্ড লায়ন্স ক্লাবের প্রেসিডেন্ট জনাব নয়ন আলী ।বিশিষ্ট কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট মুক্তিযোদ্ধা তোফায়েল চৌধুরী,শাখাওয়াত আলী এবং খবির উদ্দিন ভুঁইয়া,অ্যাসালের ব্রঙ্কস চ্যাপ্টারের সেক্রেটারি ইব্রাহিম বড় ভুঁইয়া প্রমুখ।

WE ACCEPT EBT
ADI'S The Halal Supermarket
ADI'S SUPERMARKET
FOOD CERTIFIED حلال 100% HALAL
1375 CASTLE HILL AVE, BRONX, NY 10462 TEL: 718-684-2135
Sales Promotion Valid from Friday to Thursday (Feb 02 - 08, 2024) | Promo Code : PSP17
WE ACCEPT EBT CARDS
WE ACCEPT OTC CARDS
FREE
PURCHASE OF $75 AND UP
1 BAG ONION FREE
SALE $3.49/LB BEEF WITH BONE SINA MIX
SALE $6.99/LB WHOLE SHEEP
NO CUT NO CLEAN SALE 89¢/LB LIMITED 10 LB CHICKEN QUARTER LEG
3 KG SALE $13.99/EA ROHU
SALE 2/$5.00 250 GM HAOR BRAND GUTUM BLOCK
SALE $6.99/EA 500 GM HAOR BRAND LONG BAIM
SALE 2/$5.00 250 GM CROWN FARMS KESKI BLOCK
SALE 2/$5.00 250 GM CROWN FARM KOI BLOCK
SALE $4.99/EA 500 GM HAOR BRAND KAKILA
SALE $4.99/EA 500 GM HAOR BRAND TAKI BLOCK
SALE 2/$5.00 500 GM HAOR BRAND KOLISHA
SALE $9.99/EA 21/25 2 LB BAG EZ PEELED SHRIMP
SALE $20.99/EA 20 LB RUPSHA PARBOILED RICE
SALE $13.99/EA 10 LB SUPER FRESH BASMATI RICE
SALE $12.99/EA 10 LB OWNER DIABETICS BASMATI RICE
SALE 2/$13.99 25 PCS KAWAN PARATHA
SALE $13.99/EA 1 GALLON WESSON CANOLA & VEGETABLE OIL
SALE $14.99/EA 5 LITER KIRLANGIC SUNFLOWER OIL
560 GM SALE 2/$6.99 MAGGI MASALA NOODLES
SALE 3/$5.00 1 LTR SUPER FRESH MANGO JUICE
WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT & EBT CARDS "MULTIPLE SALES CANNOT BE COMBINED & PRICE CAN CHANGE WITHOUT NOTICE"
STRICTLY CAN NOT COMBINE ANY SPECIAL OFFERS, DISCOUNTS OR COUPONS WITH ONE AND ANOTHER.
THESE SPECIAL OFFER VALID WHILE STOCKS LAST. ADI'S STORE MANAGEMENT HAS THE RIGHT TO LIMIT THE QUANTITY ISSUED PER CUSTOMER.

PREMIUM SUPERMARKET
حلال HALAL
Sales Promotion Valid from Friday to Thursday (Feb 02 - Feb 08, 2024) | Promo Code : PSP57
SALE $2.69/LB REGULAR WHOLE CHICKEN
SALE $2.49/LB CHICKEN BONELESS THIGH
SALE $15.99/EA 900 GM HILSHA SHAHJALAL BRAND
SALE $19.99/EA SIZE 4 KG ROHU SHAHJALAL BRAND
SALE $3.49/LB SIZE 1.5/2 KG PANGASH SHAHJALAL BRAND
SALE $2.49/LB 5/8 KG KATLA CROWN FARMS
SALE $4.99/EA 500 GM CROWN FARMS BATA BLOCK
SALE 2/$4.99 250 GM CROWN FARMS GURA BAILA BLOCK
SALE 2/$4.99 250 GM SHAHJALAL BRAND KOI BLOCK
SALE 3/$3.99 200 GM CK / SHAHJALAL BRAND KESKI TRAY
SALE $20.99/EA 20 LBS BAG KRISHOK PARBOILED BASMATI RICE
SALE 2/$14.99 EACH $8.99 25 PCS KAWAN PLAIN PARATA
SALE 2/$9.99 9.6 OZ KELLOGG'S CORN FLAKES
SALE $3.99/EA 100 TEA 25 EXTRA VITAL TEA BAG
SALE $10.99/EA 38.8 OZ PYRAMID PURE HONEY
SALE 3/$4.99 300 GM SHAHJALAL BRAND KACHUR LOTI
SALE 3/$4.99 SHAHJALAL BRAND VEGETABLE SINGARA / SPRING ROLLS
SALE 2/$7.99 560 GM MAGGI MASALA NOODLES
SALE $18.99/EA 5 LITER KIRLANGIC SUNFLOWER OIL
SALE 2/$1.00 NET WT 150 GM SHAN VERMICELLI
PREMIUM SUPERMARKET
CONTACT
WhatsApp Number
168-13 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432 347-626-8798
256-11 HILLSIDE AVE, GLEN OAKS, BELLEROSE, NY 11004 347-657-8911
1196 LIEBERTY AVE, BROOKLYN, NY 11208 347-658-0972
74-18, 37TH AVE, JACKSON HEIGHTS, NY 11372 347-658-4362
2101, STARLING AVE, BRONX, NY 10462 347-658-0134
FREE PARKING IN BELLEROSE STORE
WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT & EBT CARDS "MULTIPLE SALES CANNOT BE COMBINED & PRICE CAN CHANGE WITHOUT NOTICE"
STRICTLY CAN NOT COMBINE ANY SPECIAL OFFERS, DISCOUNTS OR COUPONS WITH ONE AND ANOTHER.
THESE SPECIAL OFFER VALID WHILE STOCKS LAST. PREMIUM STORE MANAGEMENT HAS THE RIGHT TO LIMIT THE QUANTITY ISSUED PER CUSTOMER.

GLOBAL MULTI SERVICES INC.
Quick Refund
IRS Authorized Agent
Our Services
TAX (Federal & State)
IMMIGRATION
CORPORATION
BUSINESS SERVICES
CONSULTING
Tareq Hasan Khan
CEO
Open 7 Days A Week
37-18 74th Street, Suite 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-205-2360, Email: globalmsinc@yahoo.com

SARAH CARE USA
CDPAP & HOME CARE SERVICES
CDPAP/ PCA/ HHA
No Certificate Required
Highest pay With Benefit
We speak Bangali, Hindi, Urdu, Punjabi, Spanish & Creole
Dr.Gee Cee pat
Vice President
Dr.Shajadi Parvin
CEO/President
WITH Best income Up to $85.000 Annually
LAN/RN
OT/PT/DIETICIAN Medical Supply
WORK AT HOME
NEED JOB?
CALL US: 917-745-0949
আমরা ট্রান্সফার কেইসের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ রেট দিয়ে থাকি
FREE SERVICE: to Apply & Renew DOH/Medicaid/Medicare/SNAP
Corporate Office: 37-18-73rd Street, Suit 301, Jackson Height, NY 11372
Jamaica Office: 170-05 Hillside Ave, NY 11432 185-08, Hillside Ave, NY 11432
Brooklyn Office: 2033 Bath Ave, Brooklyn NY 11214
Bronx Office: 2148 Starling Ave, Bronx, NY 10482
Buffalo Office: 3685 Harlem RD Cheektowaga, NY 14215
We have offices in Queens, Brooklyn, Bronx, Manhattan, Staten Island, Syracuse, Westchester, Nassau & Suffolk Country
cdpap@sarahcareusa.com| Fax: 201-489-8035
Phone: 347-919-5256, 347-919-5254 | www.sarahcareusa.com

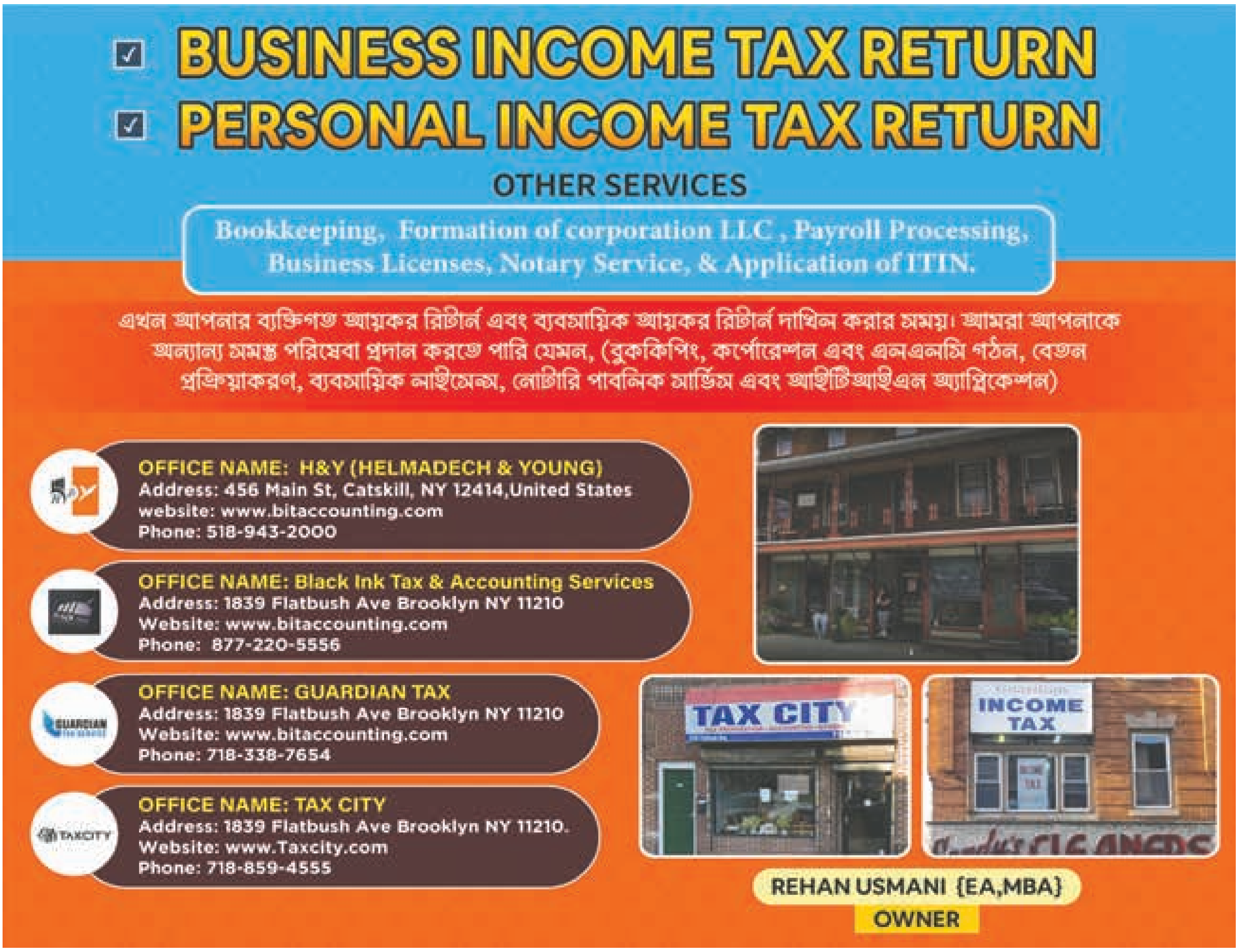
BUSINESS INCOME TAX RETURN
PERSONAL INCOME TAX RETURN
OTHER SERVICES
Bookkeeping, Formation of corporation LLC , Payroll Processing, Business Licenses, Notary Service, & Application of ITIN.
এখন আপনার ব্যক্তিগত আয়কর রিটার্ন এবং ব্যবসায়িক আয়কর রিটার্ন দাখিল করার সময়। আমরা আপনাকে অন্যান্য সমস্ত পরিষেবা প্রদান করতে পারি যেমন, (বুককিপিং, কর্পোরেশন এবং এলএলসি গঠন, বেতন প্রক্রিয়াকরণ, ব্যবসায়িক লাইসেন্স, নোটারি পাবলিক সার্ভিস এবং আইটিআইএন অ্যাপ্লিকেশন)
OFFICE NAME: H&Y (HELMADECH & YOUNG)
Address: 456 Main St, Catskill, NY 12414,United States
website: www.bitaccounting.com
Phone: 518-943-2000
OFFICE NAME: Black Ink Tax & Accounting Services
Address: 1839 Flatbush Ave Brooklyn NY 11210
Website: www.bitaccounting.com
Phone: 877-220-5556
OFFICE NAME: GUARDIAN TAX
Address: 1839 Flatbush Ave Brooklyn NY 11210
Website: www.bitaccounting.com
Phone: 718-338-7654
OFFICE NAME: TAX CITY
Address: 1839 Flatbush Ave Brooklyn NY 11210.
Website: www.Taxcity.com
Phone: 718-859-4555
TAX CITY
INCOME TAX
REHAN USMANI {EA,MBA}
OWNER

sunman express
global money transfer
টাকা পাঠানো
এখন আরো
সহজ
DOWNLOAD
MOBILE APP
SUNMAN EXPRESS MOBILE APP
sunmanexpress.com
718-505-2224
JAMUNA BANK
DHAKA BANK LIMITED
EXCELLENCE IN BANKING
aibl
UCB
bKash

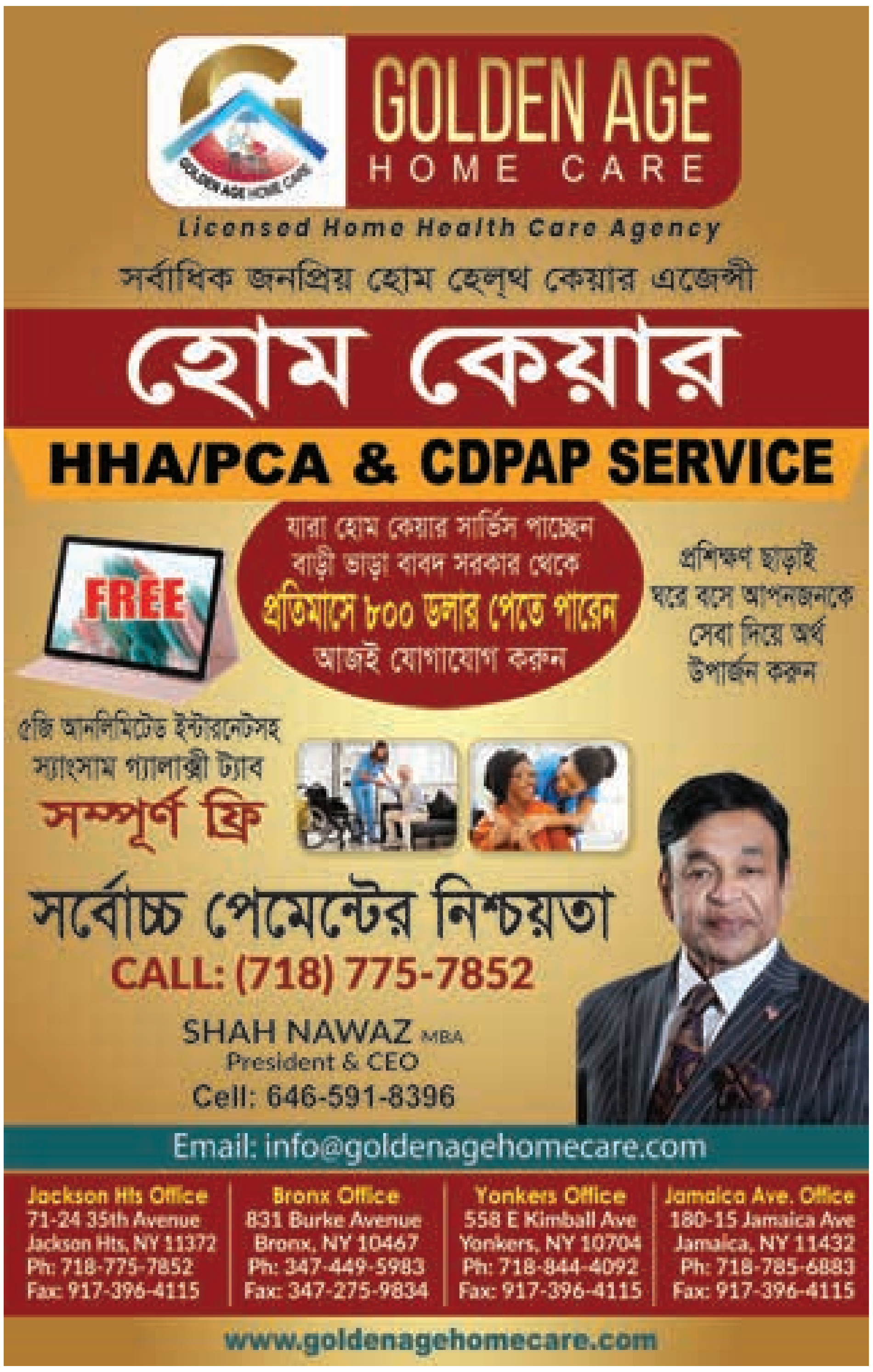
GOLDEN AGE
HOME CARE
Licensed Home Health Care Agency
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্থ কেয়ার এজেন্সী
হোম কেয়ার
HHA/PCA & CDPAP SERVICE
FREE
যারা হোম কেয়ার সার্ভিস পাচ্ছেন
বাড়ী ভাড়া বাবদ সরকার থেকে
প্রতিমাসে ৮০০ ডলার পেতে পারেন
আজই যোগাযোগ করুন
প্রশিক্ষণ ছাড়াই
ঘরে বসে আপনজনকে
সেবা দিয়ে অর্থ
উপার্জন করুন
৫জি আনলিমিটেড ইন্টারনেটসহ
স্যাংসাম গ্যালাক্সী ট্যাব
সম্পূর্ণ ফ্রি
সর্বোচ্চ পেমেন্টের নিশ্চয়তা
CALL: (718) 775-7852
SHAH NAWAZ MBA
President & CEO
Cell: 646-591-8396
Email: info@goldenagehomecare.com
Jackson Hts Office
71-24 35th Avenue
Jackson Hts, NY 11372
Ph: 718-775-7852
Fax: 917-396-4115
Bronx Office
831 Burke Avenue
Bronx, NY 10467
Ph: 347-449-5983
Fax: 347-275-9834
Yonkers Office
558 E Kimball Ave
Yonkers, NY 10704
Ph: 718-844-4092
Fax: 917-396-4115
Jamaica Ave. Office
180-15 Jamaica Ave
Jamaica, NY 11432
Ph: 718-785-6883
Fax: 917-396-4115
www.goldenagehomecare.com

বাংলাদেশী মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
ডাঃ শামসি রহমান
PRIMARY CARE PHYSICIAN
Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Queens Hospital Center and
North Shore University Hospital
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ মহিলা ডাক্তার
ডাঃ মোঃ আব্দুল বাছিত
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
Board Certified in Internal Medicine
Assistant Professor of Medicine
Mount Sinai School of Medicine
Queens Hospital Center
সেবা সমূহ
Same Day Appointment
Walk-in Welcome
• প্রাইমারী কেয়ার/ মেডিসিন বিশেষজ্ঞ।
• অফিসেই রক্ত, প্রশাব পরীক্ষা ও ইকেজির ব্যবস্থা আছে।
• ফ্লু, হজ্বসহ অন্যান্য ভ্যাকসিন।
• জব, স্কুল, টি.এল.সি (TLC) সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা।
• ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস চেক-আপের ব্যবস্থা।
• যাদের হেলথ্ ইন্সুরেন্স নাই বিশেষ চিকিৎসার সুযোগ।
জামাইকা অফিস - রোগী দেখার সময়:
সোম থেকে শুক্রবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত।
শনিবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৩ টা পর্যন্ত।
ওজনপার্ক অফিস - রোগী দেখার সময় ঃ
মঙ্গলবার থেকে শুক্রবার ঃ বিকাল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৭:৩০ মিঃ পর্যন্ত।
শনিবার ঃ বিকাল ৩টা থেকে ৫:৩০ মিঃ পর্যন্ত।
বাছিত মেডিকেল কেয়ার
JAMAICA OFFICE:
166-41 88th Ave,
Jamaica, NY 11432
Tel: 917-780-4510
Fax: 347-875-3911
JACKSON HEIGHTS OFFICE:
40-37 74th Street
Elmhurst, NY 11373
Tel: 917-780-4510
Fax: 347-875-3911
OZONE PARK OFFICE:
97-47 77th Street,
Ozone Park, NY 11416
Tel : 718-307-5796
Fax : 347-875-3911

IMMIGRATION
LAW OFFICE
ইমিগ্রেশন 'ল অফিস
Dilli R. Bhatta
Attorney at Law
Shamim Shahed
Certified Paralegal
Immigration
Asylum & Defence from Deportation
Family Law
Accident & Injury
Business Law
Any Kind of Visa Processing
BHATTA LAW & ASSOCIATES
(631) 805 1051
37-07 74th Street, Suite # 3
Jackson Heights, NY-11372

Parkchester Medical
PARKCHESTER MEDICAL
পার্কচেষ্টার মেডিক্যাল
WE WELCOME WALK INS
MEDICAL CENTER
718.828.6610
1211 WHITE PLAINS ROAD, BRONX, NY 10472
TEL: 718-828-6610
INTERNAL MEDICINE
ASTHMA DIABETES CENTER
CARDIOLOGY
PHYSICAL THERAPY
UROLOGY
GYNECOLOGY
PODIATRY
GASTRO-ENTEROLOGY
ORTHO-PEDICS
HEALTH CARE FOR THE ENTIRE FAMILY
WE ARE OPEN:
MONDAY & THURSDAY 8:30AM-8:00PM
TUESDAY, WEDNESDAY & FRIDAY 8:30AM-6:00PM
SATURDAY 9:00AM-3:00PM
WE ACCEPT ALL MEDICAID / MEDICARE MOST INSURANCES ACCEPTED INCLUDING WORKERS COMP. NO-FAULT, SLIP AND FALL.
শারীরিক অভ্যন্তরীন সমস্যা
শ্বাসকষ্ট, ডায়বেটিস চিকিৎসা
হৃদরোগ
শারীরিক ব্যায়াম বা থেরাপি
মূত্র সংক্রান্ত চিকিৎসা
নারী স্বাস্থ্য চিকিৎসা কেন্দ্র
পায়ের চিকিৎসা
পরিপাকতন্ত্রীয় চিকিৎসা
হাড়ের চিকিৎসা
সম্পূর্ণ পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র
আমরা বাংলায় কথা বলি
মেডিক্যাল সময়সূচি:
তাৎক্ষনিক চিকিৎসা সেবায় স্বাগতম!
সোমবার এবং বৃহস্পতিবার
সকাল ৮:৩০ মি থেকে সন্ধ্যা ৮:০০টা
মঙ্গলবার, বুধবার এবং শুক্রবার
সকাল ৮:৩০ মি থেকে সন্ধ্যা ৬:০০টা
শনিবার
সকাল ৯:০০ মি থেকে দুপুর ৩:০০টা
আমরা সকল প্রকার মেডিকেইড ও মেডিকেয়ার সহ অধিকাংশ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।
সাথে আরো আছেঃ • কর্মস্থলের ক্ষতিপুরন
• নির্দোষ প্রমাণের ব্যবস্থা • পিছলে পড়ে যাওয়া

এপ্রিলে সুচিত্রা সেন আন্তর্জাতিক বাংলা চলচ্চিত্র উৎসব

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউ ইয়র্কে সুচিত্রা সেন আন্তর্জাতিক বাংলা চলচ্চিত্র উৎসবের ঘোষনা দিয়েছেন দুই বাংলার জনপ্রিয় অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তা। ২৮ জানুয়ারী রোববার সন্ধ্যায় জ্যামাইকার আশা হোম কেয়ারের আশা পার্টি হলে চলচ্চিত্র উৎসবের ঘোষণা দেয়া হয়। আগামী ২০ ও ২১ এপ্রিল জ্যামাইকা পারফর্মিং আর্ট সেন্টারে দুদিন ব্যাপী চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করছে সুচিত্রা সেন মেমোরিয়াল ইউএসএ নামের সংগঠন।

হাসানুজ্জামান সাকীর উপস্থাপনায় সুচিত্রা সেন আন্তর্জাতিক বাংলা চলচিত্র উৎসবের প্রেক্ষাপট এবং লক্ষ্য নিয়ে সূচনা বক্তব্য রাখেন গোপাল সৈন্যাল। মিলনায়তন ভর্তি মানুষের তুমুল করতালির মধ্যে সুচিত্রা সেন চলচ্চিত্র উৎসবের ঘোষনা দেন জনপ্রিয় অভিনেত্রী ঋতুপর্না সেনগুপ্ত। একই সময়ে চলচ্চিত্র উৎসবের অ্যাওয়ার্ড, লগো ও

ওয়েবসাইটের উদ্ধোধন করেন সুঅভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তা, গোল্ডেন এজ হোম কেয়ারের সিইও শাহ নেওয়াজ, চেয়ারম্যান রানু নেওয়াজ এবং আশা হোম কেয়ারের সিইও আকাশ রহমান ও চেয়ারম্যান এশা রহমান সহ উৎসব কমিটির আয়োজক উপদেষ্ঠামন্ডলী। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ছিলেন সোশ্যাল ওয়ার্কার ও লেখক অনির্বাণ ভট্টাচার্য, চলচ্চিত্র পরিচালক মোয়াজ্জেম এইচ চৌধুরীসহ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ।

সিভিল সার্ভিস ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামিলির মিলনমেলা

উত্তর আমেরিকা অফিস

ইউএস-বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (এইচ আর বিভাগ) ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামিলি মিলনমেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে ২৮ জানুয়ারী শনিবার। উৎসব মুখর পরিবেশে শনিবার সন্ধ্যায় জ্যামাইকার আল আকসা পার্টি হলে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বিনিময়, নবাগত কর্মকর্তা ও পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের ফুল দিয়ে বরণ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নৈশভোজের আয়োজন ছিলো । এতে সিটির এইচ আর বিভাগে কর্মরত দুই শতাধিক কর্মকর্তা ও তাদের পরিবার সহ কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন নিউইয়র্ক সিটি মেয়র অফিসের প্রশাসনিক কর্মকর্তা বাংলাদেশী-আমেরিকান মীর বাসার, বিশেষ অতিথি ছিলেন ইউনিয়ন লীডার এন্থনী ওয়েলস ও সাপ্তাহিক বাঙালী সম্পাদক কৌশিক আহমেদ। যৌথভাবে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন এইচ আর বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টর বাংলাদেশী-আমেরিকান রুহুল কদ্দুস ও রহিমা বেগম। এরপর স্বাগত বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠান আয়োজকদের

অন্যতম জাহাঙ্গীর আহমেদ।

অনুষ্ঠানে মেয়র অফিসের পক্ষ থেকে প্রদত্ত প্রোক্লেমশান হস্তান্তর করেন প্রধান অতিথি মীর বাসার। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি ছাড়াও অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ইব্রাহীম ভূইয়া, বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস এসোসিয়েশন ইউএসএ'র সভাপতি ডা. নাফিজুর রহমান, উপদেষ্টা মোমেন ভূইয়া প্রমুখ। সমাপনি বক্তব্য রাখেন আয়োজকদের অন্যতম আনোয়ার পারভেজ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মঞ্জুর কাদের, নূপুর চৌধুরী ও আব্দুল জলিল।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, এক সময় ছিলো সিটি প্রশাসনে কোন বাংলাদেশীর খোঁজখবর ছিলো না। প্রথম প্রথম যারা সিটি জবে যোগ দিয়েছেন তারা বাংলা ভাষায় কথা বলার জন্য অফিসে কোন লোক পেতেন না। আর এখন অর্থাৎ গত ৫/১০ বছরে হাজারো বাংলাদেশী কাজ করছেন। অনেকে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে পদোন্নতি পাচ্ছেন, কেউ কেউ ডেপুটি ডিরেক্টর পদ অলংকৃত করেছেন। সময় আসছে সিটির বিভিন্ন বিভাগের দায়িত্ব নেয়ার। বক্তারা বলেন, সময় বেশী দূরে নয়, যেদিন সিটির বিভিন্ন বিভাগের নেতৃত্ব দেবেন বাংলাদেশী-আমেরিকানরা।

বাংলাদেশের ই-পাসপোর্টের অনলাইন আবেদন প্রসেস করা হয়
অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, বৃটেন, সেনজেন, চায়না, ইন্ডিয়া, আমিরাত (দুবাই)সহ সৌদী আরবের ভিসা আবেদনে সহায়তা করা হয়
SAUDI (UMRAH)
UAE (DUBAI)
OLD CLUB MAN
Old Club Man
(718) 724-9688
16308 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432
SCHENGEN VISA
EUROPE
BANGLADESH
CANADA
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
UK (LONDON)
BRAZIL
CHINA
THAILAND
INDIA

ভিজিট বা ষ্টুডেন্ট অথবা ট্রানজিট বা অন্য যে-কোন ভিসায়
কিংম্বা মেক্সিকো বর্ডার দিয়ে আমেরিকায় আগতদের বৈধতার বিষয়ে ফ্রি পরামর্শ
এসাইলাম এর মাধ্যমে ৭ মাসের মধ্যে ওয়ার্ক পার্মিট ও সোসাল সিকিউরিটি'র ১০০% নিশ্চয়তা
E2
EB3
L1A
EB5
SIJS
VAWA
POLITICAL ASYLUM
আমেরিকান সিটিজেন বিয়ে করার পরও যদি গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যায় পরে যান - নিশ্চিন্তে চলে আসুন আমাদের কাছে। আমরা গ্রীনকার্ড এপ্লিকেশনও প্রসেস করি। স্পাউসের অসহযোগীতায় গ্রীনকার্ড থেকে কন্ডিশন রিমোভ করতে সমস্যা হলে আমাদের সংগে যোগাযোগ করুন। মনে রাখবেন, আপনাকে গ্রীনকার্ড আপনার স্বামী বা স্ত্রী দেয়নি, দিয়েছে ইউএসসিআইএস। সুতরাং আপনার গ্রীনকার্ড রিভোক করার কোন ক্ষমতা-ই আপনার স্পাউসের নেই। বিয়ের মাধ্যমে পাওয়া কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ডটি পারিবারিক সমস্যা বা অশান্তি অথবা কোন ভুলের কারণে টিকিয়ে রাখা ঝুঁকিপূর্ণ হলে নিশ্চিন্তে আমাদের সংগে কথা বলুন।
এসাইলাম | ওয়ার্ক পার্মিট (EAD) | সোসাল সিকিউরিটি (SSN) | ভাওয়া (VAWA) | গ্রীনকার্ড | সিটিজেনশীপ
ইবি-থ্রি (এমপ্লয়মেন্ট বেইজড গ্রীনকার্ড) ভিসায় এডজাস্টমেন্ট বা বাংলাদেশে বসবাসরতদের ইবি-থ্রি'তে আমেরিকায় নিয়ে আসতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নিজস্ব কোম্পানী রেজিস্ট্রেশন, নিজ নামে ইআইএন প্রাপ্তি ও ব্যাংক একাউন্ট; এবং নতুন ব্যবসা শুরু করতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নতুন এসে থাকলে আমাদের সংগে অন্তত একবার কথা বলুন -
গ্যারান্টি দিচ্ছি এদেশে আপনার চলার পথ অনেকটাই মসৃণ ও সহজ হয়ে উঠবে
OLD CLUB MAN
(718) 839-5812 টেক্সট করুন, আমরা কল ব্যাক করবো
163-10 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432

এ কি ভানুমতীর খেল?

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আরো মজার বিষয় হচ্ছে , স্বতন্ত্র এবং আওয়ামী লীগ মিলে সংরক্ষিত ৫০টি আসনের মধ্যে তারা পাচ্ছেন ৪৮টি আসন। তারমানে আওয়ামী লীগের সব মিলিয়ে হচ্ছে ৩৫০ আসনের মধ্যে ৩৩৬ আসন (আরো একটি আসনে নির্বাচন বাকী)।

জাতীয় পার্টি ১১টি এবং সংরক্ষিত নারী আসনে ২টি আসন বরাদ্দ পাবে। তাও আবার "৩০ সেট অলংকার মার্কা" পার্টি। এত কিছুর পর এ সংসদ সিয়ে সবাই সন্দিহান। সবার জিজ্ঞাসা " এ সংসদ দিয়ে জাতির কি হবে"।

তবে ভালোই ভালোই বুঝতে পেরেছেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান এবং বিরোধী দলীয় নেতা জি এম কাদের । তিনি ৩০ জানুয়ারি সংসদের প্রথম অধিবেশনে বলেছেন, দ্বাদশ জাতীয় সংসদ কখনো নিখুঁতভাবে দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবে না, এমন আশঙ্কা অবাস্তব নয়। এই সংসদ জাতিকে কতটুকু প্রতিনিধিত্ব করতে সক্ষম হবে, তা নিয়ে সংশয় আছে।

তিনি আরো বলেন, জাতীয় সংসদ দলমত সবার মিলনস্থল। সেখানে সরকারি দল এক পক্ষ, সরকারের বিপরীত দল আরেক পক্ষ। নির্বাচন-পরবর্তী আসনসংখ্যায় ৭৫ শতাংশই সরকারি দলের। ২১ ভাগ স্বতন্ত্র। তারাও প্রায় সরকারদলীয়। ৩-৪ শতাংশ শুধু বিরোধীদলীয় সদস্য।

জি এম কাদের বলেন, 'যদি সরকারি দলকে লাল বলি, তাহলে এ সংসদ সম্পূর্ণ লালময়। সবুজটা শুধু ছিটেফোঁটা। এ সংসদে সম্পূর্ণ জাতিকে খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে। বর্তমান সংসদ জাতিকে কতটুকু প্রতিনিধিত্ব করতে সক্ষম হবে, তা আশঙ্কার বিষয়। ভালোভাবে বললে বলতে হবে বিতর্কের বিষয়। দুই অংশের কর্মকাণ্ডের ব্যবধান কমাতে পারলে অর্থাৎ সরকার ও বিরোধীদের সংসদ কর্মকাণ্ডের ব্যবধান যতটা কমবে, সংসদ ততটুকু কার্যকর হিসেবে গণ্য হবে।'

এ হল বিরোধী দলীয় নেতার বক্তব্য। তবে অনেকে মনে করেন স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার সুমন , একে আজাদ এবং মুজিবুর রহমান চৌধুরী নিক্সন জনগণের পক্ষে বক্তব্য রাখতে পারেন। কিন্তু তাকে কি সংসদের মার্যাদা থাকবে।

জাতীয় নির্বাচনের পর সংসদের প্রথম অধিবেশনের সূচনায় রাষ্ট্রপতির ভাষণ দেওয়ার বিধান রয়েছে সংবিধানে। মঙ্গলবার দ্বাদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের শুরুতে দেওয়া ভাষণে রাষ্ট্রপতি অনেকটা দলীয় বক্তব্য দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দেশের জনগণ ও গণতন্ত্রের জয় হয়েছে। ষড়যন্ত্র করে কেউ যাতে জনগণের অধিকার কেড়ে নিতে না পারে, সেদিকে সবাইকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। কেউ যাতে আন্দোলনের নামে অরাজকতা সৃষ্টি করে মানুষের জানমাল ও জীবিকার ক্ষতিসাধন করতে না পারে, সেদিকে সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে।

হায়রে সংসদ

এরশাদের আমলে জাতীয় সংসদে ৩০ সেট অলংকার নিয়ে অনেক কথা হয়েছে। ইতিহাসের আকর হিসেবে আজও কথাটি উচ্চারিত হয়। জাতীয় সংসদ স্বাধীনতার ৫২ বছরেও জন্ম আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারেনি। স্তাপত্য সৌন্দর্য্যের জন্য লুই কান পুরস্কৃত হয়েছিলেন। বিশ্বের সেরা স্থাপত্যের ভবনটি নির্মিত হয়েছিল জনগণের আশা আকাংখা নিয়ে কথা বলার জন্য-ভানুমতীর খেলার জন্য নয়!

নব্বই দশকের শুরুতে সংসদীয় গণতন্ত্রের পথচলা শুরু হলেও রয়ে গেছে কার্যকর সংসদের জনআকাঙ্ক্ষা পূরণের বিতর্ক। এমন আলোচনা আর বিতর্কের মধ্যেই দ্বাদশ জাতীয় সংসদের যাত্রা শুরু হয়েছে। ১৯৯১ সালে পঞ্চম সংসদ থেকে ২০০৮ সালের নবম সংসদ পর্যন্ত পাল্টাপাল্টি সরকার ও প্রধান বিরোধী দলের ভূমিকায় ছিল আওয়ামী লীগ ও বিএনপি। তবে উভয়েই বিরোধী দলে থাকতে বেশির ভাগ সময় সংসদ বর্জনের সংস্কৃতি চালু করে। দশম সংসদ থেকে টানা বিরোধী দলের ভূমিকায় রয়েছে জাতীয় পার্টি। যদিও তারা এ সময় সব সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের সঙ্গে জোট বা আসন সমঝোতার মাধ্যমে নির্বাচন করে সংসদে এসেছে। ফলে তারা কখনোই নিজেদের বিরোধী দলের পরিচয়ে আস্থা অর্জন করতে পারেনি। বেশির ভাগ সময় সংসদে তাদের অস্তিত্ব সংকটে পড়তে হয়েছে। সর্বশেষ ৭ জানুয়ারির নির্বাচনেও তারা যে ১১ আসনে জয় পেয়েছে, সেখানে নৌকা প্রতীক তুলে নেওয়া হয়। এ পরিস্থিতিতে এই সংসদে কতটুকু তারা বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করতে পারবে,সেটাই চ্যালেঞ্জ বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, এ সংসদের দুটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। প্রথমত, একটি দলের একচ্ছত্র আধিপত্য। কারণ, ১১ জনের বিরোধী দল জাতীয় পার্টিও সরকারি দলের সঙ্গে আসন সমঝোতা করে জিতে এসেছে। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার প্রতিনিধিত্ব এই সংসদে অনুপস্থিত। কারণ, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক এমপি এসেছেন ব্যবসায়ী পেশা থেকে। ফলে সংসদের কার্যক্রমে এই একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তারকারীদের স্বার্থের প্রতিফলন ঘটার ঝুঁকি রয়েছে। তিনি বলেন, এসব কিছু বিবেচনায় সংসদের মৌলিক কাজ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারের জবাবদিহি নিশ্চিতের প্রত্যাশা খুবই কঠিন। কারণ, প্রক্রিয়াগত ও প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম পুরোপুরি অনুপস্থিত।

রিজার্ভ কমে আবারো ১৯ বিলিয়ন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অর্থাৎ বিপিএম-৬ ম্যানুয়াল অনুযায়ী গ্রস রিজার্ভ বর্তমানে ১৯.৯৪ বিলিয়ন ডলার। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের শুরুতে গ্রস রিজার্ভ ছিল ২৯.৭৩ বিলিয়ন ডলার আর বিপিএম-৬ অনুযায়ী ছিল ২৩.৩৭ বিলিয়ন ডলার।

এর বাইরে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিট বা প্রকৃত রিজার্ভের আরেকটি হিসাব রয়েছে, যা শুধু আইএমএফকে দেয়া হয়, প্রকাশ করা হয় না। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, সেই হিসাবে দেশের প্রকৃত রিজার্ভ এখন ১৫ বিলিয়ন ডলারের নিচে। প্রতি মাসে প্রায় ৬ বিলিয়ন ডলার করে এ রিজার্ভ দিয়ে তিন মাসের আমদানি ব্যয় মেটানো কষ্টসাধ্য হবে বাংলাদেশের জন্য। সাধারণত একটি দেশের ন্যূনতম ৩ মাসের আমদানি খরচের সমান রিজার্ভ থাকতে হয়। সেই মানদণ্ডে বাংলাদেশ এখন শেষ প্রান্তে রয়েছে।

রেমিট্যান্স, রপ্তানি আয়, বিদেশি বিনিয়োগ, বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থার ঋণ থেকে যে ডলার পাওয়া যায় তা দিয়ে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ তৈরি হয়। আবার আমদানি ব্যয়, ঋণের সুদ বা কিস্তি পরিশোধ, বিদেশি কর্মীদের বেতন-ভাতা, পর্যটক বা শিক্ষার্থীদের পড়াশোনাসহ বিভিন্ন খাতে যে ব্যয় হয়, তার মাধ্যমে বিদেশি মুদ্রা চলে যায়। এভাবে আয় ও ব্যয়ের পর যে ডলার থেকে যায় সেটাই রিজার্ভে যোগ হয়। আর বেশি খরচ হলে রিজার্ভ কমে যায়।

বাজারে 'স্থিতিশীলতা' আনতে রিজার্ভ থেকে নিয়মিত ডলার বিক্রি করে যাচ্ছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ১৬ জানুয়ারি পর্যন্ত ৭.৬ বিলিয়ন ডলার বিক্রি করেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। একই সময়ে বাণিজ্যিক কিছু ব্যাংক থেকে এক বিলিয়ন ডলারের মতো কেনে বাংলাদেশ ব্যাংক, যার পরিমাণ ১ বিলিয়ন ডলারের মতো। ২০২২-২৩ অর্থবছরে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিভিন্ন ব্যাংকের কাছে ১৩.৫৮ বিলিয়ন ডলার বিক্রি করেছিল। তার আগের অর্থবছরে (

বাংলাদেশের মানুষ আত্মসমর্পণ করতে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বাংলাদেশের মানুষের একটি অবস্থান সৃষ্টি করেছে। একসময় পাশের দেশের নাম বলে নিজের দেশকে পরিচয় দিতে হয়েছে। তিনি বলেছেন, আজকে পরিশ্রমী বাংলাদেশিদের কারণেই দেশকে সমীহের চোখে দেখে সারা বিশ্ব।

৩১ জানুয়ারি বুধবার বর্তমান সময়ে দেশে বিদেশে জীবন্ত কিংবদন্তি মাহতাবুর রহমান জ্যাকসন হাইটসে প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা অফিস পরিদর্শন করেন। লেখক সাংবাদিকদের সাথে খোলামেলা আড্ডায় তিনি এসব কথা বলেন। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা সম্পাদক ইব্রাহীম চৌধুরী এবং নির্বাহী সম্পাদক মনজুরুল হক তাঁকে কার্যালয়ে স্বাগত জানান। নিউইয়র্কের বিশিষ্ট রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী এবং সংগঠক আসিফ চৌধুরীসহ মাহতাবুর রহমান উষ্ণ সময় কাটিয়েছেন প্রথম আলো কার্যালয়ে।

আলাপচারিতায় মাহতাবুর রহমান ১৯৮১ সালে নগদ ৮০ হাজার ডলার নিয়ে জেএফকে বিমানবন্দরে উপস্থিত হওয়ার স্মৃতি তর্পণ করেন। সৌদি আরবের পারিবারিক ব্যবসা তখন তাদের। বাংলাদেশের সবুজ পাসপোর্ট নিয়ে বিমানবন্দরে নেমে নগদ ৮০ হাজার ডলারের ঘোষণা দিয়েছিলেন। বিমানবন্দর থেকে তাঁকে গন্তব্যে পৌঁছে দেয়া হয়েছিল নিরাপত্তা দিয়ে। ব্যবসার জন্য আসলেও একমাস পরে ফিরে যাওয়ার কারণও তিনি জানালেন হাস্যরসের সাথে।

শুধু মধ্যপ্রাচ্যে নয়, সারা বিশ্বে এখন ছড়িয়ে পড়েছে তাঁর পারফিউম ব্যবসা। জানালেন , বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নতুন নতুন বিক্রিয়কেন্দ্র খোলা হচ্ছে। এনআরবি ব্যাংকের চেয়ারম্যান হিসেবে মোহাম্মদ মাহতাবুর রহমান দেশের ব্যাংকিং খাতের অব্যবস্থাপনা নিয়েও তাঁর উষ্মা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, ব্যাংকের চেয়ারম্যানরা যদি অসৎ হন, অর্থ পাচারে জড়িত থাকেন- তাহলে মানুষের আস্থার জায়গা আর থাকে কোথায় !

মাহতাবুর রহমান নাসির আলাপচারিতায় তাঁর মরহুম পিতার কথা স্মরণ করেন। যদি মক্কার পবিত্র মসজিদে বসে উপদেশ দিয়েছিলেন সৎ থাকার। বলেছিলেন, যে দেশেই থাকবে , সে দেশের আইন মেনে চলতে হবে। দেশের সুনাম ক্ষুণ্ণ হয় এমন কাজ কিছুতেই করা যাবে না। তিনি বলেন, কোথাও আইন লঙ্ঘন করে কিছু করা যায় না।

বাংলাদেশ সরকার অর্থনীতিতে অবদানের জন্য সিআইপি চালু করার পর থেকে মোহাম্মদ মাহতাবুর রহমান শীর্ষ সিআইপি হিসেবে প্রতিবছরই রাষ্ট্রীয় সম্মাননা পেয়ে আসছেন। তিনি সবাইকে ব্যাংকিং খাতে অর্থ পাঠানোর আহ্বান জানান। নিজে কোনোদিন হুন্ডিতে দেশে অর্থ পাঠাননি উল্লেখ করে মাহতাবুর রহমান বলেন, আমরা যদি কর্মের মাধ্যমে দৃষ্টান্ত রেখে না যেতে পারি , তাহলে পরের প্রজন্মের কাছে আমাদের জবাব দিতে হবে। তিনি বলেন, আমরা যেন আমাদের উৎস ভুলে না যাই। নিজেরা এবং সন্তানরা যেন তাদের উৎসের সাথে সংযুক্ত থাকে। মাহতাবুর রহমান জানান, তিনি উন্নত বিশ্বের সুযোগ সুবিধাসহ দেশে বাড়ি নির্মাণ করেছেন। এর একমাত্র কারণ নিজেদের পরিবারের পরের প্রজন্মের লোকজনকে দেশের সাথে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখা।

দেশে বিদেশে নানা জনহিতকর কাজের মধ্যেও জড়িত মোহাম্মদ মাহতাবুর রহমান প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার মাধ্যমে প্রবাসীদের শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা জানিয়ে বলেন, আমাদের প্রতিটি কাজ যেন দেশের মঙ্গলের জন্য হয়। প্রবাসে কেউ কোন খারাপ কাজ করলে নিজের নয়, দেশের বদনাম হয়। দেশের পরিশ্রমী সন্তানরা দেশের জন্য বদনাম হতে পারে এমন কোনো কাজ করতে পারে না বলে তিনি উল্লেখ করেন।

প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার একদল লেখক সাংবাদিক ২০২১ সালে দুবাই সফর করে তাঁর আতিথেয়তা পেয়েছেন বলে কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করা হয় আলাপচারিতায়। সৌহার্দ্যের এ আলাপচারিতায় লেখক সাংবাদিকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শেলী জামান খান, রওশন হক, ভায়লা সালিনা, জাকির হোসেন প্রমুখ।

নির্বাচন বর্জনে বিএনপির কি লাভ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বাংলাদেশে আন্দোলনের মাধ্যমে সরকার পতনের তেমন কোনো সুযোগ থাকে না। ফলে বিএনপি যে লক্ষ্যের কথা বলছে সেটি অর্জন করা দুরূহ। বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বলছেন, ভোট বর্জন করে আন্দোলনের সিদ্ধান্তই সঠিক ছিল। তারা মনে করেন, সাতই জানুয়ারির নির্বাচনে কম ভোটারের উপস্থিতিই বিএনপির সবচেয়ে বড় সফলতা।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদের মেয়াদ শুরু হয়েছে ৩০ জানুয়ারী মঙ্গলবার। এখন নতুন করে বিএনপির রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়েও আলোচনা চলছে।

দলটির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা বলছেন, এখন আন্দোলনে সফলতা এবং ব্যর্থতা নিয়ে দলের মধ্যে নানা মূল্যায়ন যেমন চলছে, তেমনি আলোচনা হচ্ছে আন্দোলনের ভবিষ্যৎ নিয়েও।

বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান নিতাই রায় চৌধুরী বিবিসি বাংলাকে বলেন, "এই নির্বাচন বর্জনে বিএনপি জয়লাভ করেছে, পরাজিত হয়েছে আওয়ামী লীগ।" শিগগিরই নতুন নতুন কর্মসূচির মাধ্যমে 'কর্মীদের মনোবল ফিরিয়ে সফল আন্দোলনে'র আশার কথাও বলছেন তারা। এক্ষেত্রে মাঠের আন্দোলনে নেতাকর্মীদের সক্রিয় করার পাশাপাশি, কূটনীতিক তৎপরতা বাড়ানোর কথা বলছে দলটি। দলের তৃণমূল থেকে শুরু কেন্দ্র পর্যন্ত বেশিরভাগ নেতাকর্মীই মনে করেন, সাতই জানুয়ারির নির্বাচনের না যাওয়ার সিদ্ধান্তের কোনো বিকল্প ছিল না তাদের কাছে। মি. চৌধুরী দাবি করেছেন, "নানা ধরনের ভয়ভীতি দেখানোর পরও এ নির্বাচন দেশের ৯০ থেকে ৯৫ ভাগ মানুষ প্রত্যাখ্যান করেছে।" তিনি বলেন, "নির্বাচন বিএনপি বর্জন করেছে, প্রতিহত করেনি। বিএনপি যদি নির্বাচন প্রতিহত করতে চাইতো, তাহলে নির্বাচন হতো না। সাতই জানুয়ারির নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত ২০০ পার্সেন্ট সঠিক ছিল।"

সাতই জানুয়ারির নির্বাচনে সারাদেশে ভোটার উপস্থিতি ছিলও তুলনামূলক অনেক কম। ভোটের পর এর হার নিয়ে নির্বাচন কমিশনের বক্তব্য নিয়েও বিভ্রান্তি ছিল। শেষ পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক যে ফল ঘোষণা হয় সেখানে দেখা যায় ভোট পড়েছে ৪১ দশমিক ৮ শতাংশ।

বিএনপির সাবেক সংসদ সদস্য এবং যুগ্ম মহাসচিব হারুন অর রশিদ বিবিসিকে বলেন, "বিএনপির আহবানে মানুষ যে সাড়া দিয়েছে তা সারা বিশ্বের মানুষ দেখেছে। জনগণ এই সরকারের অধীনে প্রহসনের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে নাই। এটাই বিএনপির সবচেয়ে বড় অর্জন।" বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব নির্বাচনে না গিয়ে দল রাজনৈতিকভাবে লাভবান হয়েছে বলে দাবি করলেও রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করেন, একটি নির্বাচন হয়ে যাওয়ার পরে বাংলাদেশে আন্দোলনের মাধ্যমে সরকার পতনের তেমন সুযোগ থাকে না। ফলে বিএনপিকে অপেক্ষা করতে হবে আরও পাঁচ থেকে দশ বছর।

রাজনৈতিক বিশ্লেষক মহিউদ্দিন আহমদ বিবিসি বাংলাকে বলেছেন, কম ভোটার উপস্থিতি ছাড়া বিএনপির এই আন্দোলনে প্রাপ্তি তেমন কিছু নাই।

মি. আহমদ বলেছেন, "আওয়ামী লীগ শুরু থেকেই চায়নি বিএনপি এ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করুক। এজন্য তারা বিএনপির কাউকে কাউকে হয়তো উৎকোচ দিয়ে ভোটে আসতে বাধা দিয়েছে।" তিনি বলছেন, আন্তর্জাতিক তৎপরতা ও দেশের এত মানুষের সমর্থন নিয়ে বিএনপি যে জনপ্রিয় দল তা প্রমাণে নির্বাচন ছাড়া অন্য তো কোনো পথ খোলা নেই। তিনি প্রশ্ন তোলেন, "তাহলে বর্জন করে আন্দোলন করলে লাভ কী?"

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিলের পর ২০১৪ সালের দশম সংসদ নির্বাচন বিএনপি বর্জন করে প্রতিহত করার ঘোষণা দিলেও শেষ পর্যন্ত নির্বাচনে জিতে ক্ষমতায় টিকে যায় আওয়ামী লীগ নির্বাচনের পর টানা কয়েক মাস বিএনপি অবরোধের কর্মসূচি পালন করার পর এক পর্যায়ে সেটি ব্যর্থ হয়ে যায়।

এরপর ২০১৮ সালের নির্বাচনে বিএনপি অংশ নেয় এবং বিতর্কিত সে নির্বাচনে দলটির সাতজন এমপি সংসদেও ছিলেন অনেক দিন। কয়েক বছরের বিরতির পর ২০২২ সালের অক্টোবরে দেশের সব কয়টি বিভাগে টানা বিভাগীয় সমাবেশের কর্মসূচি দিয়ে বিএনপি সারাদেশের নেতাকর্মীদের মধ্যে এক ধরনের উদ্দীপনা তৈরি করে। প্রায় প্রতিটি সমাবেশে বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মীর উপস্থিতি দলের কর্মীদের মনোবল অনেকটাই বাড়িয়ে দিয়েছিল।

এছাড়া ২০১৪ সাল এবং ২০১৮ সালের নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নের মুখে পড়েছিল দেশে-বিদেশে। এবার বেশ আগে থেকেই আমেরিকা, ব্রিটেন এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন বিভিন্ন সময় অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের তাগিদ দিয়ে আসছিল। সেই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিমা দেশগুলো ভিসা নিষেধাজ্ঞাসহ নানা ইস্যুতে এক ধরনের চাপ সৃষ্টি করে সরকারের ওপর, যা বিএনপির নেতাকর্মীদের মনে আশা সঞ্চার করে। কিন্তু ২০২৩ সালের ২৮শে অক্টোবরের পর সে পরিস্থিতি বদলে যায়। ওইদিন বিএনপির হাজার হাজার নেতা-কর্মী দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসে ঢাকায় জড়ো হয়েছিল। কিন্তু সংঘাত শুরুর পর পুলিশ এক পর্যায়ে তাদের রাস্তা থেকে হটিয়ে দেয়। এরপর দলটির মহাসচিবসহ কেন্দ্রীয় নেতাদের অনেকেই একে একে গ্রেফতার হন, কেউ কেউ আত্মগোপনে চলে যান।

বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব হারুন অর রশিদ দাবি করেছেন, সারাদেশে ২০ থেকে ২৫ হাজার বিএনপি নেতাকর্মী এখন জেলে রয়েছেন, এবং হাজারো নেতাকর্মী গ্রেফতার আতংকে বাড়ি ছাড়া রয়েছেন।

"মিথ্যা মামলা দিয়ে বিএনপিকে মাঠ থেকে সরিয়ে দেয়ার নানা চেষ্টা করা হয়েছে।" তবে গত দুই সপ্তাহে বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতাদের অনেককে মামলা থেকে জামিন পেতে দেখা গেছে। নির্বাচনের আগে ও পরে মোট ৭৪ দিন বন্ধ থাকার পর গত ১১ই জানুয়ারি বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের তালা খুলে প্রবেশ করেন দলটির নেতাকর্মীরা। এমন পরিস্থিতিতে দলটির নির্বাচন বর্জন থেকে ঠিক কী অর্জন হয়েছে, তা নিয়ে দলটির ভেতরে এবং বাইরে নানা প্রশ্ন আছে।

মহিউদ্দিন আহমদ বলেন, "এদেশের মানুষ 'ফ্রি এন্ড ফেয়ার ইলেকশন' চায় সে আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে বিদেশিদের কথায়। কিন্তু তারা কোনো দলকে এনে ক্ষমতায় বসিয়ে দেবে না।"

নির্বাচন ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক ড. তোফায়েল আহমেদও বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আশাবাদী নন।

তিনি বলেন, "একটা সময় কূটনীতিতে কাউকে কাউকে জোর করে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেয়ার বিষয় ছিলও। এখন তো আর সেই যুগ নাই। যেখানে আন্দোলন করে নির্বাচন বন্ধ করা যায়নি, সেখানে আন্দোলনের মাধ্যমে সরকারের পতন কীভাবে সম্ভব?"

নির্বাচনের পর শরিক ও সমমনা রাজনৈতিক জোটের সদস্যদের সাথে বৈঠক করেছে বিএনপি। আন্দোলনের ব্যর্থতা ও নির্বাচনের পর সরকার গঠন হওয়া নিয়ে নানা ধরনের মূল্যায়নও করেছেন বিএনপি ও সমমনা দলের নেতারা। গণমাধ্যমের খবরে এসব বৈঠকে আন্দোলনের ব্যর্থতার পেছনে ভুল পরিকল্পনা এবং কূটনৈতিক তৎপরতাকে দায়ী করা হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। তবে এখন আবার নতুন করে কর্মসূচি দেয়ার কথা বলছেন নেতাকর্মীরা। নির্বাচনে পর ২৭শে জানুয়ারি প্রথম বড় কর্মসূচি ঘোষণা করে বিএনপি, তবে তাতে দলের নেতাকর্মীদের উপস্থিতি কম ছিল। দলটির তৃণমূল এবং মধ্যম সারির নেতাকর্মীদের সাথে নিয়ে সামনে জোরালো কর্মসূচির মধ্য দিয়ে বিএনপি নতুন করে সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে যেতে চায়।

তবে দলের ভবিষ্যত পরিকল্পনার ব্যাপারে বিস্তারিত জানাতে রাজি হননি বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান নিতাই রায় চৌধুরী। তিনি বলেছেন, "সামনে কী ধরনের পরিকল্পনা নেবো, দলের কৌশল হবে, সেটি আমরা দলীয় ফোরামে সিদ্ধান্ত নিয়ে জানাবো"।

তবে এবার মাঠের আন্দোলনের পাশাপাশি নতুন করে কূটনীতিক তৎপরতা চালানোর কথাও জানিয়েছেন দলটির যুগ্ম মহাসচিব মি. রশিদ।

তিনি বলেন, "নির্বাচন নিয়ে আমেরিকা, ইউরোপীয় ইউনিয়ন কিংবা পশ্চিমা দেশগুলোর অবস্থান ঠিক আগের মতোই আছে। তবে প্রতিবেশী ভারতসহ কোনো কোনো দেশ বাংলাদেশের মানুষের মতামতের বাইরে গিয়ে সরকারের পক্ষ নিয়েছে নিজেদের স্বার্থে।"

আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞরা আসতে চান

প্রথম পৃষ্ঠার পর

করা হয়েছে কি না বা অধ্যাপক ইউনূসের প্রতি কোনও অবিচার হয়েছে কি না, তা দেখার জন্য বিশেষজ্ঞ বা আইনজীবী পাঠাতে তাদের 'আমন্ত্রণ' জানান। আমন্ত্রণের আকারে পেশ করা হলেও সেটি ছিল কার্যত সরকারের ছুড়ে দেওয়া একটি চ্যালেঞ্জ।

এরপর ২৮ জানুয়ারীর ওই চিঠিতে সেই 'আমন্ত্রণ' গ্রহণ করার কথা বলা হয় এবং পরদিন protectyunus.wordpress.com নামে একটি ওয়েবসাইটে সেই চিঠিটি প্রকাশ করা হয়।

চিঠিতে আরো বলা হয়েছে, "এই পর্যবেক্ষণ শুধুমাত্র গত পহেলা জানুয়ারি শ্রম আইন লঙ্ঘনের মামলায় দেওয়া রায়েই নয় বরং দুর্নীতি দমন কমিশন পরিচালিত চলমান তদন্তেও করা হবে।" এই খোলা চিঠির বক্তব্য অনুযায়ী, "পর্যবেক্ষণ পরিচালনার জন্য আমরা একজন সিনিয়র আন্তর্জাতিক আইনজীবীর পরিচালনায় স্বাধীন আইনজীবী বিশেষজ্ঞদের একটা ছোট্ট দলের প্রস্তাব করছি।"

অধ্যাপক ড. ইউনূসের আইনজীবী ড. আব্দুল্লাহ আল মামুন বিবিসি বাংলাকে বলেন, "আন্তর্জাতিক আইনজীবীদের এই রিভিউয়ের সিদ্ধান্ত সরকার আমন্ত্রণ জানানোর পরই এসেছে। এখন সরকারের অনুমতির উপর এটা নির্ভর করছে।" মি. আল মামুন বলেন, "কোনও বিদেশি আইনজীবী আদালতে মুভ করতে পারবেন কি না এটা বার কাউন্সিলের এখতিয়ার। পারমিশন দেবে তারা, কোর্ট না।" "সরকারের সর্বময় ক্ষমতা রয়েছে, তারা যদি সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে বিদেশি আইনজীবীরা আদালতেও শুনানি করতে পারবে। সরকার এলাউ না করলে হবে না", জানান তিনি।

তবে এ বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করেছেন বাংলাদেশের প্রধান আইন কর্মকর্তা এ এম আমিন উদ্দিন। তিনি বিবিসি বাংলাকে বলেন, "আদালতের যে কোনও নথি বা রায় পাবলিক ডকুমেন্ট। মামলায় কেউ পক্ষ থাকলে নিয়মানুযায়ী সে রায়ের সার্টিফায়েড কপি পায়। এছাড়া অন্য যে কেউ পক্ষ না থাকলে আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে সার্টিফায়েড কপি তুলতে পারবে।"

"এছাড়া যে কোনও আইনজীবী বা এক্সপার্টের সাথে সে মামলার বিভিন্ন বিষয় বা পরিচালনা নিয়ে কথা বলতে পারবেন সেই অধিকার তাদের আছে।"

তবে বাংলাদেশের বার কাউন্সিলের নিয়ম অনুযায়ী, যারা সংগঠনটির সদস্য তারাই শুধু আদালতে মামলার শুনানি করতে পারে। এই বিষয়টি উল্লেখ করলে অ্যাটর্নি জেনারেলও বলেন, "বার কাউন্সিলের সদস্যরাই শুধু কোর্টে শুনানি করতে পারবেন"। তবে, পর্যালোচনা বা আলোচনার জন্য মামলা স্থগিত করা যাবে না বলে মন্তব্য করেছেন মি. উদ্দিন। তিনি জানান, "বাংলাদেশের ফৌজদারি কার্যবিধিতে মামলা স্থগিতের এ ধরনের কোনও বিধান নেই"।

বাংলাদেশের ফৌজদারি আইন বিশেষজ্ঞ শাহদীন মালিকও 'কোনও বিদেশি লইয়ার বাংলাদেশের আদালতে শুনানি করতে পারবেন না' - এই বক্তব্যটুকুর সাথে একমত। তিনি বিবিসি বাংলাকে বলেন, "প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং তাদের মামলা দেখার আহবান জানিয়েছেন। তাই আমি আশা করবো তারা যেহেতু আহবানে সাড়া দিয়েছে, তাদের যেন দেশে আসার সুযোগ দেওয়া হয়।"

"তাদের যেন ভিসা দেওয়া হয় ও তারা যেন নথিপত্র দেখতে পারেন সেই সুযোগ করে দেওয়া হয়, এটাই এখন স্বাভাবিক প্রত্যাশা", বলেন মি. মালিক। একই সাথে পাবলিক ডকুমেন্ট হিসেবে আদালতের নথিপত্র পর্যালোচনা বা ড. ইউনূসের আইনজীবী প্যানেলকে সহায়তার অধিকার তাদের রয়েছে বলে জানান এই আইনজীবী।

বিশ্বের ১২৫ জন নোবেল বিজয়ীসহ ২৪২ জন বিশ্বনেতা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে এই খোলা চিঠি লিখেছেন।

এতে নোবেলজয়ীদের মধ্যে রয়েছেন বারাক ওবামা, জোসে রামোস হোর্তে, ম্যারিড করিগান মেগুয়ার, অস্কার অ্যারিয়াস স্যাঞ্চেজ, কার্লোস ফিলিপ জিমেনিস বিলো, জোডি উইলিয়ামস, শিরিন এবাদী, মোহাম্মদ আল বারাদী, ওয়াল্টার গিলবার্ট-সহ আরও অনেকেই।

চিঠিটিতে বলা হয়েছে, "নোবেল বিজয়ী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে করা মামলায় ধারাবাহিক হয়রানি এবং সম্ভাব্য জেলে যাওয়ার বিষয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে (আমরা) লিখছি।"

"জাতিসংঘের স্পেশাল র‍্যাপোর্টিয়ার আইরিন খানের সাথে আমরা একমত। যিনি এ বছরের পহেলা জানুয়ারি রায়ের দিন আদালত থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় ড. ইউনূসের বিরুদ্ধে এই রায়কে 'বিচারের নামে প্রহসন' বলে মন্তব্য করেছিলেন।"

চিঠিতে আরও বলা হয়েছে, "আমরা এই দ্রুত আইনি প্রক্রিয়া এবং বাংলাদেশে আইন কীভাবে প্রয়োগ করা হয় সে বিষয়ে ধারাবাহিকতার অভাবের বিষয়টিকে ঘিরে উদ্বিগ্ন।"

"ফৌজদারি মামলার রায়ে অলাভজনক সংস্থা গ্রামীণ টেলিকমের ৮৩ বছর বয়সী অবৈতনিক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ইউনূস-সহ প্রতিষ্ঠানটির বোর্ডের চারজন সদস্যের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। এটা স্পষ্ট যে প্রাসঙ্গিক আইনে গ্রামীণ টেলিকমকে কেবল অল্প দেওয়ানি বা প্রশাসনিক জরিমানা করা যেত।"

চিঠিতে এ বছর ৭ই জানুয়ারি অনুষ্ঠিত নির্বাচনের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।

এতে বলা হয়েছে, "বিরোধী দলীয় নেতাদের দমন ও কারাগারে প্রেরণ এবং মিডিয়া ও স্বাধীন কণ্ঠস্বরকে দমন করা হয়েছে। বাংলাদেশ এবং দেশের বাইরে অনেক মানবাধিকার কর্মী এবং গনতন্ত্রপন্থী গ্রুপ এই বিষয়গুলো নথিবদ্ধ করেছে।"

বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে, "এর আগে ড. ইউনূসের প্রতি চলমান হয়রানি বন্ধে ১৯০ জন বিশ্বনেতার আরেকটি চিঠির প্রত্যুত্তরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত বছরের আগস্ট মাসের শেষের দিকে এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, "বিশেষজ্ঞ পাঠান, আইনজীবীরা এসে দেখে যাক এখানে কোনও অবিচার হয়েছে কি না অথবা মামলাটি অন্যায়ভাবে করা হয়েছিলো কি না।"

প্রধানমন্ত্রীর সেই 'আমন্ত্রণ'ই গ্রহণ করা হল বলে ওই খোলা চিঠিতে জানানো হয়েছে।

এতে আরো বলা হয়েছে, "এই পর্যবেক্ষণ শুধুমাত্র গত পহেলা জানুয়ারি শ্রম আইন লঙ্ঘনের মামলায় দেওয়া রায়েই নয়, বরং দুর্নীতি দমন কমিশন পরিচালিত চলমান তদন্তেও করা হবে।"

"পর্যবেক্ষণ পরিচালনার জন্য আমরা একজন সিনিয়র আন্তর্জাতিক আইনজীবীর পরিচালনায় স্বাধীন আইনজীবী বিশেষজ্ঞদের একটা ছোট্ট দলের প্রস্তাব করছি।"

"আমরা খুব শিগগিরই (এই প্রক্রিয়া) শুরু করব" বলে জানিয়ে ড. ইউনূস ও তার সহকর্মীদের বিরুদ্ধে দেওয়া যে কোনও কারাদণ্ড এই পর্যবেক্ষণ পর্যন্ত স্থগিত রাখারও অনুরোধ করেছেন বিশ্বনেতারা। তবে, এরই মধ্যে ড. ইউনূসের কারাদণ্ড স্থগিত করে তাকে স্থায়ী জামিন দিয়েছে বাংলাদেশের ঢাকার শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনাল।

অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বিভিন্ন অর্জনের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে ওই চিঠিটিতে। বলা হয়েছে, "এ সমস্ত কারণে তার নিজের সরকার তার সাথে কীভাবে আচরণ করছে তার ওপর সব জায়গার নেতা ও নাগরিকরা গভীরভাবে নজর রাখছেন। অধ্যাপক ইউনূস ও তার সহকর্মীদের কারাদণ্ডের মুখোমুখি হওয়া উচিত নয়।"

চিঠিতে বাংলাদেশকে অবিলম্বে 'ন্যায় বিচারের নামে এই প্রহসনে'র অবসান ঘটিয়ে নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের আন্তর্জাতিক চুক্তিসহ মানবাধিকারের বাধ্যবাধকতা সমুন্নত রাখারও আহবান জানানো হয়।

এর আগে গত ২২শে জানুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের বারোজন সেনেটর অধ্যাপক ইউনূসের হয়রানি বন্ধে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বরাবর খোলা চিঠি লেখেন।

গত বছরের মার্চে ও অগাস্টেও অধ্যাপক ড. ইউনূসের 'হয়রানি' বন্ধ করতে প্রধানমন্ত্রী হাসিনাকে উদ্দেশ্য করে চিঠি লেখা হয়েছিলো।

মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপনের প্রস্তুতি বাংলাদেশ সোসাইটির

উত্তর আমেরিকা অফিস

প্রতিবছরের ন্যায় এবারও সম্মিলিত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও মহান শহীদ দিবস পালন উপলক্ষে ব্যাপক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে প্রবাসী বাংলাদেশীদের আমব্রেলা সংগঠন বাংলাদেশ সোসাইটি। প্রতি বছরের মত এবারও প্রবাসের বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক, ক্রিড়া, পেশাজীবী ও রাজনৈতিক সংগঠন অংশ নেবে সোসাইটির এই আয়োজনে। থাকবে প্রবাসে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের শিশু কিশোরদের বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতা।

আয়োজনটি সফল করতে ইতিমধ্যে বাংলাদেশ সোসাইটির সহ-সভাপতি ফারুক চৌধুরীকে আহবায়ক এবং ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক মাইনুল উদ্দিন মাহবুবকে সদস্য সচিব করে আহবায়ক কমিটির গঠন করা হয়েছে। সার্বিক সহযোগিতায় রয়েছেন সিনিয়র সহ-সভাপতি মোঃ মহিউদ্দিন দেওয়ান, আহবায়ক কমিটিতে যুগ্ম আহবায়ক হিসেবে রয়েছেন সংগঠনের সহ-সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম চৌধুরী ও যুগ্ম সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন কার্যকরী সদস্য সুশান্ত দত্ত। কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ নওশেদ হোসেনকে প্রধান সমন্বয়কারী ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক টিপু খানকে সমন্বয়কারীর দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। নিবন্ধন উপকমিটিতে রয়েছেন সোসাইটির সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল কালাম ভূইয়া, স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক প্রদীপ ভট্টাচার্য এবং কার্যকরী সদস্য মোহাম্মদ আখতার বাবুল ও শাহ মিজানুর রহমান।

স্মরণিকা উপকমিটিতে থাকছেন সংগঠনের সাহিত্য সম্পাদক ফয়সল আহমদ, প্রচার সম্পাদক রিজু মোহাম্মদ ও কার্যকর সদস্য ফারহানা চৌধুরী। সাংস্কৃতিক উপকমিটি রয়েছেন সংগঠনের সাংস্কৃতিক সম্পাদক ডা. শাহনাজ লিপি, সদস্য আবুল বাশার ভূঁইয়া ও মোহাম্মদ সাদি মিন্টু।

জর্ডানে নিহত তিন সেনার নাম প্রকাশ করল আমেরিকা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

জর্ডানে মার্কিন সেনাঘাঁটিতে ড্রোন হামলায় নিহত তিন সেনার নাম প্রকাশ করেছে আমেরিকা। তাঁরা হলেন—সার্জেন্ট উইলিয়াম জেরোমে রিভার্স (৪৬), ক্যাররোলটন, জর্জিয়া; স্পেশালিস্ট কেনেডি ল্যাডন স্যান্ডার্স (২৪), ওয়েক্রস, জর্জিয়া ও স্পেশালিস্ট ব্রেওনা অ্যালেক্সসনড্রিয়া মফেট (২৩), সাভাননাহ, জর্জিয়া। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে।

গত রোববার জর্ডানে মার্কিন সেনাঘাঁটিতে এ নিহতের ঘটনা ঘটেছে। এ সময় আহত হয়েছেন আরও অন্তত ৩৪ জন। এক দিন পর নিহত তিন মার্কিন সেনার নাম প্রকাশ করল আমেরিকা। এ ঘটনায় নিহতদের পরিবারের প্রতি গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করেছেন মার্কিন আর্মি রিজার্ভের প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল জডি ড্যানিয়েলস। তিনি বলেন, যাঁরা নিহত হয়েছেন, তাঁদের আত্মত্যাগ ভোলার নয়। আমরা নিহতদের পরিবারের পাশে থাকার প্রত্যয় ব্যক্ত করছি।

গত বছরের ৭ অক্টোবর ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর মধ্যপ্রাচ্যে প্রথবারের মতো শত্রুপক্ষের হামলায় মার্কিন সেনা নিহতের ঘটনা ঘটল। ইরান–সমর্থিত সশস্ত্র গোষ্ঠী এ হামলা চালিয়েছে বলে দাবি করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। এদিকে বাইডেন প্রশাসন জানিয়েছে, ওই সেনাঘাঁটিতে ৩৫০জন সেনা থাকলেও তাঁরা কেন এ হামলা প্রতিহত করতে পারলেন না, সে বিষয়ে তদন্ত চলছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে দুজন মার্কিন সেনা বিবিসিকে বলেন, 'হামলাকারী ড্রোনটি যখন সেনাঘাঁটির দিকে আসছিল, তখন একই সময়ে আরেকটি মার্কিন ড্রোনও আসছিল। কিন্তু কোন ড্রোন থেকে হামলা হবে তা বুঝতে পারেননি তাঁরা।'

বেইজমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকার ১৮৭ স্ট্রীট এবং ১০৪ এভিনিউতে এক বেডরুমের একটি বাসা ভাড়া হবে। বাস, মসজিদ, গ্রোসারি নিকটে। যোগাযোগ 917-651-7188, 917-651-9528

ঢাকায় ফ্লাট বিক্রি

ঢাকায় ফ্লাট বিক্রি মোহাম্মদপুর চাঁন মিয়া হাউজিং এ ১২১৫ স্কয়ার ফিটের ফ্লাট ৩ বেড ৩ বাথ ২ বারন্দা আলাদা ড্রয়িং ডাইনিং লিভিং রুম ও পার্কিং সহ ৭ তলা বাড়ির ৬ তলায় লিফ্‌ট জেনারেটর সিসি ক্যামেরা, গ্যাস সংযোগ সহ যোগাযোগ What's App no +19174979508

লোক আবশ্যক

সারাহ হোমকেয়ারে কাজ করার জন্য কিছু লোক আবশ্যক। আগ্রহীরা কল করুন ফোন: 917-745-0949

পাত্র চাই

পাত্র চাই উচ্চ শিক্ষিত পরিবারের US সিটিজেন পাত্রী কুইন্স কলেজ থেকে একাউন্টিং এ ব্যাচেলর সিটি জব রত (২৮) শিক্ষিত ও উপযুক্ত পাত্র চাই md_kayum@yahoo.com Cell: 917-497-9508

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত ৩২ বছর (৫-৬) (অনার্স) সুশিক্ষিত পাত্রের জন্য আমেরিকান সিটিজেন পাত্রী আবশ্যক। ডিভোর্সী হলেও সমস্যা নেই। যোগাযোগ: 516-247-8260 Email: jj1831847@gmail.com

হিন্দু পাত্র আবশ্যক

শিলিগুড়ি বসবাসরত এবং ব্যাঙ্গালোরে নার্সিং (৩য় বর্ষ)অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ: 347-235-7322 পাত্রীর মামা New York

পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের পি.এইচ.ডি চাকরিজীবী (৩৪ + 5-6) সিটিজেন পাত্রীর জন্য, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পি.এইচ.ডি বা উপযুক্ত পাত্র চাই । যোগাযোগ: অভিভাবক 929-247-9441

পাত্র চাই

একজন ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরী হিন্দু পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। উচ্চতা ৫ ফুট ৫"। বয়স ২৭। যোগাযোগ: 347-641-8353, 718-200-6396

পাত্রপাত্রীর খোঁজে

অভিভাবক বা পাত্রপাএী নিজে যোগাযোগ করুন। কোন ফি নাই। সম্পূর্ণ অলাভজনক সেবামূলক উদ্যোগ। যোগাযোগ email: drmah007@gmail.com, **ফোন: ৫৭১–৪৮৯–৯০১৩**

পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষীতা Sociology (ঢা.বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি:সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

মেচম্যাকিং

দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের আছে অনলাইন ও অফলাইন সিস্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ: desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।) যোগাযোগ: (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

বাসা ভাড়া

বেইজমেন্টে দুটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে।সার্টফিন ব্লোবার্ড এবং হিলসাইড এবিনিউতে।F,E,air train ,bus station ,মসজিদ,মাদ্রাসা,বাঙ্গালী গ্রোসারী সব কিছু অতি নিকটে।বাসা এখন খালি আছে।৯২৯৩২৮৫০৪২

বাসা ভাড়া

সানিসাইডে ৪৬ ষ্ট্রিট ও ৫০ এভিনিউর ওয়াকিং বেইসমেন্টের ৩ বেডরুম বাসা অধুমপায়ি মুসলিম পরিবারের কাছে ভাড়া হবে। যোগাযোগ ৯১৭-৫৬২-১৩৬৮

বাসা ভাড়া

উডহ্যাভেন বুলেভার্ড আট-লান্টিক এভিনিউ এর সাথে (৭৯৩০৮) এ এবং জে ট্রেন ৫ ব্লক এর দূরত্ব। ঘরের সামনে কিউ-১১, কিউ-২১,কিউ-৫৩ এবং কিউ-৫২ বাস আছে। ২ বেডরুম, লিভিং রুম, কিচেন বাথরুম। যোগাযোগ: 347-248-0925

লাইভ ইন বেবিসিটার আবশ্যক

লং আইল্যান্ডে সোমবার-শুক্রবার নবজাতক শিশুর যত্ন নেওয়ার জন্য লাইভ ইন বেবিসিটার খুঁজছেন। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে 917-280-7656 নম্বরে কল করুন।

আবশ্যক

কুইনসের একটি ইমিগ্রেশন ল' ফার্মে রিসিপসনিস্ট আবশ্যক। প্রার্থীকে উঁচু মাত্রার অরগেনাইজড এবং জনসংযোগে দক্ষ হতে হবে। পাশাপাশি প্রার্থীকে হিন্দি, ইংরেজি এবং বাংলা ভাষায় কথা বলায় দক্ষ হতে হবে। ল' ফার্মে কাজের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। ভালো বেতনের এ চাকুরীর জন্য আগ্রহীরা রিজুমি ইমেইল করুন: ravi@gehilaw.com

বাসা ভাড়া

জ্যাকসন হাইটসের আকর্ষনীয় এলাকায় এপার্টম্যান্ট বিক্রি হবে। নিউইয়র্কে বাংলাদেশি জনসমাজের কোলাহলের কেন্দ্রবিন্দু জ্যাকসন হাইটসে (35-35 75th St Unit 105, Jackson Heights, NY 11372) এপার্টম্যান্ট বিক্রি হবে। আগ্রহী ক্রেতা, মালিকের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন। ফোনঃ 917-257-3580

ড্রাইভিং ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস্-এ এআর ড্রাইভিং স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন।
যোগাযোগঃ ৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২

World Travel and Vacation
TRAVEL THE WORLD
Mohammad Hossain
President
214.714.3110 (24/7)
1901 Knightsbridge Rd, Farmers Branch, TX-75234
Mohammad.benu@gmail.com

ওমরা ভিসা, হজ্বের জন্য প্যাকেজসহ যেকোনো বিমানযাত্রার সব ব্যবস্থার জন্য আমাদের পেশাদারিত্ব আর বিশ্বস্থতার প্রতিষ্ঠান। দয়া করে ফোনে বা ইমেইলে যোগাযোগ করুন।

পার্টনার আবশ্যক

পেনসিলভিনিয়া York এ অবস্থিত Solar Panel ও Garment Factory এর জন্য পাটনার এবং বিনিয়োগকারী আবশ্যক। EB5 বিনিয়োগ ভিসার আওতায় পরিবার শুদ্ধ গ্রিনকার্ডের সুযোগ আছে। যোগাযোগের ঠিকানা: 202-683-5854.
Email: amrsolarllc@yahoo.com

রুম ভাড়া

জ্যামাইকা হিলসাইজে ১৬৯ সাবওয়ের খুব কাছে(মাঝারী)একরুম একজনকে সাবলেট দেয়া হবে। $৯০০ (মহিলা অগ্রাধিকার) টয়লেট,কিচেন শেয়ার।মোবাইল :৯৭০৮১৭৭৬৫৭

রুম ভাড়া

জ্যাকসন হাইটস ৭ ট্রেনের সাবওয়ের নিকটে এপার্টমেন্ট বিল্ডিং-এ দুইজন নামাজী, কর্মজীবি এবং অধুমপায়ী রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগ: ৯১৭-৪৯৭-২৭৯০।

পাত্র চাই

কাপ্তাই কর্ণফুলী পেপার মিলস এলাকায় Born & Raise ১৯ দিনের শর্ট ডিভোর্সী পাত্রীর জন্য American Citizen & Green Card Holder পাত্র আবশ্যক। পাত্রীর বয়স ২৬ বছর। বড় ভাই 347-612-9207, বাবা 01912340475. (কল করুন দুপুর ২টা থেকে রাত ২টা পর্যন্ত)।

আবশ্যক

"Immigration law firm in Queens is looking for a Receptionist. Candidates should be extremely organised and should have excellent communication and public relation skills.Candidate should speak Hindi, English and Bengali. Training will be provided by a law firm. Handsome salary will be offered. Please email your resume at "ravi@gehilaw.com

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন **(৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২**

সুখবর! সুখবর!!

আমেরিকান সিটিজেনদের জন্য সৌদি আরবের ১০/৫ বছরের মাল্টিপল ভিসা স্বল্পমূল্যে পেতে এবং গ্রীনকার্ড দারীদের জন্য উমরাহ ভিসা পেতে আজই যোগাযোগ করুন।

571-830-9213
Email: rashid.ozonepark@gmail.com

৩ সেনা নিহতের ঘটনায় বাইডেনের তীব্র সমালোচনা ট্রাম্পের

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ডোনাল্ড ট্রাম্প

সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জর্ডানে ড্রোন হামলায় নিজেদের তিন সেনাসদস্য নিহতের ঘটনাকে 'যুক্তরাষ্ট্রের জন্য একটি ভয়ংকর দিন' বলে উল্লেখ করেছেন। এই ঘটনায় প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের তীব্র সমালোচনা করেছেন তিনি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া পোস্টে ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, এ ঘটনা জো বাইডেনের দুর্বলতা ও আত্মসমর্পণের আরও একটি ভয়ংকর ও দুঃখজনক পরিণতি।

সিরিয়ার সীমান্তবর্তী জর্ডানের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে একটি মার্কিন ঘাঁটিতে ড্রোন হামলা চালানো হয়েছে বলে ২৮ জানুয়ারী রোববার এক বিবৃতিতে জানিয়েছে মার্কিন সেনাবাহিনীর সেন্ট্রাল কমান্ড। এ হামলায় ৩ জন নিহত ও আরও ২৫ জন আহত হয়েছেন।

হামলার পেছনে ইরান-সমর্থিত সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর হাত রয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন জো বাইডেন। হামলায় নিহত তিন সেনাকে 'দেশপ্রেমিক' বলে অভিহিত করে বাইডেন বলেন, 'আমরা তাঁদের পরিবারের প্রতি আমাদের পবিত্র দায়িত্ব পালন করে যাব। আমরা তাঁদের বীরত্ব ও সম্মানের মূল্য দেওয়ার চেষ্টা করব। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তাঁদের যে প্রতিশ্রুতি ছিল, তা আমরা ধরে রাখব।'

যুক্তরাষ্ট্রের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান দলের প্রার্থী হওয়ার দৌড়ে ট্রাম্পের বিপরীতে লড়ছেন নিক্কি হ্যালি। তাঁর স্বামী একজন সামরিক কর্মকর্তা। সেই অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে নিক্কি হ্যালি বলেন, প্রিয়জন হারানো পরিবারের সদস্যদের হৃদয় ভেঙে যায়। বাইডেনের উদ্দেশে রাজনৈতিক আক্রমণ চালিয়ে নিক্কি হ্যালি আরও বলেন, জো বাইডেন যদি ইরানের বিরুদ্ধে এত দুর্বল পদক্ষেপ না নিতেন, তাহলে ইরান কখনোই মার্কিন বাহিনীকে লক্ষ্যবস্তু বানাতে পারত না। পরে সাউথ ক্যারোলাইনা অঙ্গরাজ্যে নিজের নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নিয়ে নিক্কি হ্যালি জর্ডানে ড্রোন হামলায় নিহত সেনাদের স্মরণে কিছুক্ষণ নীরবতা পালন করেন।

লেফট্যানেন্ট আলী ও লেফট্যানেন্ট রাজু চৌধুরী

নিউইয়র্ক পুলিশের দুই বাংলাদেশি আমেরিকান কর্মকর্তার পদোন্নতি

ডেস্ক রিপোর্ট

নিউইয়র্ক পুলিশের দুই বাংলাদেশি অ্যামেরিকান কর্মকর্তা পদোন্নতি পেয়েছেন। অফিসারদের পদোন্নতি উপলক্ষ্যে সিটির পুলিশ প্লাজায় ২৬ জানুয়ারী শুক্রবার সকালে এক জমকালো অনুষ্ঠানে আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি পুলিশ কমিশনার এডওয়ার্ড এ ক্যাবানের কাছ থেকে সার্টিফিকেট গ্রহণ করেন সদ্য পদোন্নতিপ্রাপ্ত লেফট্যানেন্ট আলী ও লেফট্যানেন্ট রাজু চৌধুরী। পদোন্নতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তারা এই এই পদে পদায়ন পেয়েছেন ।

অনুষ্ঠানে কর্মকর্তাদের পরিবার, প্রিয়জন ও স্বজনরা উপস্থিত থেকে পদোন্নতিপ্রাপ্তদের অভিনন্দন জানিয়েছেন। প্রিয়জনদের উপস্থিতিতে পুরো হলজুড়ে উৎসবের আমেজ ছড়িয়ে পড়ে। তাদের পদোন্নতির সংবাদে নিউইয়র্কে বাংলাদেশি জনসমাজকেও উচ্ছ্বসিত হতে দেখা গেছে। বাংলাদেশি অ্যামেরিকান পুলিশ অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট সার্জেন্ট ডিটেকটিভ স্কোয়াড এরশাদুল সিদ্দিকী, ভাইস প্রেসিডেন্ট ক্যাপ্টেন একেএম আলম এবং সেক্রেটারি ডিটেকটিভ রাসিক মালিক পদোন্নতি প্রাপ্তদের অভিনন্দন জানিয়েছেন।

অভিনন্দন বার্তায় তারা বলেছেন, এই অর্জন বাংলাদেশি অ্যামেরিকান পুলিশ অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিটি সদস্য উচ্ছ্বসিত। তাদের সাফল্য পরবর্তী প্রজন্মের জন্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে বলে উল্লেখ করেছেন বাংলাদেশি আমেরিকান পুলিশ অ্যাসোসিয়েশনের (বাপা'র)মিডিয়া লিয়াজন ডিটেকটিভ জামিল সারোয়ার জনি তার অভিনন্দন বার্তায়। পদোন্নতি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাপা'র ইভেন্ট কো-অর্ডিনেটর সার্জেন্ট শেখ আহমেদ, বাপা'র নেতৃবৃন্দ, বাপা'র সদস্য সার্জেন্ট হাসান আলীসহ বাংলাদেশ কমিউনিটির গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ।

CUNY-শহরের আশ্রয়প্রার্থীদের সুবিধা-সাহায্যে দুর্দান্ত ভূমিকা রাখছে

এইচ বি রিতা

বিভিন্ন দেশ থেকে আগত অভিবাসীদের জীবন এবং পরবর্তী প্রজন্মের গতিপথ পরিবর্তন করতে CUNY (দ্য সিটি ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক) স্বাগত জানায়। অভিবাসীদের নতুন আমেরিকান হতে এবং অর্থনৈতিকভাবে তাদের সামনে যেতে CUNY-এর একটি দীর্ঘ এবং গর্বিত ঐতিহ্য রয়েছে। বিভিন্ন অভিজ্ঞতা ও দক্ষতায় জড়িত শিক্ষার্থীদের সংগঠিত করে CUNY অভিবাসীদের সামনে বাড়তে পথ দেখায়।

গত এক বছরে ১ লাখ ৭০ হাজের বেশি নতুন আগত অভিবাসী এসেছে শহরে। বেশিরভাগই মেক্সিকান সীমান্ত থেকে দেশে প্রবেশ করেছে এবং তারা আশ্রয় চায়, আইনত থাকার অনুমতি চায়। আশ্রয় আবেদনের প্রক্রিয়াটি দীর্ঘ এবং জটিল। অভিবাসীদেরকেও আইনিভাবে কাজ করার অনুমোদনের জন্য আবেদন করতে হচ্ছে। কিন্তু তাদের ভাষাগত সঙ্কট এই কাজগুলি করতে বাধা দেয়। CUNY নতুন আগত আশ্রয়-প্রার্থীদের কঠিন প্রক্রিয়া শুরু করতে সাহায্য করার জন্য তার

ক্যাম্পাসে নয়টির বেশি প্রোগ্রাম চালু করেছে। এই প্রোগ্রামগুলি ইমার্জিং নিডস্ ক্লিনিক সিরিজে অন্তর্ভুক্ত, যেখানে কিউনি স্কুল অফ ল, জন জে কলেজ অফ ক্রিমিনাল জাস্টিস এবং 'কিউনি সিটিজেনশিপ নাউ' স্বেচ্ছাসেবকরা ইভেন্টগুলোতে আশ্রয় এবং কাজের অনুমোদনের জন্য আবেদন করার ক্ষেত্রে নথিভুক্ত অভিবাসীদের নির্দেশিকা প্রদান করে। এই প্রোগ্রামগুলো সঙ্কটে জনস্বার্থ আইনি সহায়তা প্রদানের জন্য একটি রেপিড রেসপন্স ইনিশিয়েটিভ যা শহরের আশ্রয়প্রার্থী আইনি সহায়তা নেটওয়ার্ক (ASLAN) এবং মেয়রের অফিস অফ ইমিগ্র্যান্ট অ্যাফেয়ার্সের সাথে $১.৩-মিলিয়ন অংশীদারিত্বের অংশের সাথে সংযুক্ত।

CUNY-এর ছাত্র এবং স্বেচ্ছাসেবীরা সেপ্টেম্বর থেকে CUNY-এর স্পন্সর করা ছয়টি ক্লিনিকে শত শত আশ্রয়-প্রার্থীকে তাদের আবেদনে সহায়তা করেছে। আশ্রয়-প্রার্থীদের যে পরিস্থিতিতে পালাতে হয়েছিল সেগুলি চিহ্নিত করেছে এবং রেকর্ড করার ক্ষেত্রেও তারা গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা প্রদান করেছে। স্প্যানিশ আইনী ব্যাখ্যা এবং অনুবাদে জন জে'র সার্টিফিকেট প্রোগ্রামের ছাত্ররা তাদের সাহায্য করছে। সিটির অ্যাসাইলাম অ্যাপ্লিকেশান হেল্প সেন্টার, দেশের প্রথম কর্পোরেট, আইনি, সরকারী এবং একাডেমিক সংস্থানগুলিকে CUNY এক জায়গায় একত্রিত করে আবেদন সহায়তার জন্য

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এই সুবিধায় আশ্রয়প্রার্থীরা সিটি কলেজ, বারুক কলেজ এবং কুইন্স কলেজের কয়েক ডজন ছাত্র স্বেচ্ছাসেবকের কাছ থেকে সহায়তা পেয়েছে। ইতোমধ্যে, জন জে অস্থায়ী সুরক্ষিত স্থিতি (TPS) এর আবেদন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার জন্য একটি উপগ্রহ অবস্থান হিসাবে কাজ করছে, যা কিছু নির্দিষ্ট দেশের নাগরিকদের জন্য উপলব্ধ যেখানে নাগরিকরা বিশেষ বিপদের সম্মুখীন হয়।

বাংলাদেশ সোসাইটির পিঠা উৎসব

সেন্ট্রাল ফ্লোরিডা

জুয়েল সাদত

সেন্ট্রাল ফ্লোরিডায় বাংলাদেশ সোসাইটির আয়োজনে উৎসবমুখর পরিবেশে পিঠা উৎসব অনুষ্ঠিত ।

২৭ জানুয়ারী শনিবার সেন্ট্রাল ফ্লোরিডার আপনা ইভেন্ট সেন্টারে বাংলাদেশ সোসাইটির পিঠা উৎসবে রেকর্ড সংখ্যক প্রবাসীরা উপস্থিত ছিলেন। প্রায় ১২০ টি পিঠা প্রতিযোগীতায় স্থান পায়। এবারের বিচারকের দায়িত্বে ছিলেন মেয়েরা। কমবেশী ৭০০ নাগরিকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মত। আপনা ইভেন্ট সেন্টারের ভেতর ও বাহিরে ছিল অসংখ্য প্রবাসীদের উপস্থিতি। সুন্দর গোছানো পিঠা উৎসব চলে সন্ধ্যা ৬ টা থেকে রাত ১১ টা পর্যন্ত। পিঠা নিয়ে আসার সময় রাত ৮ টা থাকলেও রাত ৯ টা পর্যন্ত পিঠা নিয়ে অনেকেই আসেন। রাত ৯ টার পর বিচারকরা পিঠা উৎসবের বিজয়ীদের নির্বাচন করেন। পরবর্তীতে আগত সকলকে পিঠা বাক্সতে করে পরিবেশন করা হয়।

পিঠা উৎসবে সংগীত পরিবেশন করেন স্থানীয় শিল্পীদের পাশাপাশি জনপ্রিয় শিল্পী খছরু, লাবনী ও রাজিব। তারা একক, দ্বৈতগানে সবাইকে মাতিয়ে রাখেন পুরোটা সময়। লিপির পরিচালনায় একটি চম্যকার ফ্যাশন শোও ছিলো। অনুষ্ঠানস্থলে ছিলো একটি খাবারের দোকান, সেখান থেকে সবাই মুড়ি, মিষ্টি সহ পিঠা ও কিনে খান। জাঁকজমকপূর্ণ এতো বড় আয়োজনের এই

পিঠা উৎসবে পরিচিত জনদের খুঁজে পেয়ে আনন্দে মেতে উঠেন সকলে। এই পিঠা উৎসবে বাংলাদেশের নানা জেলার পিঠা ছিল। বিষয়, বৈচিত্র্য ও পরিবেশানায় ছিল পুরো বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও গ্রামীণ জনজীবন। শৈল্পিক সৌন্দর্যে পিঠা গুলো ব্যাপক প্রশংসা কুড়ায়।

ওরলান্ডোর সবচেয়ে পুরোনো রেসিডেন্ট ডেন্টিস্ট কাশেম ৪২ বছর থেকে সেন্ট্রাল ফ্লোরিডায় বাস করেন, তিনি পিঠা উৎসবে এসে খুব আনন্দ উপভোগ করেন। তিনি বলেন আমার আগে এই শহরে কেউ ছিল না, আজ এত প্রবাসী একসাথে দেখে ভাল লাগছে।

যারা এই অসাধারন আয়োজনে ছিলেন তারা হলেন রোমেল আহমদ , ইউনুস হোসেন, সামসুদ তোহা, জুয়েল সাদত, জনাব আলম, সহিদ ইসলাম সাহেদ, তোফায়েল আহমদ, রিফাত, মনির হোসেন, মইনুল হোসেন , মিলন আহমদ, মারুফ আহমদ, ছমির উদ্দিন, সহিদুল ইসলাম বাবু, জাহাঙ্গীর আলম প্রমুখ।

রাজনীতিকে বিসর্জন দিলেন যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী সাবেক সাংসদ শাহীন

ইমা এলিস

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন বর্জনের পর এবার রাজনীতি ছেড়ে দেবার ঘোষণা দিলেন নিউ ইয়র্ক থেকে প্রকাশিত ঠিকানার সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি ও প্রবাসী সাবেক সাংসদ এম এম শাহীন। ২৫ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার বিকালে কুলাউড়ায় নিজ বাসভবনে নির্বাচন পরবর্তী ধন্যবাদজ্ঞাপন অনুষ্ঠানে তিনি এ ঘোষণা দেন।

জানা যায়, মৌলভীবাজার-২ (কুলাউড়া) আসনে তৃণমূল বিএনপির প্রার্থী হয়ে এম এম শাহীন নির্বাচনে অংশ নিলেও ৭ জানুয়ারী ভোট শেষ হওয়ার কিছুক্ষণ আগে নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দেন। আওয়ামী লীগ প্রার্থী ও দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক শফিউল আলম চৌধুরী ওরফে নাদেল নৌকা প্রতীক নিয়ে বিজয়ী হন। দীর্ঘ ২৭ বছর পর মৌলভীবাজার-২ (কুলাউড়া) আসনে জয়ের মুখ দেখল আওয়ামী লীগ। তিনি এবারই প্রথম নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তাঁর বাড়ি কুলাউড়া উপজেলার রাউৎগাঁও ইউনিয়নের কৌলা গ্রামে।

মৌলভীবাজার-২ (কুলাউড়া) আসনে শফিউল আলম চৌধুরীসহ আট প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তবে ৭ জানুয়ারী ভোট শেষ হওয়ার কিছুক্ষণ আগে তৃণমূল বিএনপির প্রার্থী এম এম শাহীন ও স্বতন্ত্র প্রার্থী এ কে এম সফি আহমদ আওয়ামী লীগের প্রার্থীর কর্মী-সমর্থকদের বিরুদ্ধে কেন্দ্র দখল ও জাল ভোটের অভিযোগ তুলে নির্বাচন বর্জন করেন।

এসব কারণেই কিংবা কিছুটা নিজের সাথে অভিমান করে বাংলাদেশের নোংরা রাজনীতি, সন্ত্রাসী-লুটেরা রাজনীতিবিদ আর প্রিসাইডিং অফিসার নামধারী কিছু আদর্শচ্যুত শিক্ষকসমাজের প্রতি তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করে দলীয় রাজনীতি থেকে নিজেকে প্রত্যাহারের কথা জানান তিনি। তবে যেকোনো দুর্যোগ-দুর্বিপাকে সম্পূর্ণ দলনিরপেক্ষ অবস্থান থেকে দেশ ও মানুষের, বিশেষ করে কুলাউড়াবাসীর পাশে দাঁড়ানোর আশ্বাস দেন তিনি।

শাহীন বলেন, 'বাংলাদেশের রাজনীতি দিন দিন খুনি, সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ, লুটেরা আর দেশদ্রোহীদের আয়ত্তে চলে যাচ্ছে। বিস্ময়কর হলো, দেশের প্রায় অনেক দল ও গোষ্ঠী এই অপরাজনীতিবিদদের আশ্রয়-প্রশ্রয় ও পৃষ্ঠপোষকতা করছে। তাদের অর্থবিত্ত ও

এম এম শাহীন

অশুভ শক্তির দাপটে দেশপ্রেমিক ও সৎ রাজনীতিবিদেরা আজ অসহায়। নীরবে-নিভৃতে তারা রাজনীতির মাঠ ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। অদূর ভবিষ্যতে এটা দেশ ও শান্তিপ্রিয় মানুষের জন্য বিরাট ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে।'

পথভ্রষ্ট শিক্ষকদের কঠোর সমালোচনা করে সাবেক এমপি এম এম শাহীন বলেন, 'শিক্ষকেরা সমাজের দর্পণ, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের দিশারি। কিন্তু একশ্রেণির শিক্ষক তাদের আদর্শকে জলাঞ্জলি দিয়ে শিক্ষকতার মতো মহান পেশাকে কলুষিত করছেন।' তিনি বলেন, 'আমাদের সময়ে শিক্ষকেরা ছিলেন সর্বজনশ্রদ্ধেয়। এখনো সেই শিক্ষকদের কাউকে কাছে পেলে শ্রদ্ধায় আমরা মাথা নত করি। তাদের দোয়া/আশীর্বাদ নিই। কিন্তু বর্তমান সময়ের অনেক শিক্ষক টাকার কাছে বিক্রি হয়ে সেই শ্রদ্ধার জায়গাটুকু হারিয়ে ফেলেছেন। সদ্য সমাপ্ত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কুলাউড়ার বিভিন্ন ভোটকেন্দ্রে প্রিসাইডিং অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করা অনেক শিক্ষক যেভাবে নির্দিষ্ট কোনো প্রার্থীকে জয়ী করতে ভূমিকা রেখেছেন, সেটা অত্যন্ত ন্যক্কারজনক ও গর্হিত অপরাধ।' এই ন্যায়নীতিহীন ও আদর্শবিবর্জিত শিক্ষকদের কাছ থেকে দেশের কোমলমতি ছাত্রছাত্রীরা কী শিখবে, সেই প্রশ্নও তুলেছেন এম এম শাহীন।

সভায় আবেগাপ্লুত হয়ে ঠিকানার সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি এম এম শাহীন বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্রের বিলাসবহুল জীবন পরিত্যাগ করে দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে দেশের রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলাম। আমি যখন ঠিকানা পত্রিকার সম্পাদকের মতো

> এম এম শাহীন বলেন, এই বস্তাপচা রাজনীতির সঙ্গে আজ থেকে আমার আর কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই। ভবিষ্যতে ঠিকানার হাল ধরার পাশাপাশি স্বদেশ-প্রবাসের যেকোনো দুর্যোগময় মুহূর্তে সম্পূর্ণ দলনিরপেক্ষ একজন ব্যক্তি হিসেবে পাশে থাকার সর্বাত্মক চেষ্টা করব।

বিরাট সম্মানীয় পদ ছেড়ে দেশে রাজনীতি অভিমুখী হই, তখন অনেকে বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছিলেন, দেশের এমপি-মন্ত্রী হওয়ার চেয়ে ঠিকানার মতো বিশাল মিডিয়ার সম্পাদকের মর্যাদা অনেক বেশি। তাই আমার উচিত দেশের রাজনীতিতে পা না দেওয়া। কিন্তু আমি স্বদেশবাসী ও প্রবাসীদের বৃহৎ পরিসরে সেবা দেওয়ার মহান উদ্দেশ্য নিয়ে দেশের রাজনীতিতে নিজেকে সম্পৃক্ত করি। আর সেটা করতে গিয়ে দীর্ঘ ৩০টা বছর নিজেকে সম্পূর্ণ বিলিয়ে দেই।

ঠিকানার সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি শাহীন বলেন, এসব কারণে এই বস্তাপচা রাজনীতির সঙ্গে আজ থেকে আমার আর কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই। ভবিষ্যতে ঠিকানার হাল ধরার পাশাপাশি স্বদেশ-প্রবাসের যেকোনো দুর্যোগময় মুহূর্তে সম্পূর্ণ দলনিরপেক্ষ একজন ব্যক্তি হিসেবে পাশে থাকার সর্বাত্মক চেষ্টা করব।'

দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে যেসব নেতাকর্মীসহ নানা শ্রেণী-পেশার সমর্থক তার পাশে থেকে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, তাদের সবাইকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান সাবেক এই এমপি। পাশাপাশি তাদের পরিবার-পরিজনসহ কুলাউড়ার সর্বশ্রেণির মানুষকে ধন্যবাদ জানান তিনি।

দ্বাদশ নির্বাচনে মৌলভীবাজার-২ (কুলাউড়া) আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সময় কুলাউড়া পৌরসভা ও ১৩ ইউনিয়ন থেকে যেসব নেতাকর্মী-সমর্থক তাকে সর্বাত্মক সহযোগিতা ও নির্বাচনী প্রচার-প্রচারণায় অংশ নেন, তাদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানানোর জন্য উক্ত সভার আয়োজন করা হয়।

মিশিগানে পিঠা উৎসব ও মকর সংক্রান্তি উদযাপিত

পার্থ সারথী দেব

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান অঙ্গরাজ্যের বিভিন্নস্থানে পিঠা উৎসব ও মকর সংক্রান্তি উদযাপিত হয়েছে। এ উপলক্ষে বিভিন্ন সংগঠন, মন্দির ও প্রতিষ্ঠানে পূজা, কীর্তন, নগর পরিক্রমা, পিঠা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিপুল সংখ্যক মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

দুর্গা টেম্পল : ডেট্রয়েট সিটির দুর্গা মন্দিরে ২৮ জানুয়ারী রোববার পিঠা উৎসব ও মকর সংক্রান্তি উদযাপন করা হয়েছে। এ উপলক্ষে মন্দিরে সারাদিন ব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পরে পূজা, গীতাপাঠ, কীর্তন, নগর পরিক্রমা করা হয়। প্রচন্ড শীত উপেক্ষা করে বিপুল সংখ্যক ভক্তবৃন্দরা পিঠা নিয়ে মন্দিরে আসেন। বিশেষ করে নারীরা পিঠা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার জন্য মিশিগানের বিভিন্ন শহর ডেট্রয়েট, হ্যাট্রাম্যাক, ওয়ারেন, স্টার্লিং হাইটস, ট্রয়, মেডিসন হাইটস, শিলভী টাউনশিপ, রোচেস্টার হিলস, অ্যান আরবার থেকে মন্দিরে আসেন। মন্দিরের হলরুমে পিঠা প্রদর্শন ও প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ভক্তরা রকমারি স্বাদের, বিভিন্ন বর্ণের, বিভিন্ন ধরনের পিঠা নিয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। ৬০ এর অধিক প্রতিযোগিনী শতাধিক ট্রে নিয়ে বিভিন্ন রকমের পিঠা নিয়ে এতে অংশগ্রহণ করেন। উপস্থিত সবাই পিঠার স্বাদ নেন। বিচারকেরা পিঠার স্বাদ, মানের উপর ভিত্তি করে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান নির্ধারণ করেন। প্রথম পুরষ্কার পান লাভলী দাশ, দ্বিতীয় পুরষ্কার তৃষিতা দে ও তৃতীয় পুরষ্কার পান কেয়া চৌধুরী। পিঠার পরিমাণ ও সৌন্দর্যের (ট্রে ডেকোরেশান) উপর পুরষ্কার পান যথাক্রমে মিনতি চৌধুরী ও মিনাক্ষী ধর।

দুর্গা মন্দিরে পিঠা উৎসব। পার্থ দেব

এছাড়াও পিঠা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সকলকে একটি করে বিশেষ পুরস্কার দেয়া হয়। পুরস্কারগুলো স্পন্সর করেন যথাক্রমে প্রদীপ চৌধুরী, নিপেশ সুত্রধর, পার্থ দেব, উজ্জল সুত্রধর, মৃগাঙ্ক রায় ও দাশ এন্টারপ্রাইজ।

কী করবেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন?

প্রথম পৃষ্ঠার পর

গোষ্ঠীগুলোর হামলার শিকার হচ্ছিল। এতে বেশ কয়েকজন মার্কিন সেনা আহত হয়েছেন। দেশ দুটিতে সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালিয়ে পাল্টা জবাব দিচ্ছিল যুক্তরাষ্ট্রও। এবারের হামলায় মার্কিন সেনা নিহত হয়েছেন। এর জন্য ইরানকে দায়ী করা হবে কি না, সে সিদ্ধান্ত নিতে হবে ওয়াশিংটনকে। তবে এমন পদক্ষেপের বড় ঝুঁকি রয়েছে। এতে উত্তেজনা আরও বাড়তে পারে। যদিও হামলার পর বাইডেন অনেকটা অস্পষ্ট সুরে বলেছেন, সঠিক সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের পছন্দের উপায়ে জড়িত সবাইকে জবাবদিহির আওতায় আনা হবে।

যুক্তরাষ্ট্র জানে নিজেদের সামরিক বাহিনীর সদস্যের জীবন রক্ষায় এখন তাদের আরও বেশি কিছু করে দেখাতে হবে। আর বর্তমানে যে সংকট চলছে, সেটিকে বাইডেনের বিরুদ্ধে ব্যবহার করবেন তাঁর সমালোচকেরা। ইরানের প্রতি তাঁর 'নরম থাকার' কারণে এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বলে অভিযোগও তুলবেন। তবে বিপৎসীমার দূর থেকেই লড়াই চালিয়ে যেতে চাইছে বাইডেন প্রশাসন। কারণ, হোয়াইট হাউস চাইছে না যুক্তরাষ্ট্রকে আরও বড় কোনো সংঘাতে জড়িয়ে খরচা বাড়াতে।

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ইরানের শত্রুতা দীর্ঘদিনের। তবে মধ্যপ্রাচ্যে বর্তমান সংকটের মধ্যে ওয়াশিংটন ও তেহরান—কেউই চাচ্ছে না নিজেদের মধ্যে সরাসরি সংঘাতে জড়াতে। যেমন ইরানের রেভল্যুশনারি গার্ডস কোরের এক জ্যেষ্ঠ কমান্ডারকে হত্যার দায় ইসরায়েলের ওপর চাপিয়েছে তেহরান। তবে এর প্রতিশোধ হিসেবে ইসরায়েল বা যুক্তরাষ্ট্রের ওপর বড় কোনো হামলা চালায়নি তারা।

যদিও চলতি মাসের শুরুর দিকে ইরাকের কুর্দিস্তানে একটি লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালায় ইরান। তাদের দাবি, সেখানে ইসরায়েলের গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের একটি ঘাঁটি ছিল। তবে সেটিকে ইসরায়েল বা যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে উল্লেখযোগ্য কোনো পাল্টা জবাব হিসেবে ধরা হচ্ছে না।

ইরান–সমর্থিত ইয়েমেনের হুতি বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে চলমান হামলার নেতৃত্ব দিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। এ অভিযানে দেশটিকে সমর্থন দিচ্ছে যুক্তরাজ্যসহ অন্য মিত্ররা। এরপরও লোহিত সাগরের নৌপথ দিয়ে চলাচলকারী জাহাজগুলোর ওপর হামলা থামায়নি হুতিরা। এখন হুতিদের মতো ইরান–সমর্থিত অন্যান্য গোষ্ঠীর বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নিতে হবে যুক্তরাষ্ট্রকে। তবে এটা এমন এক উপায়ে করতে হবে যেন একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ রক্ষা হয় এবং সংকটে থাকা মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলকে আরও বিপদের দিকে না নিয়ে যায়।

আটলান্টায় মহর্ষি মনোমোহনের জন্মোৎসব

সুব্রত চৌধুরী

২৭ জানুয়ারী শনিবার আমেরিকায় প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হলো মলয়া সঙ্গীতের রচয়িতা মরমি সাধক কবি মহর্ষি মনোমোহন দত্তের ১৪৬তম জন্মোৎসব।

মনোমোহন দত্ত ব্রিটিশ ভারতের ত্রিপুরা এবং বর্তমান বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলার সাতমোড়া গ্রামে ১৮৭৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর অসাম্প্রদায়িক ভাবধারার প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে তীর্থ আবৃত্তি সংগঠন এবং লীলাবতী সঙ্গীত নিকেতন ও মহর্ষি মনোমোহন ফাউন্ডেশন সম্মিলিতভাবে জন্মোৎসব আয়োজন করে।

শনিবার সন্ধ্যা ৭ টা থেকে রাত ৯ টা পর্যন্ত জর্জিয়ার সেবা লাইব্রেরিতে মহর্ষি মনোমোহন দত্তের জন্মোৎসব উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বাঙালি কমিউনিটির বিশিষ্টজনেরা অংশগ্রহন করেন। মহর্ষি মনোমোহন সমকালীন নানা কুসংস্কার, সামাজিক বিভেদ, সাম্প্রদায়িকতাসহ বিভিন্ন কুপ্রথার বিরুদ্ধে গানের মাধ্যমে প্রতিবাদ করেছিলেন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন অন্যতম আয়োজক চন্দ্রশেখর দত্ত এবং রাশেদ চৌধুরী। মহর্ষি মনোমোহন দত্তের জীবনী পাঠ করেন বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সেলিনা মলী। তাঁর রচিত প্রবন্ধ পাঠ করেন কল্পনা ব্যানার্জি। কবিতা আবৃত্তি করেন বিশিষ্ট আবৃত্তিশিল্পী নাহিদ ফারজানা, জয়ীতা চক্রবর্তী ও শিশুশিল্পী মর্মী বসু। উৎসবে মলয়া সঙ্গীত পরিবেশন করেন শিল্পী গোলাম মহিউদ্দিন, চন্দ্রশেখর দত্ত, ,প্রবীর ভট্টাচার্য্য, অরিন্দম চৌধুরী , রিতা দত্ত, নীল মজুমদার, শ্রাবন্তী বসু ও অনন্যা দাস। যন্ত্রসংগীতে ছিলেন অমিতাভ সেন , সুরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অরিন্দম চৌধুরী। উপস্থাপনায় ছিলেন সংযুক্তা মুন এবং ফাহিম সব্যসাচী। মনোমোহন দত্ত রচিত মলয়া সঙ্গীত, কবিতা ও প্রবন্ধ শুনে উপস্থিত দর্শক-শ্রোতা মুগ্ধ হন। প্রথমবারের মতো এই ধরনের আয়োজনের জন্য আয়োজকদের প্রশংসা করেন উপস্থিত বাংলার লোকসংগীতপ্রেমীরা।

মহর্ষি মনোমোহন দত্তের সাম্যবাদী ও অসাম্প্রদায়িক ভাবধারা বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়বে - এমনটাই প্রত্যাশা আয়োজকদের ।

আটলান্টিক সিটিতে বিএএসজের ফুড ব্যাংক

সুব্রত চৌধুরী

নিউজার্সি রাজ্যের আটলান্টিক সিটিতে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির উদ্যোগে 'ফুড ব্যাংক' এর আয়োজন করা হয়। ২৫ জানুয়ারী, বৃহস্পতিবার ফেয়ারমাউণ্ট এভিনিউতে অবস্থিত 'বাংলাদেশ কমিউনিটি সেন্টার' এ সকাল সাড়ে দশটা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত 'ফুড ব্যাংক' এর কার্যক্রম চলে।

'ফুড ব্যাংক' কার্যক্রম এর আওতায় তাজা শাকসব্জি, ফল, টিনজাত খাবার সহ বিভিন্ন ধরনের খাদ্য সামগ্রী বিতরন করা হয়। আটলান্টিক সিটির বিভিন্ন কমিউনিটির বিপুল সংখ্যক লোক এই 'ফুড ব্যাংক' কার্যক্রমে অংশ নেয়। ফুড ব্যাংক কার্যক্রমে সহায়তা করে "কমিউনিটি ফুড ব্যাংক অব নিউজার্সি।

আটলান্টিক কাউন্টির শেরিফ জো ওডোনগু এবং আনডার শেরিফ মারিও সুয়ারেজ 'ফুড ব্যাংক' কার্যক্রমে অংশগ্রহন করেন।তাঁরা বিএএসজের মহতী কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব গিয়াসউদদীন পাঠান, মো. আইয়ুব,আমিন খান, মোঃ মনিরুজামান, বেলাল হোসেন ভূঁইয়া, বেলাল উদ্দীন,মাসুম বল, আবদুল জব্বার প্রমুখের সার্বিক সহযোগিতায় ফুড ব্যাংকের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়।

বাজারে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির সময়কালে এই ফুড ব্যাংকের কার্যক্রম কমিউনিটিতে বেশ সাড়া ফেলেছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির মহতী কার্যক্রম এর অংশ হিসাবে মাসে চার বার 'ফুড ব্যাংক' এর আয়োজন করা হয়।

বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির সভাপতি মো: জহিরুল ইসলাম বাবুল, সাধারণ সম্পাদক মো: জাকিরুল ইসলাম খোকা ও ট্রাস্টি বোর্ড এর চেয়ারম্যান আব্দুর রফিক ফুড ব্যাংক এর কার্যক্রম সফল করায় সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

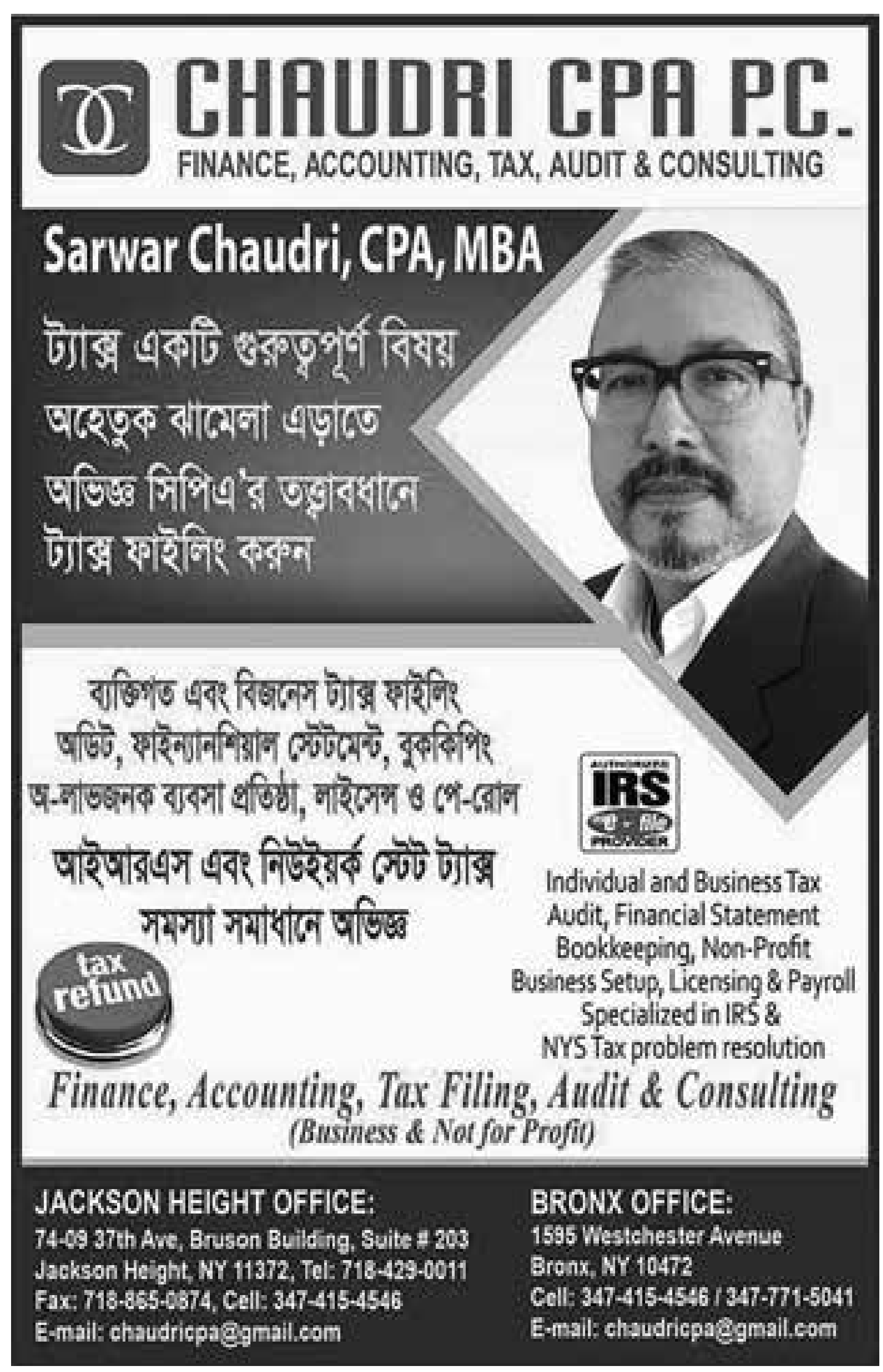

ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিতে প্রস্তুত ব্রিটেন

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ডেভিড ক্যামেরন

ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দিতে যুক্তরাজ্য প্রস্তুত বলে জানিয়েছেন দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন। তিনি বলেন, মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ফিলিস্তিনিদের রাজনৈতিক অধিকার দিতে হবে।

বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত নভেম্বর পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের পর চতুর্থবারের মতো মধ্যপ্রাচ্য সফরে গেছেন ক্যামেরন। ওয়েস্টমিনস্টারের এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, ফিলিস্তিন রাষ্ট্র কেমন হবে, তা ঠিক করার অধিকার রয়েছে যুক্তরাজ্যের।

কনজারভেটিভ মিডল ইস্ট কাউন্সিলের উদ্দেশে ক্যামেরন আরও বলেন, 'আমরা জাতিসংঘসহ মিত্রদের সঙ্গে নিয়ে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার বিষয়টি দেখব।'

গাজায় আরও মানবিক সহায়তা প্রবেশের অনুমতি দিতে ইসরায়েলের প্রতি আহ্বান জানিয়ে ক্যামেরন বলেন, এটি অত্যন্ত হাস্যকর যে যুক্তরাজ্যসহ অন্যদের সাহায্য ফেরত পাঠানো হচ্ছে গাজার সীমান্ত থেকে।

গত ৩০ বছর ইসরায়েল নিজেদের নাগরিকদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে বলে উল্লেখ করেন ক্যামেরন। তাঁর মতে, সেই ব্যর্থতা স্বীকার করলেই অঞ্চলটিতে শান্তি ও অগ্রগতি আসবে। ব্রিটেন দীর্ঘদিন ধরে অঞ্চলটিতে দ্বিরাষ্ট্রীয় সমাধানের বিষয়টিকে সমর্থন করছে। দুটি আলাদা রাষ্ট্রে ইসরায়েলি এবং ফিলিস্তিনিরা পাশাপাশি থাকতে পারে।

ক্যামেরন বলেন, ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে যুক্তরাজ্য আনুষ্ঠানিক ও কূটনৈতিকভাবে স্বীকৃতি দিতে পারে, সেটি চূড়ান্ত শান্তিচুক্তির অংশ হিসেবে নয়, বরং আগের আলোচনার সময়েই বিষয়টি নির্ধারিত হয়েছিল। সেই সঙ্গে শিগগির নতুন ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ গড়ে উঠতে হবে বলে মন্তব্য করে তিনি বলেন, 'টেকনোক্রেটিক' ও ভালো নেতাদের নিয়ে নতুন ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ গড়ে উঠতে হবে, যারা গাজা শাসনে সক্ষম হবে।

লতি মাসে জান্তা বাহিনীর তিনটি উড়োজাহাজ ভূপাতিত করল বিদ্রোহীরা। ছবি : সৌজন্যে

মিয়ানমারে বিদ্রোহীদের গুলিতে ব্রিগেডিয়ার জেনারেলসহ নিহত ৫

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

মিয়ানমারে বিদ্রোহীদের হামলায় সেনাবাহিনীর একজন শীর্ষ কর্মকর্তাসহ পাঁচজন সেনাসদস্য নিহত হয়েছেন। ওই শীর্ষ কর্মকর্তা একজন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল বলে জানা গেছে।

মিয়ানমারের সংবাদমাধ্যম ইরাবতী জানিয়েছে, গতকাল সোমবার বিকেলে কারেন রাজ্যের থিনগান নাইনাং শহরের আকাশে জান্তা বাহিনীর একটি একটি হেলিকপ্টার গুলি করে বিধ্বস্ত করে বিদ্রোহীরা। এ সময় একজন ব্রিগেডিয়ার জেনারেলসহ নিরাপত্তা বাহিনীর ৫ সদস্য নিহত হন। এ নিয়ে চলতি মাসে জান্তা বাহিনীর তিনটি উড়োজাহাজ ভূপাতিত করল বিদ্রোহীরা।

নাম না প্রকাশের শর্তে নিরাপত্তাবাহিনীর একজন সদস্য বলেন, 'হেলিকপ্টারে থাকা দুজন সার্ভিসম্যান বেঁচে গেছেন।' এ ব্যাপারে আর কোনো বিস্তারিত তথ্য তিনি জানাতে পারেননি।

স্থানীয় অন্যান্য গণমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, বিদ্রোহী গোষ্ঠী কারেন ন্যাশনাল ইউনিয়ন ও তাদের সহযোগী পিপলস ডিফেন্স ফোর্স এ হামলা চালিয়েছে। গত বছরের অক্টোবর থেকে উত্তর মিয়ানমারের তিন বিদ্রোহী গোষ্ঠী—মিয়ানমার ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স আর্মি (এমএনডিএএ), তা'আং ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি (টিএনএলএ) এবং আরাকান আর্মি (এএ) জান্তা বাহিনীর বিরুদ্ধে সম্মিলিত লড়াই শুরু করে। এরপর গত শুক্রবার তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে আরেক বিদ্রোহী গোষ্ঠী পা-ও ন্যাশনাল লিবারেশন অর্গানাইজেশন (পিএনএলও)।

মিয়ানমারজুড়েই এ বিদ্রোহী গোষ্ঠীর যোদ্ধারা জান্তা বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করছে। ইতিমধ্যে বেশ কিছু এলাকা ও গুরুত্বপূর্ণ শহর বিদ্রোহীরা দখলে নেওয়ায় কোনঠাসা হয়ে পড়েছে জান্তা বাহিনী।

গত চার দিন ধরে বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে আরাকান আর্মির সঙ্গে তুমুল লড়াই চলছে জান্তা বাহিনীর। এখন পর্যন্ত ১২জন নিহতের খবর পাওয়া গেছে। প্রাণভয়ে রাজ্য ছেড়ে পালাচ্ছেন হাজার হাজার রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মানুষ।

এর আগে ২০১৭ সালে রোহিঙ্গাদের ওপর মিয়ানমার সেনাবাহিনী ব্যাপক দমন–পীড়ন শুরু করলে রোহিঙ্গারা ব্যাপকভাবে দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়। সেই সময়ে ১২ লাখেরও বেশি রোহিঙ্গা সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছিল। এখন তারা কক্সবাজারে বিশ্বের সবচেয়ে বড় শরণার্থী শিবিরে বসবাস করছে।

ফিলিস্তিনের পক্ষে বিক্ষোভ, চীন যেতে বললেন পেলোসি

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ফিলিস্তিনপন্থী বিক্ষোভকারীদের চীনে যেতে বললেন সাবেক মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদের স্পিকার ন্যান্সি পেলোসি। ঘটনাটি ঘটে যখন বিক্ষোভকারীরা গাজায় যুদ্ধবিরতির দাবিতে পেলোসির বাসভবনের বাইরে জড়ো হয়েছিলেন।

এনডিটিভির প্রতিবেদনে জানা যায়, বাড়ির বাইরে ফিলিস্তিনপন্থী বিক্ষোভকারীদের ধমকের সুরে পেলোসি বলেন, 'চীনে ফিরে যাও'। একইসঙ্গে সাবেক এই স্পিকার অভিযোগ করেন, চীনে বিক্ষোভকারীদের 'সদরদপ্তর' অবস্থিত।

মঙ্গলবার এ ঘটনার ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। ভিডিওতে দেখা যায়, মিসেস পেলোসি বাড়ির বাইরে পার্ক করা একটি গাড়িতে উঠতে যাচ্ছেন আর বিক্ষোভকারীরা তাঁকে ঘিরে আছেন। গাজায় যুদ্ধবিরতির দাবি জানাচ্ছিলেন বিক্ষোভকারীরা। এমন সময় সাবেক হাউস স্পিকার চিৎকার করে বলেন, 'চীনে ফিরে যাও, সেখানেই তোমাদের সদরদপ্তর।'

এর আগে ফিলিস্তিনপন্থী কিছু বিক্ষোভকারীর রাশিয়ার সাথে যোগসূত্র থাকতে পারে, এমন মন্তব্য করে সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিলেন পেলোসি।

নেভাদা ককাস ৮ ফেব্রুয়ারি

শিতাংশু গুহ

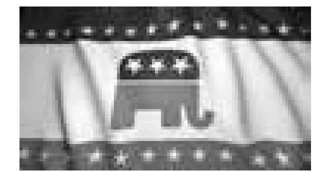

তৃতীয় রিপাবলিকান প্রাইমারি ও ককাস ফেব্রুয়ারির শুরুতে। নেভাদা'য় ৬ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার একই দিনে ডেমক্রেট ও রিপাবলিকান প্রাইমারি। ডেমক্রেট প্রাইমারি শুধু নিয়ম রক্ষা। রিপাবলিকান প্রাইমারিও মূল্যহীন, কারণ ডেলিগেট বন্টন হবে নেভাদা রিপাবলিকান ককাসে। ট্রাম্প ককাসে প্রার্থী, নিকি হেলি প্রার্থী নন। আবার নিকি হেলি নেভাদা প্রাইমারিতে প্রার্থী, ট্রাম্প নন। যেহেতু নিকি হেলি নেভাদা রিপাবলিকান প্রেসিডেনশিয়াল ককাসে নেই, তিনি কোন ডেলিগেট পাবেন না, তাই এ ককাস নিয়ে কোন হৈচৈ নেই?

নেভাদা রিপাবলিকান ককাস-টি অনুষ্ঠিত হবে বৃহস্পতিবার ৮ই ফেব্রুয়ারি। নেভাদায় ২৬টি রিপাবলিকান ডেলিগেট রয়েছে। নেভাদা ককাসে ট্রাম্প ছাড়াও ফ্লোরিডা গভর্নর রণ ডিসনটিস, সাবেক নিউজার্সি গভর্নর ক্রিস ক্রিস্টি, ব্যবসায়ী বিবেক রামস্বামী, নর্থ ডাকোটা'র গভর্নর ডাগ বার্গাম, ও টেক্সাস প্যাস্টর রায়ান বিঙ্কলে রয়েছেন। তবে ইতিমধ্যে প্যাস্টর রায়ান বিঙ্কলে ব্যাতিত বাকি সবাই সরে দাঁড়িয়েছেন। তাই বলা যায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে ট্রাম্প ও প্যাস্টর রায়ান বিঙ্কলে'র মধ্যে।

কেন নেভাদা'য় প্রাইমারি ও ককাস অনুষ্ঠিত হয়? ২০২১ সালে নেভাদা আইন-পরিষদ প্রেসিডেন্সিয়াল প্রাইমারি অনুমোদন করে এবং ডেমোক্রেটরা তা মেনে প্রাইমারিতে অংশ নেয় এবং ডেলিগেট বন্টন করে। রিপাবলিকান পার্টি প্রাইমারিতে অংশ নিলেও দলীয় ককাস-র মাধ্যমে ডেলিগেট বন্টন করে। এরফলে রিপাবলিকান নেভাদা প্রাইমারি গুরুত্বহীন হয়ে যায়। উল্লেখ্য, ককাসে শুধুমাত্র রেজিষ্টার্ড রিপাবলিকান ভোটাররাই ভোট দিতে পারেন। ভোট হয় একদিনে, আগে ভোট দেয়ার সুযোগ নেই। এবার নেভাদা প্রাইমারিতে ২৭শে জানুয়ারি থেকে 'আর্লি ভোটিং' চলবে।

ট্রাম্পকে জরিমানা : নিউইয়র্ক টাইমস জানায়, নিউইয়র্কের আদালত শুক্রবার ২৬শে জানুয়ারি ২০২৩ সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ২০১৯ সালে লেখক ই.জেন.ক্যারল আনীত মানহানির মামলায় ৮৩.৩মিলিয়ন ডলার জরিমানা করেছে। ট্রাম্প এটিকে 'হাস্যকর' অভিহিত করে আপীল করবেন বলে জানান। এ রায়ের পর নিকি হেলি বলেছেন, খোলা বর্ডার ও মুদ্রাস্ফীতির কথা ভুলে আমরা এখন ৮৩ মিলিয়ন ডলারের গল্প শুনছি। ই.জেন.ক্যারল এই সিভিল মামলায় অভিযোগ করেন যে, কয়েক দশক আগে ট্রাম্প এক সুপার মার্কেটে তাঁকে ধর্ষণ ও যৌন হয়রানি করেছেন। ট্রাম্প আদালতে বলেছেন, এই মহিলাকে তিনি চেনেন না? তবে সামাজিক মাধ্যমে তিনি ই.জেন.ক্যারলকে বিচ্ছিরিভাবে নাজেহাল করেন। ম্যানহাটন জুড়ি ধর্ষণের আলামত পাননি, তবে নির্যাতন ও হয়রানির দায়ে ট্রাম্পকে দোষী সাব্যস্ত করেন। ই.জেন.ক্যারল বর্তমান বয়স ৮০, রায়ের পর এক বিবৃতিতে বলেছেন, এটি সকল নারীর বিজয়।

মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটির উপদেষ্টা আনসার হোসেন মারা গেছেন

উত্তর আমেরিকা অফিস

মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটি ইউএসএ এর উপদেষ্টা আনসার হোসেন চৌধুরী কুয়েতের একটি হাসপাতালে মারা গিয়েছেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেওন)।

নিউইয়র্কের নর্থ ব্রঙ্কসের বাসিন্দা, আনসার হোসেন চৌধুরীর বাড়ি মৌলভীবাজার সদর উপজেলার কামালপুর। তিনি নিউইয়র্কের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী তোফায়েল চৌধুরী লিটনের শ্বশুর।

আনসার হোসেন চৌধুরীর মৃত্যুতে মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটি অব ইউএসএ এর সভাপতি তজমুল হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক জাবেদ উদ্দিন এবং মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকার সভাপতি ফজলুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান শোক ও শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

অনন্য উদাহরণ সৈয়দ জাকি দম্পতির

শেষ পৃষ্ঠার পর

মানবিক বহু কাজে তিনি ব্যক্তিগত অর্থ থেকে অনুদান দিয়ে আসছেন।

যুক্তরাষ্ট্রে একমাত্র এলিস আইল্যান্ড পদকপ্রাপ্ত বাংলাদেশি আমেরিকান প্রফেসর ডঃ জিয়াউদ্দিন আহমেদের ভগ্নিপতি সৈয়দ জাকি হোসেইন। ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পে অভিজ্ঞ জাকি হোসেন ১৯৮৯ সালে মডার্ন প্যাকেজিং ইনকর্পোরেটেড প্রতিষ্ঠা করেন। এর আগে তিনটি ভিন্ন প্রকৌশল সংস্থায় ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে পরিশ্রমের সাথে কাজ করেছিলেন। বাংলাদেশে জন্ম নেয়া এ ব্যক্তিত্ব ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বিএস করেন। তারপর, তিনি নিউইয়র্কের ব্রুকলিনের পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট থেকে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে এমএস ডিগ্রি লাভ করেন।

বর্তমানে জাকি হোসেইন প্যাকেজিং সরঞ্জামের কাস্টম ডিজাইনিং এবং উৎপাদনে বিশেষজ্ঞ একটি সফল মার্কিন কোম্পানির নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তিনি পিডিএফ সিল ইনকর্পোরেটেডের সহ-প্রতিষ্ঠাতা এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং একটি প্রি ডাই কাট ফয়েল লিডের প্রযোজক, যা মূলত ডেইরি, দই, জুস এবং মশলাদার খাদ্য প্যাকেজিং শিল্পে ব্যবহৃত হয়। নব্বই দশকের শেষের দিকে কেউরিগের জন্য কে-কাপ তৈরির জন্য তিনি মেশিনের নকশা ও উন্নয়নের সাথে জড়িত ছিলেন। শিল্পে সর্বশেষ প্রযুক্তিগত অগ্রগতির উদ্ভাবনে সৈয়দ জাকি হোসেইন অনন্য ভূমিকা রেখেছেন। জনহিতকর কাজের লক্ষ্যকে আরও এগিয়ে নেয়ার জন্য জাকি হোসেইন নিউইয়র্কের ফার্মিংডেলে একটি কফি উৎপাদন কারখানা খোলেন। পিনটেইল কফি ইনক নামের এ প্রতিষ্ঠান থেকে আসা সব লভ্যাংশ ক্ষুধার্ত মানুষদের খাওয়ানোর জন্য দান করা হয়।

জাকি হোসেন বেশ কিছু অলাভজনক প্রতিষ্ঠানের জন্যও একটি প্রধান আর্থিক পৃষ্ঠপোষক। যার মধ্যে রয়েছে, সখী। ভলান্টিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ, অভাবী শিশুদের মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নয়নে সহায়তায় তহবিল এবং সংস্থান সংগ্রহের জন্য নিবেদিত সংগঠনের বোর্ড চেয়ারম্যান সৈয়দ জাকি হোসেইন।

সৈয়দ জাকি হোসেইন বাংলাদেশের ৬০টি হাসপাতালে সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি এবং আঘাতজনিত জরুরি বিভাগের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করতে হয় তা প্রশিক্ষণ দিতে সাহায্য করে থাকেন। তার স্ত্রীসহ জাকি হোসেইন লং আইল্যান্ডে অবস্থিত ইস্ট মেডো এবং হিকসভিল হাই স্কুলের ভ্যালেডিক্টোরিয়ানদের একটি বার্ষিক বৃত্তি প্রদান করে থাকেন।

২০০৮ সালে তার উদার অবদানে নাসাউ ইউনিভার্সিটি মেডিকেল সেন্টারে জাকি হোসেন সেন্টার ফর হাইপারটেনশন, ডায়াবেটিস এবং ভাস্কুলার ডিজিজ বিভাগ খোলার উদ্যোগ নেয়া হয়। ২০১৪ সালে জাকি হোসেন ফাউন্ডেশন বোর্ডের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন এবং সমস্ত লং আইল্যান্ডবাসীকে প্রয়োজনীয় কভারেজ এবং মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা পেতে সাহায্য করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ একজন সদস্য হিসাবে কাজ করে চলেছেন।

২০১২ সালে জাকি হোসাইন লং আইল্যান্ড এনার্জিয়া পার্টনারশিপের বোর্ড অফ ট্রাস্টিতে নির্বাচিত হন। ২০১৫ সালে তিনি মলয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডে নির্বাচিত হন যেখানে তিনি কমিউনিটি সার্ভিস হিসাবে অ্যাডভান্সমেন্ট কমিটির চেয়ারপারসন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ২০১৬ সালে সৈয়দ জাকি হোসেইন আইল্যান্ড হার্ভেস্ট বোর্ড অফ ট্রাস্টিতে নির্বাচিত হন। যেখানে তিনি আইল্যান্ড হার্ভেস্ট বোর্ড অফ ডিরেক্টরস-এর বোর্ড সদস্য এবং ক্যাপিটাল ফান্ডিং ইনিশিয়েটিভ-এর চেয়ারপারসন হিসাবে কাজ করেন। আইল্যান্ড হারভেস্ট হল লং আইল্যান্ডের বৃহত্তম ক্ষুধার্ত ত্রাণ সংস্থা যেখানে হোসেন এই সংস্থার জন্য কেনা একটি নতুন ভবনের জন্য অনুদান হিসেবে তিনি মূলধন তহবিল দিয়েছিলেন। সৈয়দ জাকি হোসেইন সিলেটে একটি কিডনি হাসপাতাল নির্মাণ শুরু করার জন্য তহবিল সরবরাহ করছেন যা ২০২১ সাল থেকে নির্মাণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। যেখানে সুবিধাপ্রাপ্ত রোগীদের চিকিৎসা করা হবে।

সৈয়দ জাকি হোসেইন এবং তার স্ত্রী নর্থওয়েল হেলথকে কার্ডিও থোরাসিক আইসিইউ-এর জন্য অত্যন্ত উদার অনুদান দিয়েছেন। হোসেইন দম্পতির এসব অনুদান এবং জনহিতরক কাজের মাধ্যমে আমেরিকায় বাংলাদেশিরা গর্বের সাথে বলতে পারবে নিজেদের স্বদেশির অবদানের কথা।

সৈয়দ জাকি হোসেইন তার এক প্রতিক্রিয়ায় বলেছেন, আমি বাংলাদেশ থেকে এসেছি। যেখান থেকে আমি জানি দারিদ্র কতো বড় সমস্যা। লং আইল্যান্ড নর্থওয়েল হাসপাতালে 'রাহাত এন্ড জাকি হোসেইন কার্ডিও ইন্টেন্সিভ কেয়ার ইউনিট নামকরনের পর তিনি বলেন, এভাবেই আমরা আমদের কমিউনিটিকে কিছু ফিরিয়ে দিতে পারি। লঙ আইল্যান্ডের এ হাসপাতালকে অন্যতম সেরা হাসপাতাল বলে তিনি উল্লেখ করেন। অনুদান দেয়া ছাড়াও এ কাজের মাধ্যমে এবং নামকরণের মাধ্যমে তিনি একটি দৃষ্ঠান্ত স্থাপন করেছেন। বলেছেন, "এমন অনুদান এবং নামফলকে বাংলাদেশির নাম সচারচর দেখা যায় না। এ ঘটনার মাধ্যমে বাংলাদেশিরা এগিয়ে আসতে অনুপ্রাণিত হবেন এবং যারা হাসপাতালটিতে সেবা গ্রহণ করতে যাবেন, সেসব বাংলাদেশিরাও এ নিয়ে গর্ব করতে পারবেন।"

পরিবর্তনশীল প্রযুক্তি শিল্পের সঙ্গে

শেষ পৃষ্ঠার পর

করছে তাতে নিউইয়র্কের বাঙ্গালি কমিউনিটির বর্তমান প্রজন্ম যারা এলিমেন্টারি, মিডল ও হাইস্কুলে পড়ছে, তারা যেন সঠিক ভাবে নিজেকে তৈরি করতে পারে সেজন্যে আমারা কিছু প্রোগ্রাম এবং ওয়ার্কশপ হাতে নিয়েছি।“ সমসাময়িক প্রযুক্তি শিল্প নিয়ে কথাগুলো বলেছেন মাহবুব সিদ্দিক।

গত বৃহস্পতিবার ২৫ জানুয়ারী প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার জনপ্রিয় সম্প্রচার“টক অফ দ্য উইক” অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মেটা ইনফো টেক(MIT)’র সিইও মাহবুব সিদ্দিক। ক্যারিয়ার প্রশিক্ষণে ১৫ বছরের অভিজ্ঞতা উনার। তিনি কথা বলেছেন প্রযুক্তি শিল্পে ক্যারিয়ারের উন্নয়ন নিয়ে।

শুরুতেই মেটা ইনফো টেক (MIT) প্রতিষ্ঠানের পরিষেবা নিয়ে মাহবুব সিদ্দিক জানান, “২০০২ সালে পেস ইউনিভার্সিটি থেকে কম্পিউটার সাইন্সে ব্যাচেলর করার পর লম্বা সময় ধরে আই টি ইন্ডাস্ট্রি তে আছি। আইটি ফিল্ডের উপরে আমার ঝোঁক ছিল। ডেভেলপার হিসাবে কাজ করেছি ওয়েব এবং জাভা ডেভেলপমেন্টে। পনের বছরের বেশী সময় ধরে সফটওয়ার কোয়ালিটি ইঞ্জিনিয়ারিং এ কাজ করছি। তাছাড়া ম্যানেজমেন্টের সাথে জড়িত প্রায় দশ বছর মতো। টেকনোলজি ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্টে বেশী কাজ করেছি। আমার মেইন এক্সপারটিজ হচ্ছে টিম বিল্ডিং এবং প্রজেক্ট ডেলিভেরি দেয়া। সম্প্রতি মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রি এবং ইন্স্যুরেন্স কম্পনীতেও আমি কাজ করছি। আমার অনেক স্টুডেন্ট এখন ম্যানেজমেন্ট, ডিরেক্টর লেবেলে কাজ করছে। আমেরিকায় কিভাবে বাঙ্গালি আই টি প্রযুক্তিতে বাঙালি কমিউনিটিকে সাফল্যের সাথে আনতে পারি, সেটাই আমার লক্ষ্য।“

বর্তমান প্রযুক্তি বাজারে কাজের সুযোগ সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে মাহবুব সিদ্দিক বলেন, “টেক প্রযুক্তি সম্পর্কে এখন সবাই একটা পরিষ্কার ধারনা পেয়েছে। বর্তমান সময়ে আমেরিকাসহ পুরো বিশ্ব টেক প্রযুক্তি নির্ভর হয়েছে এবং হচ্ছে। প্যান্ডেমিকের সময়ে সারা বিশ্বময় যে চ্যালেঞ্জ এসেছিল তা এই টেকনোলজির প্রচুর ব্যাবহার দ্বারাই সমাধান সম্ভব হয়েছিল। একসময় মানুষ টেকনোলজি ক্যারিয়ার বলতে মাইক্রোসফট, ফেসবুক, এপল কে বোঝাতো। কিন্তু এখন ধারনা পাল্টেছে, ফাইন্যান্সিয়াল ইন্ডাস্ট্রি ও হেলথ কেয়ার সেক্টরের পুরোটাই টেকনোলজি দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে।“

“আগামী বছরগুলোর মধ্যে চাকরির বাজার বৃদ্ধির সম্ভাবনা কতটা রয়েছে বলে আপনি ধারণা করেন?” এই প্রশ্নের জবাবে মাহবুব সিদ্দিক জানান, “ইন্টারনেট শুরুর সময় থেকে টেকনোলজি ফিল্ডে একটা ভিন্ন ধারার সৃষ্টি হয়েছিল। তার পরবর্তী সময়ে সোশ্যাল মিডিয়া জনপ্রিয়তা লাভ করলে আরেক ভিন্ন ধারা শুরু হয়। বর্তমানে এ, আই, সম্পর্কে জনপ্রিয়তা বাড়ছে। আমি মনে করি, ভবিষ্যতে টেকনোলজি ফিল্ডের চাকরি বৃদ্ধি বাড়বে। নতুন যে টেকনোলজি আসবে সেটার সাথে আমাদেরকে মানাতে হবে, জানতে

হবে।“

তিনি আরো বলেন, “আমি যেহেতু ট্রেইনিং ইন্ডাস্ট্রিতে আছি সেহেতু অভিজ্ঞতা থেকে বলবো, বর্তমান সময় সবকিছুই এখন অনলাইন থেকে জানা যায়। সুতরাং ক্যারিয়ারের ক্ষেত্রে শিক্ষা বা সার্টিফিকেট সেভাবে গুরুত্ব বহন করে না। ভিন্ন ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসেও একজন যদি টেকনিক্যাল ব্যাপারে অভিজ্ঞ হয় তাহলে সে চাকরী পাবে। তাকে বিষয়বস্তুর উপর অভিজ্ঞতা থাকা এবং ব্যাবহারিক ক্ষেত্রেও দক্ষ হতে হবে।“

কেউ টেক-ক্যারিয়ারে আসতে আসতে চাচ্ছেন কিন্তু বয়স, ব্যাকগ্রাউন্ড, স্থান, অবস্থান নিয়ে ভীত। এক্ষেত্রে ব্যক্তির জন্য পরামর্শ বা করণীয় কী তা সম্পর্কে তিনি জানান, “কারোর আই টি ফিল্ডে আগ্রহ আছে কিন্তু কোন অভিজ্ঞতা নেই, তাদেরকে টেকনোলজি শিখতে হবে। এই শেখার জন্যে তার কলেজে যবার দরকার নেই, তারা বাসা থেকেও কাজ করার সুবিধা পেতে পারে। কোয়ালিটি ইঞ্জিনিয়ারের দিকে আমরা বেশী জোর দেই। এখানে পুরোটাই শুধু টেকনিক্যাল ব্যাপার না, এখানে বিজনেসের ব্যাপারেও জানা জরুরী।“

প্রশ্ন রাখা হয়, “টেক-ইনডাস্ট্রিতে কোন পরিবর্তন বা উন্নয়নের সাথে কীভাবে আমরা আপডেট থাকতে পারি?” মাহবুব সিদ্দিক জানান, “এই ক্ষেত্রে সবাইকে আপডেটেড থাকা জরুরি। যারা আই টি ফিল্ডে আসতে ইচ্ছুক, তাদেরকে শুধু একটা টেকনোলজিতে কাজ করলে চলবে না, সব টেকনোলজি সম্পর্কে জানতে হবে। তা না হলে জব মার্কেটে যেতে চাইলে তারা চ্যালেঞ্জের মখোমুখি হবে। অনলাইন রিসোর্স থেকে নতুন আসা সফটওয়ার সম্পর্কে জানতে হবে। জব মার্কেটিং এর জন্যে তারা লিকন্ডইন, ইউডেমি, কোর্সসেরা কে ব্যাবহার করতে পারে। প্রতিনিয়ত তাদেরকে আপডেটেড থাকতে হবে। সপ্তাহে কমপক্ষে ৫-৭ ঘন্টা তাদেরকে নিজস্ব টেকনিক্যালিটি বৃদ্ধির জন্যা সময় দেয়া উচিত।“

প্রযুক্তি ইনডাস্ট্রিতে প্রবেশ করার ক্ষেত্রে জনসাধারণের কি ধরনের চ্যালেঞ্জ বা বাধা আছে জান্তে চাইলে মাহবুব সিদ্দিক বলেন, “এখানে তাদের ব্যাকগ্রাউন্ড এবং এডুকেশন কোন বাঁধা হতে পারে না। টেকনোলজির ক্ষেত্রে কমিউনিকেশন অনেক সহজ একটা ব্যাপার। আমাদেরকে অবশ্যই কাস্টমার এবং ম্যানেজমেন্টের সাথে কথা বলতে হয়। এজন্যে আমাদের ইনিস্টিটিউশনে কমিউনিকেশনের উপরে আমরা নজর দেই। সেখানে স্টুডেন্টদের প্রেজেন্টেশন হয়, মক ইন্টারভিউ, সিচুয়েশন্যাল কোশ্চেন সম্পর্কে ধারনা দেওয়া হয়। আমাদের কমিউনিটির আসল বাঁধা হচ্ছে টেকনোলজির প্রতি ভয়। সেজন্যে ইন্সটিটিউটে আমরা দুই থেকে তিন সপ্তাহ ফ্রী ক্লাসের ব্যাবস্থা রেখেছি। কেও যখন ক্লাসগুলোর সাথে এক্টিভিটি গুলো করবে তখন তাদের সেই ভয়ভীতি দূর হবে।“

বর্তমান ক্যারিয়ার নিয়ে অনেকেই ভালো আছেন, স্বাচ্ছন্দ্যে আছেন এবং তারা কোনো পরিবর্তনের ঝুঁকি নিতে চান না। একজন টেক ক্যারিয়ার এক্সপার্ট হিসাবে মাহবুব সিদ্দিক মনে করেন যে, তাদের এই টেক ক্যারিয়ার নিয়ে ভাবা দরকার। নতুন টেকনোলজী আসছে, ইন্ডাস্ট্রি প্রতিনিয়ত চেঞ্জ হচ্ছে। সেই নতুন টেকনোলজীতে তাদের বর্তমান ক্যারিয়ারে কতটুকু পরিবর্তন হতেপারে, সেই অনুযায়ী তাদেরকে প্রস্তুত থাকতে হবে। যারা এই টেকনিক্যাল ফিল্ডে কাজ করে সাফল্য আনতে চায়, তাদের ব্যারিয়ার গুলো আমরা বের করি। টেকনিক্যাল ও ননটেকনিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসা যে কারোর জন্যেই আমরা হাতে-কলমে সঠিক থিওরিটিক্যাল নলেজ দেবার চেষ্টা করি। সপ্তাহে অন্তত দশ ঘন্টা এখানে এসে আমাদের ট্রেইন্ড প্রফেশনালের সামনে তারা স্টাডি করবে। কোথাও কিছু সাহায্য বা সাপোর্ট লাগলে আমরা দেই। প্রথম তিন মাসে আমরা টেকনিক্যাল স্কিল ব্যারিয়ার সরানোর চেষ্টা করি। দ্বিতীয়ত, আমরা সেই স্টুদেন্টের জন্যে ইন্টারভিউ সেট-আপ দিয়ে ইমোশনাল সাপোর্ট দেই।

দর্শকদের পক্ষ থেকে প্রশ্ন রাখা হয়, “জনগনের উদ্দেশ্যে এ আই নিয়ে আমরা কি ফ্রি ওয়ার্কশপ করতে পারি?” মাহবুব সিদ্দিক জানান, “MIT তে প্রতিনিয়ত আমরা ওয়ার্কশপ করি, বিভিন্ন এক্সপার্টরা এখানে আসেন। অনালাইনে প্রচুর রিসোর্স আছে যেখান থেকে তারা আপডেট পেতে পারেন।“

আরো প্রশ্ন রাখা হয় এ আই সম্পর্কে। কোন নির্দিষ্ট সময়ের কোর্স আছে নাকি? কতোটা ব্যায়বহুল? এর উত্তরে মাহবুব সিদ্দিক জানান, “আমরা ফোকাস করি সফটওয়ার কোয়ালিটি এস্যুরেন্সের প্রতি। এখানে আমরা এ আই সম্পর্কিত সফটওয়ার কোয়ালিটি এস্যুরেন্স গুলো শেখাচ্ছি। এ আই একটা নতুন বিষয়, আমরা এখনও এটা নিয়ে শিখছি। এ আই সম্পর্কিত কিছু কোর্স তৈরি করেছি যেখানে ফ্রী ওয়ার্কশপ থাকবে। ওয়ার্কশপের ভিডিওগুলো আমরা ফেসবুকে পোষ্ট দিয়ে থাকি, যে কেও চাইলে দেখতে পারেন। আর কেও যদি সাধারন এ আই নিয়ে কাজ করতে চান সেক্ষেত্রে আমার মতামত হচ্ছে, অনলাইনে যথেষ্ট উপাত্ত আছে।“

প্রযুক্তি ক্যারিয়ারের নানান দিক সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রকাশের মাধ্যমে সেদিনের “টক অফ দ্য উইক” অনুষ্ঠানটি শেষ হয়। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনায় ছিলেন সোহানা নাজনীন, আর কারিগরি সহযোগিতায় ছিলেন এইচ বি রিতা। প্রতি বৃহস্পতিবার নিউইয়র্ক সময় রাত নয়টায় অনুষ্ঠানটি লাইভে সম্প্রচারিত হয়ে থাকে।

আবারও ড. ইউনূসের প্রতি ন্যায়বিচারের

শেষ পৃষ্ঠার পর

তা নিয়ে ধারাবাহিকতা রয়েছে। রায়ে অধ্যাপক ইউনূসসহ চার ব্যক্তির কারাদণ্ড হয়েছে। কিন্তু এটি স্পষ্ট যে অলাভজনক প্রতিষ্ঠান গ্রামীণ টেলিকমের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট আইনে ছোট অঙ্কের জরিমানা করা হয়েছে।

চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে, আগস্টের শেষ দিকে এক সংবাদ সম্মেলনে শেখ হাসিনা চিঠি স্বাক্ষরকারীদের আইনজীবীসহ বিশেষজ্ঞ পাঠানোর আমন্ত্রণ জানিয়েছেন ড. ইউনূসের মামলার নথি পর্যালোচনা করে দেখার জন্য কোনও অন্যায় বা অন্যায় বিচার হয়েছে কিনা। আমরা আপনার আমন্ত্রণ গ্রহণ করছি। এই পর্যালোচনায় শুধু শ্রম আইনের মামলা নয়, দুর্নীতি দমন কমিশনের বর্তমান তদন্তও থাকা উচিত।

চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে, জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব বান কি-মুন ড. ইউনূসের রায়ের পর বলেছেন, বাংলাদেশের এমন একটি সরকার প্রাপ্য যে নিপীড়নের পরিবর্তে দেশের সবচেয়ে সম্মানিত নাগরিকদের সম্মান ও সমর্থন দেবে। আমি প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি অধ্যাপক ইউনূসের বিরুদ্ধে এই অর্থহীন কর্মকাণ্ড বন্ধ করার।

এতে বলা হয়েছে, অধ্যাপক ইউনূসের বিরুদ্ধে রায় সরকার কর্তৃক বছরের পর বছর নিপীড়নের চূড়ান্ত পরিণতি। এটি তার বিরুদ্ধে দায়ের করা ১৫০টিরও বেশি মামলার মধ্যে একটি, যা দেশের ইতিহাসে বিচারিক হয়রানির সবচেয়ে মারাত্মক উদাহরণগুলোর একটি।

চিঠিতে আইরিন খানকে উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে, একজন সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্ট ও নোবেলজয়ী, যিনি দেশের জন্য সম্মান ও গর্ব নিয়ে এসেছেন, তাকে অযৌক্তিক কারণে নির্যাতন করা হচ্ছে।

এতে স্বাক্ষরকারী অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের মহাসচিব অ্যাগনেস ক্যালামার্ডের ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরের একটি বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে। ওই সময় তিনি বলেছিলেন, মুহাম্মদ ইউনূসের মামলাটি বাংলাদেশের মানবাধিকারের বিপর্যস্ত অবস্থার প্রতীক। আইনের অপব্যবহার এবং প্রতিহিংসা বাস্তবায়নের জন্য বিচার ব্যবস্থার অপব্যবহার বেমানান এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার চুক্তিগুলোর সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ।

এর আগে ২০২৩ সালের মার্চ ও আগস্টে একই ধরনের দুটি চিঠি লিখেছিলেন তারা। প্রতিটি চিঠিতে আগের তুলনায় বেশি সংখ্যক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির স্বাক্ষর ছিল।

জাতীয় নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু হয়নি

শেষ পৃষ্ঠার পর

হস্তক্ষেপ করেছে। বাংলাদেশেও গুঞ্জন রয়েছে, শেখ হাসিনাকে ক্ষমতায় রাখতে ভারত নির্বাচনে হস্তক্ষেপ করেছে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী গত সপ্তাহে প্রকাশ্যে বলেছেন, ভারত ২০১৪ সাল ও ২০১৮ সালের মতো এবারও তাঁদের নির্বাচনী বিজয়ে পাশে ছিল। সমালোচকেরা মনে করছেন, ভারতের প্রভাবের কারণে বাংলাদেশে গণতন্ত্রের বিকাশের নীতি থেকে পিছু হটেছে যুক্তরাষ্ট্র। এ বিষয়ে আপনার মন্তব্য কী?'

জবাবে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র বলেন, 'কানাডার তদন্তের বিষয়ে আমাদের কিছু বলার নেই। এই বিষয়ে কানাডাই কথা বলবে। আমি

বাংলাদেশের গণতন্ত্রের বিষয়ে সেটাই বলতে চাই, যা আগেও বহুবার বলেছি। সেটা হলো, বাংলাদেশে শান্তি, সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তা যেন প্রতিষ্ঠিত হয়। যুক্তরাষ্ট্র তার পররাষ্ট্রনীতিতে এগুলোকে প্রাধান্য দেয়। বাংলাদেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং এই দেশের জনসাধারণের সমৃদ্ধি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো গণতন্ত্র। আমরা বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক নীতিগুলোর বিকাশে সে দেশের সরকারের সঙ্গে কাজ করে যাব।'

এরপর ম্যাথিউ মিলারকে প্রশ্ন করা হয়, 'জাতিসংঘ মানবাধিকার-বিষয়ক হাইকমিশন বাংলাদেশে আটক বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের অবিলম্বে মুক্তি দিতে আহ্বান জানিয়েছে। ৭ জানুয়ারির নির্বাচনে নিজেদের জয় নিশ্চিত করতে শাসকগোষ্ঠী বিএনপির নেতা-কর্মীসহ ২৫ হাজার বিরোধী নেতা-কর্মী-সমর্থককে গ্রেপ্তার করেছে। গণতন্ত্রকে ক্ষতিগ্রস্ত করার কারণে কর্তৃত্ববাদী এই সরকারের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র কী ধরনের পদক্ষেপ নেবে? আপনারা তো নির্বাচনের আগে ভিসা নিষেধাজ্ঞা আরোপের ঘোষণা দিয়েছিলেন।'

জবাবে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র বলেন, 'আপনি আগেও আমাকে বাংলাদেশের সংসদ নির্বাচন নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করতে শুনেছেন। নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হয়েছে বলে মনে করি না আমরা। নির্বাচনের সময় হাজারো বিরোধী নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তারের বিষয়েও আমরা উদ্বেগ প্রকাশ করেছি।' তিনি আরও বলেন, 'আমি দুটো বিষয় বলতে চাই। এক. আমরা আটক-গ্রেপ্তার সবার ক্ষেত্রে সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ আইনি প্রক্রিয়া নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। বিরোধী রাজনৈতিক নেতা-কর্মী, সংবাদমাধ্যমকর্মী, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের অর্থপূর্ণভাবে দেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ ও নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করতেও আমরা সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। এই বিষয়গুলো এগিয়ে নিতে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে আমরা কাজ অব্যাহত রাখব।'

পাখির জন্য ভিটেমাটি উৎসর্গ কলি

শেষ পৃষ্ঠার পর

থাকেন আকাশ। ৮৭ বছর বয়সী এই পাখিপ্রেমী অবিবাহিত। তাঁকে সহযোগিতা করেন ছোট বোন ঝরনা দাশ (৭৩)। তিনিও বিয়ে করেননি।

আলাপকালে আকাশ কলি দাশ জানান, বাবা চন্দ্র কুমার দাশ পাবনার নগরবাড়ী এলাকার শ্রীনিবাসদিয়ার জমিদারবাড়ির নায়েব ছিলেন। তাঁর ১৬-১৭ বছর বয়সে বাবার মৃত্যু হলে সংসারের হাল ধরেন আকাশ। তিন ভাই ও তিন বোনের সংসারে তিনিই অভিভাবক ছিলেন। ছোটবেলায় এক ভাইয়ের মৃত্যু হয়। আরেক ভাই ও দুই বোনকে স্বাধীনতার আগেই ভারতে বিয়ে দেন। তারপর থেকে তাঁদের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই আকাশের।

বর্ণাঢ্য জীবনের অধিকারী আকাশ ছিলেন উপজেলার মাছখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সঙ্গে রাজনীতি করলেও রয়েছে অভিমান। ১৯৭৪ সালে গ্রেপ্তার হয়ে জেলও খেটেছেন। পাবনা ও দেশের

আকাশ কলি দাশ

রাজনীতির অনেক চড়াই-উতরাইয়ের সাক্ষীও তিনি। কিন্তু সেসব বিষয়ে কাউকে কিছু বলতে চান না তিনি।

বয়সের ভারে ন্যুব্জ আকাশ এখন ঠিকভাবে কথাও বলতে পারেন না। ভুলে গেছেন অনেক কিছু। তারপরও স্মৃতি হাতড়ে বলেন, শিক্ষকতার শুরুর দিকেই পাখিপ্রেমে পড়েন তিনি। অবসর নেওয়ার পর এই ভিটেমাটি আর প্রকৃতির সঙ্গে মিশে আছেন। নগরায়ণের ফলে পাখিরা যখন আবাস হারাচ্ছে, তখন এদের নিরাপদে থাকার জন্য নিজের বসতভিটাই উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। কেউ সেখানে পাখি শিকারের চেষ্টা করলেও শক্তভাবে তিনি প্রতিরোধ করেন। প্রায় পাঁচ দশক ধরে প্রকৃতি আর পাখি সংরক্ষণ করছেন তিনি। আকাশের সেই জন্মভিটাতেই বন বিভাগ পাখিদের অভয়াশ্রমসংবলিত সাইনবোর্ড টাঙিয়েছে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ অনেক সামাজিক প্রতিষ্ঠানে আকাশের অবদান আছে। সাড়ে ৬ বিঘা বসতভিটার পাশাপাশি মাঠেও আছে অর্ধশতাধিক বিঘা জমি। আছে গরুর খামার।

আকাশ প্রতিবেশী ও অন্যদের কাছে পরিচিত হলেও বোন থাকেন লোকচক্ষুর আড়ালে। প্রতিবেশীদের অনেকে তাঁকে কখনো দেখেননি। আকাশের দাবি, পশুপাখিগুলোই তাঁদের সঙ্গী।

তিনি মনে করেন, প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা বাড়াতে হবে, সচেতন হতে হবে। সরকার চাইলে তাঁর অভয়াশ্রম ঘিরে পরিকল্পনা করতে পারে; যাতে কোনো পশুপাখি শিকার করা না হয়।

আপনি এ শহরেই সফলতা অর্জন করতে

শেষ পৃষ্ঠার পর

এসব কথাই উল্লেখ করেন সিটি মেয়র এরিক অ্যাডামস্।

তিনি বলেন, "আমরা ২ লাখ ৭০ হাজার বেসরকারী-খাতের চাকরি তৈরি করেছি এবং ডেলিভারি ম্যানদের প্রাপ্য বেতন এবং সুবিধা পেতে তাদের জন্য ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করেছি। NYCHA প্রিজারভেশন ট্রাস্টের মাধ্যমে, আমরা পাবলিক হাউজিং এর জন্য বিলিয়ন ডলার আনতে সক্ষম হয়েছি এবং সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসনের রেকর্ড ভেঙে শহরের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক সাশ্রয়ী মূল্যের বাড়ির জন্য অর্থায়ন করতে পেরেছি। আমরা আগের বছরের তুলনায় আরও বেশি নিউ ইয়র্কবাসীকে সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসন খুঁজে পেতে সহায়তা করতে পেরেছি। কর্মজীবী অভিভাবকদের জন্য ডে-কেয়ারের খরচ কমিয়েছি, পাবলিক স্কুলে আরও বেশি শিক্ষার্থী ভর্তি করেছি, পরীক্ষার ফলাফল বাড়িয়েছি, এবং আমাদের শ্রেণীকক্ষে পড়ার শিক্ষাকে রূপান্তরিত করেছি। আমরা পার্ক এবং রাস্তায় ইঁদুরের উপদ্রব কমিয়ে, কম ট্র্যাশ ব্যাগে শহরের রাস্তাগুলিকে আরও পরিষ্কার করেছি। এবং আমরা আশ্রয়প্রার্থীদের দ্বারা উত্থাপিত মানবিক সমস্যা সমাধানের জন্য পুরো পৌর গভর্নমেন্টকে একত্রিত করেছি।"

জননিরাপত্তা প্রথম অগ্রাধিকার বলে উল্লেখ করেন অ্যাডামস্। তিনি বলেন, "যদিও পরিবহনের ভবিষ্যত নিয়ে নিউ ইয়র্কবাসীরা উচ্ছ্বসিত, তবে আমরা আমাদের ফুটপাথে বিপদজনক লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি বা ইঞ্জিন চালিত সাইকেলগুলো দ্বারা বিল্ডিংগুলিকে বিপদে ফেলতে পারি না। নতুন ডেলিভারি মোড পরিচালনা করতে এবং ড্রাইভার, ডেলিভারি কর্মী, পথচারীদের নিরাপত্তার জন্য, আমরা প্রথমবারের মতো "টেকসই ডেলিভারি বিভাগ" প্রতিষ্ঠার জন্য সিটি কাউন্সিলের সাথে সহযোগিতা করার পরিকল্পনা করছি। আমরা সবাই জানি যে, আমাদের শোবার ঘর, রান্নাঘর এবং আমাদের বসার ঘরের সোফাগুলিতে একটি গোপন অস্ত্র রয়েছে, ডিভাইস বা মোবাইল স্ক্রিনে প্রযুক্তির ব্যবহার। আমাদের শিশুরা টিকটক, ইউটিউব এবং ফেসবুকের প্ল্যাটফর্মগুলিকে আসক্তিযুক্ত হচ্ছে যা বিপজ্জনকভাবে তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের সংকটকে বাড়িয়ে তুলছে। প্রযুক্তির ব্যবহারে কিছু নিষেধাজ্ঞা নিয়ে আমেরিকায় আমরাই প্রথম একটি পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছি যা সোশ্যাল মিডিয়ার সাথে যুক্ত ঝুঁকি সম্পর্কে শিশু ও অভিবাবকদের সতর্ক করবে; পরামর্শ দিবে যেমনটি সার্জন জেনারেল তামাক এবং বন্দুকের সাথে করেছিলেন। আমরা আমাদের শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্যকে বিপন্ন করতে পারি না।"

যেহেতু অর্থনীতিই শহরের চালিকাশক্তি তাই অ্যাডামস্ প্রশাসন "হারবার অফ দ্য ফিউচার" পরিকল্পনা উন্মোচন করেছে, যা নিউইয়র্ক সিটিকে উদ্ভাবন এবং সুযোগের জন্য $৯৫ বিলিয়ন এর অর্থনৈতিক প্রভাব তৈরি করা সহ বৈশ্বিক কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা করবে এবং ৫৩ হাজার অস্থায়ী এবং স্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে। অ্যাডামস্ প্রশাসন ইতোমধ্যেই ব্রঙ্কস থেকে ব্রুকলিন, ম্যানহাটন এবং স্টেটেন আইল্যান্ড পর্যন্ত উন্নত প্রকল্পগুলি তৈরি করেছে যা উদীয়মান ক্ষেত্রগুলিতে গবেষণা এবং উদ্ভাবন চালাবে। এই বছর, তারা ব্রুকলিন আর্মি টার্মিনালে $১০০ মিলিয়ন জলবায়ু খোলার সাথে "ফিউচার অফ দ্য হারবার" বরাবর একটি নতুন স্টপ যুক্ত করবে। অ্যাডামস্ বলেন, "যেহেতু আমরা ক্লিন টেক ম্যানুফ্যাকচারিং এবং উদ্ভাবনে বিনিয়োগ করি, এই হাবটি সানসেট পার্কে গবেষণা, কোম্পানির উন্নয়ন এবং ইনকিউবেশন নিয়ে আসবে।"

এ বছর পাবলিক সাইটে ২৪টি আবাসন প্রকল্পকে এগিয়ে নিতে ১২ হাজারটির বেশি ইউনিট তৈরি বা সংরক্ষণ করা হবে বলে জানান অ্যাডামস্। বাড়ির মালিকদের জন্য হেল্প ডেস্ককে প্রসারিত করা হবে যা লোকেদেরকে তাদের বাড়িতে রাখার জন্য কাউন্সেলিং এবং সংস্থান প্রদান করবে। সমস্ত নিউ ইয়র্কবাসীর জন্য শহুরে অভিজ্ঞতা পুনঃউদ্ভাবন চালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন অ্যাডামস্ প্রশাসন যার মধ্যে চাইনাটাউনের কিমলাউ প্লাজা সম্পূর্ণ সংস্কার করা হবে এবং ব্রঙ্কস-ব্রুকলিনে চারটি প্রধান পাবলিক স্কেট পার্ক তৈরি সহ পুনর্নবীকরণ করা হবে। গত সপ্তাহে অ্যাডামস্ প্রশাসন $৪০ মিলিয়ন অ্যাকশন প্ল্যান, "Women Forward NYC" উন্মোচন করেছে যার লক্ষ্য হল আরও বেশি নারীকে কর্মসংস্থানের সুযোগ অ্যাক্সেস করতে সাহায্য করা, স্বাস্থ্যসেবার প্রতিবন্ধকতা দূর করা, মহিলাদের প্রতি সহিংসতা হ্রাস করা।

শরীফ থেকে শরীফা : গোড়াতেই যেখানে গড়মিল

এইচ বি রিতা

সম্প্রতি ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষক, নাম আসিফ মাহতাব, জাতীয় শিক্ষক ফোরামের 'বর্তমান কারিকুলামে নতুন পাঠ্যপুস্তক: বাস্তবতা ও ভবিষ্যৎ' শীর্ষক সেমিনারে জনসম্মুখে সপ্তম শ্রেণীর ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বইয়ের শরীফ থেকে 'শরীফা' হওয়ার গল্পটি ছিঁড়ে ফেলায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিশাল তোলপাড় শুরু হয়েছে। প্রতিবাদে একেকজন একেক রকম যুক্তি, দর্শন, মানবিক মূল্যবোধকে তোলে ধরছেন। সবার মতামত ও প্রতিবাদ দেখে আমার গল্পের মূল পাতাগুলো পড়ার আগ্রহ জাগল। গুগল ঘেটে ডাউনলোড করে পুরো পল্প এবং শিশুদের জন্য রাখা প্রশ্নগুলো পড়লাম।

শরীফ থেকে 'শরীফা' গল্পের পৃষ্ঠা ছিঁড়ে ফেলায় আসিফ মাহতাব এর আচরণ নিয়ে বিতর্কের শুরুটা মূলত- হিজড়া সম্প্রদায়ের জন্য মানুষের মানবতাবোধ থেকে। গল্পের সারমর্ম হল- শিশুদেরকে হিজড়া সম্প্রদায় সম্পর্কে অবগত করা, তাদের প্রতি ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের বিরূপ ধারণা ও বৈষম্য তোলে ধরা এবং আলোচনা ও প্রশ্নের মাধ্যমে এই সম্প্রদায়ের প্রতি শিশুদের মানবতাবোধ জাগ্রত করা।

আমাদের সমাজে হিজড়া সম্প্রদায় সব সময়ই অবহেলিত, বৈষম্যের শিকার। তারা দৈনন্দিন জীবনে চলতে গিয়ে পরিবার ও সমাজে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার শিকার হন। তাদেকও সমাজে সমানভাবে স্বাধীনতা নিয়ে চলার অধিকার আছে। তাদেরকে লিঙ্গ বিচারে পৃথক করে নয় বরং মানুষ হিসাবে বিবেচনা করতে হবে- অর্থাৎ শরীফ থেকে 'শরীফা'র গল্পে, হিজড়া এবং ট্র্যান্সজেন্ডাররা যে আমাদের সমাজের একটি অংশ, তাদেরকে বৈষম্যে না ঠেলে তাদের প্রতি সহমর্মীতা ও মানবতায় গ্রহণ করতে হবে, সেটাই বলা হয়েছে। এটি খুবই সমসাময়িক এবং শিক্ষণীয় গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়।

এখন, এই গল্পে যে বড়ো দুইটা গড়মিল করা হয়েছে তা হল-'হিজড়া এবং ট্র্যান্সজেন্ডার' শব্দ দুটোকে একই অর্থে ব্যবহার করা এবং এই শব্দ দুটোর সঠিক সংজ্ঞা উপস্থাপন না করা, এর পিছনের কারণ সম্পর্কে স্পষ্ট কোনো ব্যাখ্যা না দেয়া এবং একজনের শরীর ও মস্তিষ্কের বায়োলোজিক্যাল রূপান্তরকে গল্পে কেবল "মনে মনে" রূপান্তরের ধারণা দেয়া। গল্পে শরীফা বলছেন, "কিন্তু আমি নিজে এক সময় বুঝলাম, আমার শরীরটা ছেলেদের মতো হলেও আমি মনে মনে একজন মেয়ে"-যা মূলত পুরো গল্পটাকে বিতর্কিত করার কারণ এবং আসিফ মাহতাব এর মতো আরো অনেকর উগ্র আচরণকে ট্রিগার করতে পারে।

হিজড়া এবং ট্র্যান্সজেন্ডার- দিনশেষে একই অর্থ দাঁড়ালেও তাদের মধ্যে কিঞ্চিৎ পার্থক্য রয়েছে। লিঙ্গ পরিচয়ের ধারণাটি প্রসঙ্গ-নির্ভর হতে পারে। হিজড়া ও ট্র্যান্সডেন্ডারের সংজ্ঞায় যাবার আগে জেন্ডার ডিসফোরিয়া সম্পর্কে জানতে হবে। জেন্ডার ডিসফোরিয়া, গোনাডাল (যা একটি প্রজনন গ্রন্থি, যেমন ডিম্বাশয় বা টেস্টিস যা গ্যামেট তৈরি করে) বিকাশ এবং মস্তিষ্কের যৌন পার্থক্য এবং অভিযোজনের মধ্যে অসঙ্গতি থেকে ঘটে। লিঙ্গ বিকাশের মধ্যে অনেক সম্ভাব্য বৈচিত্র রয়েছে, বায়োলোজিক্যাল সেক্স বা জৈবিক লিঙ্গ এবং তাদের লিঙ্গ পরিচয়ের মধ্যে মিসম্যাচ বা অমিলের কারণে হয় জেন্ডার ডিসফোরিয়া। আর এখানেই আসে ইন্টারসেক্স, ট্র্যান্সজেন্ডার এবং হিজরা শব্দগুলো। জেন্ডার ডিসফোরিয়ায় থাকা ব্যক্তিরা সমকামী, ট্র্যান্সজেন্ডার বা ইন্টারসেক্স হিসাবেও চিহ্নিত হতে পারে। জেন্ডার ডিসফোরিয়ার সঠিক নির্দিষ্ট একটি কারণ এখনো অজানা। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, যে হরমোনগুলি বায়োলোজিক্যাল সেক্স বা জৈবিক লিঙ্গের বিকাশকে ট্রিগার করে, সেগুলি মস্তিষ্ক, প্রজনন অঙ্গ এবং যৌনাঙ্গে সঠিকভাবে কাজ করতে না পারার কারণে পার্থক্য সৃষ্টি করে। একজন মায়ের শরীরে অতিরিক্ত হরমোন এই পার্থক্য তৈরি করতে পারে যাকে অ্যান্ড্রোজেন ইনসেন্সিটিভিটি সিন্ড্রোম (AIS) বলা হয়। X ক্রোমোজোমে জেনেটিক ত্রুটির কারণে AIS হয় এবং এটি ভ্রূণকে হরমোনের প্রতি সংবেদনশীল করে তোলে। যখন এটি ঘটে, তখন গর্ভাশয়ে হরমোনের ত্রুটি, জেন্ডার ডিসফোরিয়ার কারণ হতে পারে, যেমন-কুঁচকির অন্ত্রবৃদ্ধি, বয়ঃসন্ধির সময় পুরুষের স্তনের বিকাশ, পেটের অণ্ডকোষ বা শরীরের অন্যান্য অস্বাভাবিক জায়গায় অণ্ডকোষ, খুব ছোট লিঙ্গ, মূত্রনালীর খোলা জায়গাটি অগ্রভাগে না থেকে লিঙ্গের নিচের দিকে থাকা, অণ্ডকোষ যা দুই ভাগে বিভক্ত, জরায়ু ছাড়া যোনি থাকা বা অস্বাভাবিক ছোট যোনি থাকা, অনেক বড় ক্লিটোরিস বা ভগাঙ্কুর থাকা, যোনিওষ্ঠের আংশিক বন্ধ থাকা..! জেন্ডার ডিসফোরিয়া অন্যান্য অস্বাভাবিক অসুস্থতার কারণেও হতে পারে যেমন: কনজেনিটাল অ্যাড্রিনাল হাইপারপ্লাসিয়া (CAH), এই সঙ্কটে একটি মহিলার ভ্রূণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে পুরুষ হরমোন তৈরি করে, যা ইন্টারসেক্স এর একটি অবস্থা এবং যেখানে অস্পষ্ট, অসম্পূর্ণ বা উভয় লিঙ্গের যৌনাঙ্গ সহ বাচ্চাদের জন্ম হয়। জেন্ডার ডিসফোরিয়ার একটি সম্ভাব্য জৈবিক ব্যাখ্যা সাম্প্রতিক গবেষণার দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে যেখানে যৌন হরমোন অ্যান্ড্রোজেন এবং ইস্ট্রোজেন নিয়ন্ত্রণকারী জিনের মধ্যে ট্র্যান্সজেন্ডার পরিচয় এবং পরিবর্তনের মধ্যে একটি সংযোগ খুঁজে পেয়েছেন গবেষকরা।

ট্রান্সজেন্ডার এবং হিজড়ার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। ট্রান্সজেন্ডার একটি বৃহৎ সমন্বয় যা এমন ব্যক্তিদের বোঝায় যাদের লিঙ্গ পরিচয়, তাদের জন্মের সময় নির্ধারিত লিঙ্গ পরিচয় থেকে আলাদা হয়। বর্তমানে লিঙ্গ পলিটিক্স এবং লিঙ্গ গবেষণা পদ্ধতিতে অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলস বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি করা অধ্যাপক কাজী আশরাফ উদ্দিন এমনটিই ব্যাখ্যা করেছেন। যখন একজন ব্যক্তি নির্দিষ্ট একটি সেক্স বা লিঙ্গ নিয়ে জন্মায় এবং

একজন ছেলে বা মেয়ে হিসাবে তার পরিচয় নির্দিষ্ট থাকে, কিন্তু পরবর্তীতে তার চরিত্রে এমন কিছু বৈশিষ্ট্যের উদ্ভূত হয়, যাতে সে জন্ম লিঙ্গ বা সেক্স পরিচয়ের সাথে নিজেকে মিলাতে পারে না, তখন সেটা ট্রান্সজেন্ডার হতে পারে। যেমন-কেউ ছেলে হিসাবে জন্মেছে কিন্তু তার মধ্যে মেয়েদের কিছু লক্ষণ, অনুভূতি বা আচরণ লক্ষ্যণীয় হচ্ছে কিংবা কেউ মেয়ে হিসাবে জন্মেছে কিন্তু তার মধ্যে ছেলেদের সকল অনুভূতি ও আচরণ লক্ষ্যণীয় হচ্ছে। এখানে কিন্তু ব্যক্তির সেক্স নির্দিষ্ট কিন্তু জেন্ডার মিসম্যাচ হচ্ছে। এই জেন্ডার মিসম্যাচ নিয়ে বেঁচে থাকা ব্যক্তিরা শরীর নিয়ে চরম অস্বস্তি ও অসন্তুষ্টিতে থাকেন এবং এই অনুভূতি মানসিকভাবে এতটাই তীব্র হতে পারে যে, তারা হতাশা এবং উদ্বেগের মতো মানসিক সঙ্কটগুলিতে ভোগেন এবং এগুলো তাদের দৈনন্দিন জীবনে ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলে। তখন কাউকে সাইক্রিয়াটিস্ট বা ট্রিটমেন্টে যেতে হয়, কেউ তাদের শারীরিক শারীরবৃত্তিকে নিজ লিঙ্গ পরিচয়ের সাথে মিলাতে লিঙ্গ পুনর্নির্ধারণ অস্ত্রোপচার করেন। যে জন্মেছে ছেলে হিসাবে কিন্তু দিন দিন তার ভেতরে মেয়ে হরমোন বৃদ্ধি পাচ্ছে কিংবা শরীরে অস্বাভাবিকতা রয়েছে, সে কী করে আরেকটি মেয়েকে বিয়ে করে সংসার সাজাবে? সেক্ষেত্রে তাকে নিজের যে কোনো একটা পরিচয় গঠন করতে হয় বেঁচে থাকার জন্য। এ কারণে অনেকেরই অস্ত্রোপচার করেন আবার অনেকের আত্মহত্যা করার রেকর্ডও রয়েছে।

ট্রান্সজেন্ডার হওয়া কারো পছন্দ নয়, এটি একটা সমস্যা। এর পিছনে বায়োলোজিক্যাল কারণ আছে, জেনেটিক প্রভাব এবং জন্মপূর্ব হরমোনের মাত্রা, যে কাউকে জন্ম লিঙ্গ পরিচয় থেকে ভিন্ন পরিচয়ে নিতে পারে।

অন্যদিকে, হিজরা শব্দটি এমন লোকদের বোঝায় যারা পুরুষ এবং মহিলা উভয় অসম্পূর্ন জননাঙ্গ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন, আবার নারীদের সকল বৈশিষ্ট্য থাকলেও নারী জননাঙ্গ থাকে না কিংবা পুরুষের সকল বৈশিষ্ট্য থাকলেও পুরুষ জননাঙ্গ থাকে না। তবে মহিলা লিঙ্গের সাথেই তারা বেশি সনাক্ত হন। প্রধানত দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে ব্যবহৃত হিজড়াদেরকে পুরুষ হিসাবে বর্ণনা করা হয় যারা মেয়েলি পরিচয়ে মেয়েলি লিঙ্গ ভূমিকা গ্রহণ করে এবং নিজেকে মেয়েলি পোশাকে সজ্জিত করে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোয় অস্পষ্ট বা অপূর্ণ যৌনাঙ্গের কারণে ইন্টারসেক্স ব্যক্তিদের হিজড়া বলা হয়। তাই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি পুরুষ না মহিলা তা বলা মুশকিল। সাংবিধানিকভাবে হিজড়াদের তৃতীয় লিঙ্গ বা তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ বলা হয়। তবে সব ইন্টারসেক্স ব্যক্তি হিজড়া নয়।

ইন্টারসেক্স কি? যখন একজন ব্যক্তির প্রজনন বা যৌন শারীরস্থান সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হয় না অর্থাৎ সেক্স নির্দিষ্ট হয় না কিংবা ব্যক্তি পুরুষ বা মহিলার সংজ্ঞার সাথে খাপ খায় না, তখন সেটা ইন্টারসেক্স বা উভলিঙ্গ। এই মানুষদের জননাঙ্গ পুরুষ বা স্ত্রী লিঙ্গের চাইতে ভিন্ন হয়। বলা হয়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটি ছেলেদের হয়ে থাকে। তাদের ক্রোমোজোম পুরুষ বা নারীর মতো থাকতে পারে তবে তাদের হরমোন ক্ষরণের মাত্রায় ভিন্নতা থাকতে দেখা গেছে। এটি ক্রোমোজোম, জন্মগত ত্রুটি, হরমোন, বা শারীরিক বিভিন্নতার সাথে জড়িত হতে পারে বলে বিশেষজ্ঞরা ধারণা দেন। ইন্টারসেক্স এব বৈশিষ্ট্যগুলি জন্মের সময় সাথে সাথে স্পষ্ট নাও হতে পারে এবং পরবর্তী জীবনে এসব আবিষ্কৃত হতে পারে। ইন্টারসেক্স মানুষ অনেক সময় ট্রান্সজেন্ডার, নন বাইনারি কিংবা বাইনারি অর্থাৎ নারী বা পুরুষ হিসেবে নিজের জেন্ডার পরিচয় দিতে পারেন।

মোট কথা, ট্রান্সজেন্ডারদের ক্ষেত্রে জন্মগতভাবে সেক্স বা লিঙ্গ নির্দিষ্ট থাকলেও ইন্টারসেক্স বা হিজড়াদের ক্ষেত্রে সেক্স বা লিঙ্গ জন্মগতভাবে নির্দিষ্ট হয় না। ট্রান্সজেন্ডার এবং ইন্টারসেক্স বা হিজড়া আলাদা।

কাজেই বিভিন্ন গবেষণা ও তথ্যের আলোকে আমরা দেখতে পাই যে, হিজড়া বা ট্র্যান্সজেন্ডার হওয়া কারো পছন্দ নয়, এটি একটি সঙ্কট। কারো "মনে মনে" ইচ্ছা হলেই লিঙ্গ বা সেক্স পরিচয়ের পরিবর্তন ঘটবে না। বরং এর পিছনে একাধিক অস্পষ্ট কারণ এখনো বিদ্যমান, যা এখনো নির্দিষ্ট কোনো একটি কারণকে শনাক্ত করতে পারেনি।

শরীফ থেকে 'শরীফা'-এর গল্পে এই ব্যাখ্যাগুলি উপস্থাপন করা হয়নি। এই গল্পে খুব সহজ ও স্পষ্টভাবে সপ্তম শ্রেণীর শিশুদের যা ধারণা দেয়া হয়েছে, তা হল- 'মনে মনে' লিঙ্গ পরিবর্তণের ধারণা। একটি শিশু এই বয়সে 'মনে মনে' অনেক কিছু ধারণা করে এবং পরিবর্তন করতে চায়, বিশ্বকে নতুন আঙ্গিকে দেখতে চায়। মনোবিজ্ঞানী জন পিয়াজে'র কগনিটিটিভ ডেভেলপমেন্ট স্টেজ বা থিওরি যারা পড়েছেন, তারা নিশ্চয়ই জানবেন যে, ১০ থেকে ১২ বছর বয়সী শিশুরা এ সময় তাদের বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আগ্রহ দেখায়। একই লিঙ্গের বন্ধু থাকা থাকা তাদের জন্য আরও আবেগগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এটা স্কুল বা বন্ধুদের থেকে চাপ অনুভব করারও একটা সময়। এ সময় বয়ঃসন্ধিকাল ঘনিয়ে আসে এবং সাথে সাথে তারা শরীর সম্পর্কে আরও সচেতন হয়। এ সময় তাদের অস্পষ্ট আবেগের অন্বেষণ ঘটতে পারে এবং বন্ধুদের মন জয়লাভ করার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ আচরণে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। জটিল সম্পর্ক, মতবিরোধ, বিচ্ছেদ, নতুন বন্ধু তৈরি করা এবং স্থায়ী সম্পর্ক-সামাজিক মিথস্ক্রিয়াগুলি এর উদাহরণ। এ সময় তারা সহায়ক শিক্ষক বা প্রাপ্তবয়স্কদের কাছ থেকেই সমস্যা মোকাবিলা করার পদ্ধতি শিখে এবং এতে করে নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হয়। প্রাথমিক প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার সাথে সাথে স্কুলের সাফল্য এবং কাজের সাথে সম্পর্কিত কার্যকলাপগুলি আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে তাদের কাছে। ১০ থেকে ১২ বছর বয়সীরা অনেক সময় টয়লেটে বসে গেমস খেলে সময় কাটায় বা যৌন কার্যকলাপমূলক কিছু দেখার আগ্রহ বাড়ে, যেমন, নগ্ন ছবি, ছেলে-মেয়ের সম্পর্ক, চুম্বন এসব। এ সময় শিশুদের জ্ঞানীয় দক্ষতাগুলি বাস্তব জগতের বোধগম্যতা বাড়ায় এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সাথে জড়িত সমস্যাগুলি সমাধান করতে যুক্তি ব্যবহার করতে সহায়তা করে; তবে অনুমানমূলক সমস্যাগুলি সমাধান করতে বা বিমূর্ত উপায়ে চিন্তা করতে শিশুদের সমস্যা হয়। অর্থাৎ এ সময় তারা পদ্ধতিগত বৈজ্ঞানিক উপায়ে সম্পূর্ণ চিন্তা করতে পারে না।

কাজেই যদি সপ্তম শ্রেণীর একটি শিশুর বয়স ১২ বছর হয়, সেক্ষেত্রে তাকে যদি এই হিজড়া ও ট্র্যান্সজেন্ডার সম্পর্কে পূর্ণ ব্যাখ্যা বা ধারণা দেয়া হয়, তবে সে পদ্ধতিগত বৈজ্ঞানিক উপায়ে সেটা সম্পূর্ণ বুঝতে ব্যর্থ হবে। এখন বলতে পারেন, "এজন্যই খুশি আপা সপ্তম শ্রেণীর বইয়ের শরীফ থেকে 'শরীফা'র গল্পে পূর্ণ ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেননি।"

হ্যাঁ, এটারও যুক্তি আছে। কিন্তু হিজড়া ও ট্র্যান্সজেন্ডার নিয়েই যেহেতু বইতে গল্পটি সাজানো হয়েছে, তাই এর প্রকৃত সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যার দরকার আছে। বরং যে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে (মনে মনে ভাবা), সেটা শিশুদেরকে সম্পূর্ণ ভুল ধারণা দিতে পারে বা বিভ্রান্তিতে ফেলতে পারে। এতে করে শিশুরা "মনে মনে" যে কোনো ভাবনাকেই সঠিক বলে ধরে নিতে পারে এবং প্রয়োগ করতে চেষ্টা করতে পারে। যেমন-কোনো শিশুর যদি এখন মনে হয় যে, আমি ছেলে হয়ে জন্মেছি কিন্তু আমার মেয়ে হতে মন চায় এবং তার শারীরিক কোনো মেয়েলি লিঙ্গ বা পরিবর্তন না থাকলেও হয়তো শিশুটি ছেলে থেকে মেয়েতে রূপান্তরিত হতে, মেয়েলি পোশাক, সাজ, কাজের মাধ্যমে চেষ্টা করতে পারে। কারণ পাঠ্য বইয়ের গল্পে 'মনে মনে' ভাবনার কথাই বলা হয়েছে। এই বয়সের শিশুরা যেহেতু পদ্ধতিগত বৈজ্ঞানিক উপায়ে সম্পূর্ণ চিন্তা করতে পারে না এবং এ বয়সে তারা বিশ্বকে নিজের মতো আবিস্কার করতে চায়, তাই তারা 'মনে মনে' মেয়ে থেকে একজন ছেলে হওয়া বা ছেলে থেকে মেয়ে হওয়ার ভাবনাকে স্বাভাবিক বলে ধরে নিতে পারে, এর মূল রুপান্তর ও বায়োজোলিক্যাল-জেনেটিক-হরমোনাল বিষয়গুলি নিয়ে না ভেবে। আসিফ মাহতাব সম্ভবত এই বিষয়টা নিয়েই উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন।

এখন আসি আসিফ মাহতাব এর আচরণ নিয়ে। তিনি যখন শরীফ থেকে 'শরীফা"র গল্পটিকে সপ্তম শ্রেনীর শিশুদের জন্য অনুপযুক্ত মনে করেছিলেন, তখন উনার উচিত ছিল সেটা সম্পর্কে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডে জানানো বা অভিযোগ করা। পাঠ্যপুস্তকগুলির বিষয়বস্তু, পাঠ্যক্রমের প্রাসঙ্গিকতা, শিক্ষাগত মান এবং শিক্ষাগত মানগুলির সাথে সারিবদ্ধতার উপর ভিত্তি করেই একটি স্কুলের বই মূল্যায়ন করা হয়। সেক্ষেত্রে যারা স্কুলের বইগুলো গৃহিত হতে অনোমোদন করেন, তাদেরও বইয়ের প্রতিটা বিভাগ, শিক্ষণীয় বিষয়, দ্বন্ধমূলক সম্ভাবনার চিত্রগুলো বিবেচনায় রাখা দরকার। আসিফ মাহতাব নিজের ক্ষোভকে দমন করতে পারেননি বলেই গল্পের পৃষ্ঠাগুলো ছিঁড়ে ফেলেন যা একজন শিক্ষকের পেশাকে নিঃসন্দেহে প্রশ্নবিদ্ধ করার কারণ। এমন আচরণ একজন শিক্ষকের অমানবিকতা, অনৈতিকতাকে প্রকাশ করে।

মূল কথা, শরীফ থেকে 'শরীফা'-গল্পটির শিক্ষণীয় উদ্দেশ্য নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তবে এটি হিজড়া-ট্র্যাসজেন্ডার সম্পর্কে সমাজ সচেতনা ও শিশুদের মানবিকবোধ জাগ্রত করতে সম্পূর্ণ পরিপূর্ণ তথ্যবহুল একটি গল্প হয়ে উঠেনি। এবং এই একই কাজটি করার জন্য সপ্তম শ্রেণী সঠিক ক্লাস বা শিশু বয়স নয়। বইয়ের গল্পটি অষ্টম বা নবম শ্রেণীর জন্য নির্ধারণ করলে এবং বিষয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্যবহুল ধারণা ও বিশ্লেষণ যুক্ত করলে, পারিবারিক, সামাজিক প্রভাব সম্পর্কে ব্যাখ্যা করলে-সেটি হতে পারতো শিশুদের জন্য আরো উপযুক্ত শিক্ষণীয় একটি ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান গল্প।

কলকাতা সিলেট উৎসব ২০২৪

উত্তর আমেরিকা অফিস

বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে আছেন সিলেট অঞ্চলের মানুষ। তাদের মধ্যে সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক অনন্যতায় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এর আগে নিউইয়র্কে হয়ে গেছে বিশ্ব সিলেট সম্মেলন। এমন একটি সম্প্রীতি সম্মেলন হয়ে গেলো কলকাতায়। কলকাতা সিলেট উৎসব ২০২৪ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে যোধপুর পার্ক পূজা প্রাঙ্গণে। ২৭ ও ২৮ জানুয়ারী এ উৎসবে পূর্ব পশ্চিমে ছড়িয়ে থাকা বিশিষ্ঠ সিলেটিরা যোগ দিয়েছেন।

'বিশ্ব সিলেট সম্মেলন' এর বর্তমান সভাপতি রাশেদা কে চৌধুরী, মহা সচিব কর্নেল(অবঃ) আব্দুস সালাম এবং প্রধান সমন্বয়কারী ও সংগঠনের সহ সভাপতি অধ্যাপক ডাঃ জিয়াউদ্দিন আহমেদ। কলকাতার সিলেট উৎসবের জের ধরে ডাঃ জিয়াউদ্দিন আহমেদের সাথে কথা হয় এ প্রতিবেদকের। তাঁর সাথে আলাপচারিতার জের ধরে কিছু নেপথ্য কথা তুলে ধারা হলোঃ -

" সিলেট সম্মেলন অনেক ঐতিহাসিক গুরুত্ব রাখে। ১৮৭৫ সালে সিলেট জেলাকে বেঙ্গল প্রদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে আসামের সাথে সংযুক্ত করা হলে সিলেটিরা এর প্রতিবাদ করেন। এ প্রতিবাদে কোন লাভ হয়নি। আসামের সাথে সংযুক্তিতে সিলেটিদের লাভ ক্ষতি উভয়ই হয়েছিল। লাভ হয়েছিল, কারণ আসামবাসী কম পড়াশুনা করায় সিলেটিরা (বাঙালী) এই সুযোগ নিয়ে সব স্কুল কলেজে পড়াশুনা করেছে। সেই সময় ভারতে,বিশেষ করে আসাম রাজ্যে সব ক্ষেত্রে বড় ভুমিকা রাখেন এসব লোকজন। আসামের রাজনীতি থেকে শুরু করে বিভিন্ন পেশার সিলেটিরা প্রতিপত্তি লাভ করেন। এমনকি শান্তিনিকেতনেও বেঙ্গল প্রদেশ থেকে বেশি আসামের সিলেটিরা প্রধান পদগুলিতে নিয়োগ পেয়েছেন। তাছাড়া আরেকটি লাভ হয়েছিল আসামবাসীর। বেঙ্গল খেদাও আন্দলনের বৈরী ভাবের চাপে সব সিলেটিরা হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে এক জাতি হিসাবে সংঘবদ্ধ হতে শুরু করেন। অসাম্প্রদায়িক এক অপূর্ব পরিস্থিতি বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলে জুড়ে বিরাজমান হয়েছিল। তাছাড়া, সিলেটে অনেক বর্ণ হিন্দু থেকে মুসলিম হিসেবে ধর্মান্তরি হওয়ার ফলে দুই ধর্মের অনেকের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক সন্মানের সাথে বজায় রাখতে দেখা গেছে।

এসব ছাড়াও সুফী সাধক হজরত শাহজালাল(রহঃ) এবং বৈষ্ণব সাধক শ্রী চৈতন্যের প্রভাবে এ অঞ্চলের সব মানুষের মধ্যে একই স্রষ্ঠার মমতা ছড়িয়ে পড়ে। ভাতৃত্ববোধ এবং পারস্পরিক সম্পর্কের এ বোধ যেন সিলেট অঞ্চলের আবহাওয়া ও সংস্কৃতির সাথে মিশে যায়। বাংলা থেকে নির্বাসিত সিলেটবাসী নিজেদের উন্নতির জন্য বিভিন্ন কর্মকান্ডে এক সাথে এগিয়ে আসেন। সামাজিক , রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অসাম্প্রদায়িকতা দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে সিলেট অঞ্চলে বারবার। গ্রামে গঞ্জে সব বাউল আর ফকিরদের গানে ছিল অসাম্প্রদায়িকতা আর আর ভালোবাসার সুর।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, রাজা জিসি এবং সাধু বাবুর পরিবারের শিক্ষা ক্ষেত্র সহ অনেক ক্ষেত্রে দান ছিল অভাবনীয়। কুদরত উল্লাহ মসজিদের জন্য ১ টাকায় জমি প্রদান করেছিলেন তারা। মুরারী চাঁদ কলেজের সকল জমি অধিকরণ করে কলেজ ভবন নির্মান করেন, তখনকার আসামের শিক্ষামন্ত্রী সৈয়দ আবদুল মজীদ কাপ্তান মিয়া। কিন্তু তিনি নতুন বিরাট কলেজটিতে নিজের নাম না দিয়ে মুরারী চাঁদ কলেজ নাম করেন। মুরারী চাঁদ কলেজ তখন রাজার স্কুলের উপরে আর গোবিন্দ পার্কে বেহাল অবস্থায় ছিল।

সিলেট সম্মেলন শুরু হয়েছিল ১৯০২ সাল নাগাদ। তারা ঘরে বসে মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ করে দেয়াসহ অনেক সামাজিক কাজে তৎপর ছিলেন। সমস্ত ভারতে ছিটিয়ে থাকা সিলেটিরা এই ঐতিহ্যকে গর্বের সাথে ধারণ করতেন এবং সম্মেলনে অংশগ্রহণ করতেন।

ভারত বিভাগের পর সিলেট সম্মেলন হতে লাগলো কলকাতা সহ বিভিন্ন রাজ্যে। এবারের সম্মেলন বা উৎসবের সুর ছিল বিশেষ করে সিলেটের গান ও আধ্যাত্মিকতা। এসবের ঐতিহ্যকে ভারতবাসীর কাছে তুলে ধরা আর নিজেদের মধ্যে মিলন মেলার মাধ্যমে প্রজন্ম ও নিজেদের একটি সন্মানের জায়গায় নিয়ে যাওয়া। আজ সমস্ত ভারতে সিলেটি গানের ব্যাপক পরিচিতি। পাকিস্তান বা পরে বাংলাদেশে সিলেট সম্মেলন করার দরকার মনে করা হয়নি। তবে দক্ষিন কলকাতা সিলেট এসোসিয়েশনের সভাপতি প্রদোষ এবং ডা দিপ্তার আকুল আমন্ত্রণে শুরু হয় নতুন করে সেতুবন্ধন। ঢাকার জালালাবাদ এসোসিয়েশন কলকাতায় প্রথমবারের মত ২০১৬ সালে তাদের সাথে যোগদান করেন। সেই বছরই বাংলাদেশের সিলেট ও ঢাকায় আন্তর্জাতিক সিলেট উৎসব করে সবাইকে অনুপ্রাণিত করেন।

সেই সময় বহু দুরে থাকা প্রবাসী সিলেটিদের ঐক্যবদ্ধ করে সিলেট বিভাগের উন্নতি করার চিন্তা মাথায় আসে। এ নিয়ে ডাঃ জিয়াউদদীন আহমেদ ও সমাজ সংগঠক জুয়েল চৌধুরী, নিউইয়র্কে প্রথম বিশ্ব সিলেট সম্মেলনের আয়োজনে ভূমিকা রাখেন।

২০১৭ সালে যুক্তরাষ্ট্র জালালাবাদ এসোসিয়েশনের ব্যানারে ও নেতৃত্বে বিশাল আকারে, সাত হাজারের বেশি মানুষের উপস্থিতিতে এ সম্মেলন সফলভাবে সম্পন্ন হয়। সেবারের সম্মেলন শুধু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সীমাবদ্ধ থাকেনি। একটি অঞ্চলের মানুষদের নিয়ে পুরো অঞ্চলের নানা বিষয়ের উন্নয়ন ধারনার একটি মডেল সঞ্চারিত করার চেষ্ঠা করা হয়েছিল। নয়টি পৃথক সেমিনারে আমেরিকার সবচেয়ে নাম করা বিজ্ঞানী, অধ্যাপক, চিকিৎসক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, ব্যবসায়ি, সাংবাদিকসহ বহু মানুষ এতে অংশ গ্রহন করেন। স্যার ফজলে হাসান আবেদ ছিলেন প্রধান অতিথি। চার জন বিশেষ অতিথির মধ্যে ছিলেন মেজর জানারেল সি আর দত্ত , বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ডা কালি প্রদীপ চৌধুরী, বিচারপতি এস কে সিনহা এবং সিলেটের নারী শিক্ষার অগ্রদূত অধ্যক্ষ হোসনে আরা আহমেদ।

চলমান বিভাজনের বৈরী সময়ে অসাম্প্রাদায়ীক ঐতিহ্যের দৃষ্ঠান্ত স্থাপিত হয়। দুই ধর্মের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধকে উন্নত করার জন্য তিনজন হিন্দু এবং সংখ্যা লঘু সম্প্রদায় থেকে বিশেষ অতিথি হিসাবে সন্মানিত করা হয়। এরপর থেকে বিশ্ব সিলেট সম্মেলনের সাথে সিলেটকে উন্নত করার জন্য বিভিন্নজন এগিয়ে আসেন।

কানাডায় দেবব্রত দে তমালের নেতৃত্বে টরোন্টো জালালবাদ এসোসিয়েশন বিশাল এবং সুশৃংখল বিশ্ব সম্মেলন করে এর প্রতিশ্রুতি এগিয়ে যায়। পরে কোভিডের সময় জুমে দশ দিন ব্যপী সিলেট সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, তাতে আসামের সিলেটি সহ পৃথিবীর সব এলাকা থেকে সিলেটিরা অংশগ্রহণ করেন। অব্যাহত সিলেটি সম্মেলন আন্দোলন এক সময় আরো সংঘটিত হবে এবং সিলেট অঞ্চলের উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে বলে সিলেট সম্মেলনের সাথে সম্পৃক্তরা মনে করেন।

প্রবাসীদের রেমিট্যান্স: একটি পর্বতান্ত অর্থনীতি বিকাশের পথে বাংলাদেশ তবে নেই কার্যকর প্রবাসী-বান্ধব বৈদেশিক নীতি

দেলোয়ার জাহিদ

বাংলাদেশের অর্থনীতি প্রবাসীদের রেমিট্যান্সের আধুনিক যুগে প্রধান চালিকাশক্তির মধ্যে উত্তরাধিকারী হয়েছে। প্রবাসীদের বিদেশে চাকরির সুযোগ নিয়ে বাংলাদেশি নাগরিকরা পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে কাজ করতে বেরিয়ে গিয়েছেন, এবং তাদের হাতে এসে রেমিট্যান্স, প্রেরণ হচ্ছে দেশের অর্থনীতির মূল প্রাথমিক বলয়ে। "বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স এ কথা উল্লেখ করে আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, স্বাধীনতা-সংগ্রামে বিশ্ব জনমত সৃষ্টিতে প্রবাসীরা বিরাট অবদান রাখেন। ১৬ জানুয়ারী মঙ্গলবার দুপুরে গণভবনে প্রবাসী আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন।শেখ হাসিনা বলেন, প্রবাসীরা আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামে, যেকোনো আন্দোলনে অবদান রেখেছেন। যখন বাংলাদেশে মার্শাল ল জারি হয়, আমরা যখন কাজ করতে পারি না, তখন প্রবাসীরা প্রতিবাদ জানান। আপনারা আন্দোলন-সংগ্রাম করেন। জনমত সৃষ্টি করেন এটা আমাদের জন্য বিরাট শক্তি।"(সূত্র: প্রথমআলো) এ বক্তব্যের বিশ্লেষণে যে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তা হলো প্রধানমন্ত্রীর প্রবাসীদের প্রতি উপলব্ধি।

প্রধানমন্ত্রী স্বীকার করেছেন মূল চালিকা শক্তি হিসাবে রেমিটেন্স:কতটা গুরুত্বপূর্ণ। সরকারের সহযোগিতায় বিদেশে শ্রমজীবীদের প্রেরণ ও রেমিট্যান্স পাঠানোর ক্ষেত্রে প্রবাসীদের মুখোমুখি হওয়া নির্দিষ্ট সমস্যা বা চ্যালেঞ্জগুলি বা সরকার কীভাবে এ উদ্বেগগুলিকে মোকাবেলা করেছে তা নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। @@বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিশ্ব জনমতের জন্য প্রবাসীদের অবদানের স্বীকৃতি ইতিবাচক। তবে এই অবদানগুলি কীভাবে করা হয়েছিল এবং সরকার এই প্রচেষ্টাগুলিকে পর্যাপ্তভাবে কতটা স্বীকৃতি দিয়েছে এবং প্রশংসা করেছে কিনা বা ইতিহাসের অংশ হয়েছে কিনা সে সম্পর্কে নির্দিষ্ট উদাহরণ বা বিশদ বিবরণের আলোচনা উন্মুক্ত হয়েছে।

আন্দোলন ও প্রতিবাদে প্রবাসী সম্প্রদায়ের সক্রিয় ভূমিকা তুলে ধরা হয়েছে। এটি চ্যালেঞ্জিং সময়ে স্বদেশকে সমর্থন করার প্রতিশ্রুতির পরামর্শ দেয়। এই অবদানগুলির নির্দিষ্ট দৃষ্টান্ত বা ফলাফল প্রদান করে না, পাঠক এবিষয়ে গণমাধ্যমের কাছে আরও বিশদ জানতে চায়।

গ্লোবাল অ্যাডভোকেসি এবং জনমত: বিশ্বব্যাপী জনমত গঠনে প্রবাসীদের গুরুত্বের এ স্বীকৃতি প্রশংসনীয়। প্রবাসীদের কর্মকাণ্ড বাংলাদেশের সীমানার বাইরেও প্রভাব ফেলে। এটিতে সুনির্দিষ্ট উদাহরণ বা দৃষ্টান্তের অভাব থেকে যায় যেখানে প্রবাসীদের অ্যাডভোকেসি প্রচেষ্টার ফলে দেশের জন্য বাস্তব লাভ হয়েছে এবং হচ্ছে। বিশ্ব জনমত তৈরিতে প্রবাসীদের শক্তির স্বীকৃতি: জনমত তৈরিতে প্রবাসীদের শক্তি শেখ হাসিনার স্বীকৃতি ইতিবাচক। এ স্বীকৃতি কীভাবে নীতি বা উদ্যোগে রূপান্তরিত হবে যা প্রবাসী সম্প্রদায়কে আরও শক্তিশালী ও সমর্থন করবে তা তুলে ধরা দরকার। অর্থনৈতিক অবদান এবং অ্যাডভোকেসির মধ্যে একটি সংযোগের ইঙ্গিত দেয় এ স্বীকৃতি কিন্তু এই সম্পর্কের একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ অন্বেষণের অভাব রয়েছে। এটি নির্দিষ্ট উদাহরণ বা ক্ষেত্রে উপকৃত হতে পারে যেখানে প্রবাসীদের কাছ থেকে অর্থনৈতিক সহায়তা অর্থপূর্ণ সমর্থন বা সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতায় রূপান্তরিত হয়েছে।

একটি প্রবাসী-বান্ধব সরকারের জন্য কিছু সুপারিশ রয়েছে, বিশেষ করে বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে। এই সুপারিশগুলি কূটনৈতিক সম্পৃক্ততা, দ্বিপাক্ষিক চুক্তি, ভোটাধিকার, কনস্যুলার পরিষেবা, আইনি সংস্কার এবং সামাজিক কল্যাণ কর্মসূচি গুলো একবার করে। এই সুপারিশগুলি ব্যাপক এবং প্রবাসী অধিকার এবং বিশেষাধিকার গুলির মূল দিকগুলো কভার করে সে পদক্ষেপগুলি বাস্তবায়নে সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ বা সীমাবদ্ধতা গুলো নিয়ে আলোচনা করে জড়িত জটিলতাগুলো মোকাবেলা করার ক্ষেত্রে উপকৃত হতে পারে বাংলাদেশ।

একটি ক্রমবর্ধমান আন্তঃসংযুক্ত এ বিশ্বে, একটি ডায়াস্পোরা-বান্ধব বৈদেশিক নীতির ধারণাটি প্রাধান্য পেয়েছে কারণ দেশগুলি তাদের প্রবাসী সম্প্রদায়ের সাথে জড়িত হওয়ার সম্ভাবনাকে স্বীকৃতি দেয়। যে সরকারগুলি সক্রিয়ভাবে তাদের প্রবাসী জনগোষ্ঠীর সাথে ইতিবাচক সম্পর্ক গড়ে তোলে তারা স্বদেশের সুবিধার জন্য মানবিক এবং আর্থিক উভয় প্রকারের সম্পদ ব্যবহার করতে পারে। ডায়াস্পোরা-বান্ধব বৈদেশিক নীতির তাৎপর্য অন্বেষণ করে এবং এর বাস্তবায়নের জন্য কার্যকর কৌশলগুলির অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করা প্রয়োজন।

প্রবাসী-বান্ধব বৈদেশিক নীতি বোঝা: একটি ডায়াস্পোরা-বান্ধব বিদেশ নীতি প্রবাসী সম্প্রদায়ের সাথে দৃঢ় সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং জাতীয় উন্নয়নের জন্য তাদের অবদানের উপর ভিত্তি করে। এই নীতি প্রবাসীদেরকে শুধুমাত্র রেমিটেন্সের উৎস হিসেবে নয় বরং একটি মূল্যবান সম্পদ হিসেবে স্বীকৃতি দেয় যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, উদ্ভাবন এবং কূটনৈতিক প্রভাবে তা অবদান রাখতে পারে।

একটি প্রবাসী-বান্ধব বৈদেশিক নীতির মূল উপাদান: অন্তর্ভুক্তিমূলক সংলাপ এবং প্রতিনিধিত্ব: সরকারগুলিকে সক্রিয়ভাবে প্রবাসী সম্প্রদায়ের সাথে উন্মুক্ত এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক সংলাপে জড়িত হওয়া উচিত। নিয়মিত যোগাযোগের জন্য প্ল্যাটফর্ম স্থাপন করা ধারণা, উদ্বেগ এবং দক্ষতা বিনিময়ের উদ্যোগ নেয়া। তদুপরি, সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সংস্থাগুলিতে ডায়াস্পোরার প্রতিনিধিত্ব প্রদান, একটি আত্মীয়তার অনুভূতি জাগিয়ে তোলে এবং বৃহত্তর সম্পৃক্ততাকে উত্সাহিত করে।

পলিসি অ্যাডভোকেসি এবং সমর্থন: ডায়াস্পোরা জড়িত থাকার সুবিধা দেয় এমন নীতি তৈরি করা অপরিহার্য। এর মধ্যে রয়েছে বিনিয়োগ, সম্পত্তির মালিকানা এবং দ্বৈত নাগরিকত্বের জন্য সুবিন্যস্ত পদ্ধতি। প্রবাসী উদ্যোগের জন্য আইনি ও আর্থিক সহায়তা প্রদান, যেমন ব্যবসায়িক উদ্যোগ বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, স্বদেশ এবং এর ছড়িয়ে থাকা নাগরিকদের মধ্যে বন্ধনকে শক্তিশালী করতে সহায়তা করে।

দক্ষতা এবং জ্ঞান স্থানান্তর প্রোগ্রাম

দক্ষতা এবং জ্ঞান স্থানান্তর কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা প্রবাসীদের তাদের নিজ দেশের উন্নয়নে অবদান রাখতে উৎসাহিত করে। মেন্টরশিপ প্রোগ্রাম, সহযোগিতামূলক গবেষণা প্রকল্প, এবং প্রবাসী পেশাদার এবং স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অংশীদারিত্বের মতো উদ্যোগগুলো দক্ষতা বিনিময়কে সহজতর করতে পারে।

সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের স্বীকৃতি ও উদযাপন

প্রবাসীদের মধ্যে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে স্বীকার করা এবং উদযাপন করা স্বদেশের সাথে গর্ব ও সংযোগের অনুভূতি জাগিয়ে তোলে। সরকার সাংস্কৃতিক উৎসব আয়োজন করতে পারে, ভাষা শিক্ষা কার্যক্রমে সহায়তা করতে পারে এবং প্রবাসীদের ঐতিহ্য বজায় রাখতে ও প্রচার করতে সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন করতে পারে।

বাস্তবায়ন কৌশল

নিবেদিত বিভাগ বা মন্ত্রণালয় স্থাপন: সরকার প্রবাসী বিষয়গুলির জন্য দায়ী নির্দিষ্ট বিভাগ বা মন্ত্রণালয় তৈরি করতে পারে। এই সংস্থাগুলি প্রবাসীদের চাহিদা এবং আকাঙ্ক্ষার জন্য উপযোগী নীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের উপর ফোকাস করবে।

আউটরিচ জন্য প্রযুক্তি ব্যবহার করা

কার্যকর প্রচারের জন্য প্রযুক্তি প্ল্যাটফর্ম নিয়োগ করা ভৌগলিক ব্যবধান পূরণ করতে পারে। সোশ্যাল মিডিয়া, ওয়েবিনার এবং ভার্চুয়াল টাউন হল মিটিং গুলি প্রবাসীদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ এবং ব্যস্ততার সুযোগ প্রদান করে।

পাবলিক কূটনীতি প্রচারণা

প্রবাসীদের অবদান প্রচারের লক্ষ্যে পাবলিক কূটনীতি প্রচারাভিযান চালু করা তাদের গুরুত্ব সম্পর্কে জনসাধারণের উপলব্ধি বাড়ায়। সাফল্যের গল্প এবং কৃতিত্ব গুলি হাইলাইট করা ডায়াস্পোরার ব্যস্ততার চারপাশে একটি ইতিবাচক বর্ণনা তৈরি করতে সহায়তা করে।

নিয়মিত পরামর্শ এবং প্রতিক্রিয়া প্রক্রিয়া

নিয়মিত পরামর্শ এবং প্রতিক্রিয়া প্রক্রিয়া স্থাপন নিশ্চিত করে যে নীতিগুলি প্রবাসীদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা গুলোর সাথে প্রাসঙ্গিক এবং প্রতিক্রিয়াশীল থাকে। সরকারগুলি ইনপুট সংগ্রহ করতে এবং বাস্তবায়ন কৌশলগুলো কার্যকারিতা মূল্যায়ন করতে সমীক্ষা, ফোকাস গ্রুপ আলোচনা এবং টাউন হল মিটিং পরিচালনা করতে পারে।

উপসংহারে বাংলাদেশে ডায়াস্পোরা-বান্ধব বৈদেশিক নীতি তৈরি করা দরকার . দরকার একটি গতিশীল এবং সক্রিয় পদ্ধতি যা প্রবাসীদের একটি কৌশলগত সম্পদ হিসাবে স্বীকৃতি দিবে। দেশের ছড়িয়ে থাকা নাগরিকদের সাথে একটি শক্তিশালী এবং পারস্পরিকভাবে উপকারী সম্পর্ক গড়ে তোলার মাধ্যমে, সরকার অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক উন্নয়নে প্রবাসীদের অবদানের পূর্ণ সম্ভাবনাকে জাগিয়ে তুলবে। এই ধরনের নীতি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন প্রতিশ্রুতি, উদ্ভাবন এবং স্বদেশ ও এর প্রবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে স্থায়ী সংযোগ গড়ে তোলার প্রকৃত ইচ্ছা।

SE CI
বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন?
সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন
ছুটির দিনে যুক্তরাষ্ট্রে সোনালী এক্সচেঞ্জ হাউজ খোলা
আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ এক্সচেঞ্জ রেট
আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
আমাদের ক্যাশ পিকআপ রেটও সমান
আমাদের বিকাশ সার্ভিসের রেটও সমান
আমরা দিচ্ছি আড়াই শতাংশ সরকারী প্রণোদনা পাবার নিশ্চয়তা

blaze ব্লেজ নামীয় সার্ভিসের মাধ্যমে ২৪/৭/৩৬৫ ভিত্তিতে মাত্র ৫ সেকেন্ডের মধ্যে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।
সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন
ASTORIA 718-777-7001
ATLANTA 770-936-9906
BROOKLYN 718-853-9558
JACKSON HTS 718-507-6002
BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150
MANHATTAN 212-808-0790
MICHIGAN 313-368-3845
OZONE PARK 347-829-3875
PATERSON 973-595-7590
আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন
সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE NY DFS, NJ DB&I, MI DIFS, GA DB&F AND MD OCFR

সব কথা বলা যায় না

মাহবুবুর রহমান

'না বলা কথা বুকে জমিয়ে জমিয়ে মারা গেলেন তিনি, সে কথাগুলো আর বলা হলো না!'

ফেসবুকের পোস্ট পড়ে নিজের কথা ভাবছিলাম, আজ যদি মারা যাই, কত না বলা কথা না বলাই থেকে যাবে। কী সব কথা?

ভাবনায় ছেদ পড়লো হাসির মৃদু আর্তনাদে।-শুনছো, পান খাওয়া ছেড়ে দিতে হবে। সুপারি ব্যান্ড। পাঁচ দোকান খুঁজেও পেলাম না।

-কে বলেছে ব্যান্ড? এখন নেই, পরে আসবে।

-আরে না, তিন জন ক্যান্সার রোগী পেয়েছে, যারা সুপারিখোর! এরপরই ব্যান্ড।

হাসির কথা অবিশ্বাস করি কী করে ! আমার প্রিয় মাছ আইড়, কাঁটা নেই। গ্রোসারী করেন হাসি। একদিন এসে বললেন, নো মোর- আইড়। ব্যান্ড। বোয়াল, পাবদাও। কি নাকি দোষ আছে । মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।

এসব মাছ না খেয়ে বাঁচা যায়। নেশা বা আসক্তিও নেই, যেটা আছে সুপারিতে। তা ছাড়বে কীভাবে?

মনে পড়ে 'হোল হুইট' ব্যাগলের কথা। ডানকিনে প্রতিদিনের আইটেম ছিল বাটার সহ এই ব্যাগল। একদিন গিয়ে শুনলাম, নো মোর 'হোল হুইট'। ব্যান্ড।

হায় হায় একি বলে! কি হবে আমাদের! আমাদের প্রিয় মাছ ও পান-সুপারির কথা কে বলবে কর্তৃপক্ষকে?

বলছিলাম না বলা কথা। কিছু বিষয় আছে, বলা যায়, কিছু যায় না। এই যেমন 'লম্বা হাত'। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ। ভোটাভুটি হবে। গাজায় বন্ধ হোক যুদ্ধ। তেরটি হাত উঠলো 'হ্যাঁ'। একটি হাত, একটু লম্বাই বটে, উঠলো 'না'। এ হাতটি এতই শক্তিশালী যে 'না'ই জিতে গেল। এরপর আরও দশ হাজার শিশু-নারীকে প্রাণ দিতে হলো। আরও দিতে হবে। কারণ ওই হাতটি বড়ই লম্বা।

সব কথা কি বলা হলো? মনে হয়, না।

নরেন্দ্র মোদির বিজয় কাহিনী বড় চমৎকার। বাবরি মসজিদ-রাম মন্দির, রাম মন্দির-বাবরি মসজিদ এ বিতর্কে আমি যাচ্ছি না। ধর্মীয় অনুভূতিকে ব্যবহার করে কি ভাবে বড় বড় রাজনৈতিক সাফল্য লাভ করা যায়, তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ নরেন্দ্র মোদি। আসন্ন নির্বাচনেও তিনি জিতবেন, এমনটাই বলছেন ভাষ্যকাররা। এ সব করে করে বিশ্বের সবচেয়ে বড় গণতান্ত্রিক দেশটাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন, তার খবর কেউ কি রাখেন?

ডোনাল্ড ট্রাম্পও একই কাজ করছেন। তবে ধর্মীয় নয়, উগ্র জাতীয়তাবাদকে উস্কে দিয়ে ষোল আনা ফল ভোগ করছেন। তাঁর পার্টি বলতে এখন তিনিই। তাঁর কথাই শেষ কথা। প্রাইমারিতে সবেধন নীলমনি নিকি হ্যালি আছেন, তিনি কি পারবেন ট্রাম্পের জয়রথ থামাতে? মনে হয় না। আমি ট্রাম্পের শতভাগ বিরোধী মানুষ। গণতান্ত্রিক দেশে জমিদারী প্রথা কে বা চায়?

তবে তাঁর একটি কথা মনে ধরেছে। যেখানে বাইডেন বা নিকি হ্যালি যুদ্ধে আরো অর্থ জোগানোর কথা বলছেন, সেখানে ট্রাম্প বলছেন, তাঁর প্রধান কাজ হবে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধকে রোখা।

-এবার একটু অন্য প্রসঙ্গ।

২০১৭। ইয়র্ক কলেজের মাঠে বিশ্ব সিলেট সম্মেলন। এক প্রান্তে বসেছে সাহিত্য মেলা। আমি বক্তৃতা শুনছি সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক)। বলছেন সিলেটের সাহিত্যের ইতিহাস। কবি দিলওয়ারের কথা বলতে বলতে সোজা চলে এলেন কিশওয়ারে। মাঝে আর কাউকে রাখলেন না। উল্লেখ্য, কিশওয়ার কবি দিলওয়ারের পুত্র এবং খুবই শক্তিমান।

পরদিন জামাইকার হিলসাইডে 'প্রথম আলো' অফিসে আড্ডা। আমার স্মৃতিচারণে বললাম, দিলু ভাই (কবি দিলওয়ার) একদিন আলাপকালে কিশওয়ার সম্পর্কে বলেছিলেন, জানো মাহবুব, সে আমাকে ছাড়িয়ে যাবে। সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম বললেন, অবশ্যই অবশ্যই, সে অনেক শক্তিমান কবি। মনজুরুল ইসলাম আরো যোগ করলেন, অনেকে স্বীকার করতে চায় না। এই যেমন ফেরদৌস ওয়াহিদ, পুত্র হাবিব যে তাঁকে ছাড়িয়ে গেছে, মানতে নারাজ।

না বলা কথায় ফিরে আসি।

নিউইয়র্কের এক রেস্তোরাঁ। জমজমাট আড্ডা। দেশ-বিদেশ, সমাজ-রাজনীতি, শিল্প-সংস্কৃতি নানা বিষয়ে জম্পেশ গপ্পো। আড্ডায় আছেন এক বরেণ্য ব্যক্তি। রাষ্ট্রীয় পদকধারী। আলোচনা এক পর্যায়ে এসে পৌঁছালো বাম রাজনীতিতে। কমিউনিস্ট পার্টির এক শীর্ষ নেতা। তাঁর প্রসঙ্গ এলো। আড্ডার পদকধারী ব্যক্তি সবাইকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, শুনুন আমার অভিজ্ঞতা। একদিন আমি গেলাম নেতার কাছে। কিছুক্ষণ পর নেতা বললেন, তোমরা বসো, আমি নামাজটা পড়ে আসি। সে মূহুর্ত থেকে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিলাম নেতার কাছ থেকে।

থাক,না বলা কথা। সব কথা বলা যায় না, সবখানে। আরো কয়েকটি গল্প বলছি। (আসলে গল্প নয়)।

প্রগতিশীল সংগঠনের দুই নেতা। ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। তাদের শহরের বাড়িতে আতিথ্যও নিয়েছি। শুনলাম, বাড়িগুলো এক সময় ছিল সংখ্যালঘু কারো। বাকীটা বলা হলো না।

দুই বান্ধবী। দুই ধর্মের। এক সময় তারা প্রগতিশীল একই সংগঠনের কর্মী ছিলেন। এখন রাজনীতি না করলেও বন্ধুত্ব অটুট। পারিবারিক যোগাযোগ, আসা-যাওয়া, সুখ-দুঃখের গল্প বলা সব কিছুই চলছে। একদিন এক বান্ধবী দুঃখের গল্প করলেন। তার মেয়েটি ভালোবেসে এক ছেলেকে বিয়ে করে চলে গেছে। স্বাভাবিক দুঃখ পাওয়ার কথা। এতদিন যারে কোলেপিঠে মানুষ করলেন, সেই কিনা ছেড়ে গেল। প্রেমের একি টান! একটু পর দুঃখের আসল কারণ বললেন বান্ধবী। মেয়েটি গেছে যাক, আপত্তি নেই, যদি যেত কোন সাদা, কালো বা স্প্যানিশের সাথে। গেছে এক ...(বান্ধবীর ধর্ম) ছেলের সাথে, লজ্জায় মুখ দেখাতে পারি না। বান্ধবী কোন প্রতিক্রিয়া দেখালেন না, বুঝতে দিলেন না, তার ধর্মের ছেলের প্রতিই যে তিনি এত ঘৃণা প্রকাশ করছেন। কি বিচিত্র জগত!

দুই যুবক-যুবতী। দুই ধর্মের। কারো চোখ এড়ালেও আমার চোখ এড়ালো না। দু'জনই আমার পরিচিত। তারা নিজেদের ভালোবাসায় জড়িয়েছেন। একই রিক্সায় উঠে হুট তুলে হাসির ফোয়ারা বইয়ে গল্পে মজেছেন। আমি যে তাদের প্রেমের কথা জানি, বুঝতে দিইনি কখনো। পরে অন্যরাও জানলেন। আমাদের ছোট্ট মফস্বল শহরটির সমাজও যে উদার পরমতসহিষ্ণু এ প্রেম তার উদাহরণ। পরে তারা বিয়ে করলেন। সন্তানও হলো। তাঁদের দু'জনের একজন একসময় মন্ত্রীর মর্যাদাও পেলেন।

না বলার মর্যাদা দিলাম এ গল্পকেও।

১৯৭১। পড়ন্ত বিকেল। গ্রামের রাস্তা ধরে হেঁটে যাচ্ছি। এক বাড়ি অতিক্রমের সময় ভেতর থেকে নারী কণ্ঠ ভেসে এলো-ও ভাই, ইকটু এদিকে আসেন। এগিয়ে দেখি এক যুবতী। ভয়ে আড়ষ্ট। রীতিমতো কাঁপছে। আরো দেখলাম, এক সৈনিক, উঠোনের ওপাশে এদিকে ওদিকে কী যেন খুঁজছে। যুবতীটি বললো, ওরে একটু বলুন না, চলে যাওয়ার জন্য। আমার কথা শুনছে না।

আমার কথা কি শুনবে? কি করবো ভেবে পেলাম না। যদি গুলী করে বসে! দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে দু'কদম এগিয়ে সৈনিককে বললাম, ওতো খুব ভয় পাচ্ছে, সে খুশী হবে তুমি বাড়ী থেকে চলে গেলে। সৈনিকটি বললো, আমিতো কিছু করছি না, শাকসব্জী দেখছি। তারপর আদেশের মতো আমাকে বললো, তুমি তোমার রাস্তায় যাও। এখান থেকে দ্রুত সরো।

কথা না বাড়িয়ে দ্রুত প্রস্থান করলাম। ও বাড়িতে খারাপ কিছু ঘটলো কিনা সে চিন্তায় রাতে ঘুম আসছিল না। সকালে খবর নেয়ার চেষ্টা করলাম। যা জানলাম, খুশীতে আমি বাকরুদ্ধ। ওই নারীর স্বামী ছিল রুগ্ন। বেঁটে-খাটো জীর্ণ শীর্ণ। কাজ কর্ম করতে পারতো না। প্রায়ই দেখা যেতো বসে আছে ঘরের বারান্দা বা আঙ্গিনায়। ওই দিন রাতে ঘরের বাঁশের দুয়ার খুলে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করছিলো আগন্তুক। রুগ্ন স্বামী বটি দা হাতে নিয়ে হুঙ্কার ছাড়লো, আয় কল্লা ফালাইয়া দিমু, আয়। এই হুঙ্কার ও বটি দা দেখে পালালো আগন্তুক। এ ভাবেই সে তাঁর স্ত্রীর ইজ্জত রক্ষা করলো।

এ গল্পটিরও ইতি টানতে হচ্ছে। সত্য হচ্ছে, সব কথা বলা যায় না, সব সময়।

পথশিশুদের দুর্দশার উন্মোচন: দক্ষিণ এশিয়া ও বাংলাদেশের তুলনামূলক বিশ্লেষণ

দেলোয়ার জাহিদ

পথশিশুদের ভয়াবহ পরিস্থিতি বিশ্বব্যাপী একটি চাপের বিষয়, যেখানে দক্ষিণ এশিয়া এবং বাংলাদেশ উভয়ই উদ্বেগজনক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। বাংলাদেশ 'সার্ভে অন স্ট্রিট চিলড্রেন ২০২২' অবিলম্বে মনোযোগের দাবি করে ব্যাপক সমস্যাটির উপর আলোকপাত করেছে, যখন আলমের একটি পৃথক নিবন্ধ (২০২১) দক্ষিণ এশিয়ার ক্রমবর্ধমান সংখ্যা অন্বেষণ করে, এটিকে গার্হস্থ্য সহিংসতার জন্য দায়ী করে।

বাংলাদেশের পথশিশু: বাংলাদেশ জরিপ একটি ভয়াবহ বাস্তবতা প্রকাশ করেছে, ইউনিসেফ বিশেষজ্ঞরা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন যে প্রকৃত সংখ্যা ১০ লাখ ছাড়িয়ে যেতে পারে। ব্যাপক নির্যাতন একটি কঠোর বাস্তবতা, কারণ ৭৯ শতাংশ পথশিশু মানসিক, শারীরিক বা যৌন নির্যাতনের সম্মুখীন হয়েছে। আশ্চর্যজনকভাবে, ৭৬ শতাংশ প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়ে বিভিন্ন ধরনের অপব্যবহার সহ্য করে। শিক্ষা বঞ্চনা উদ্বেগজনক, ৯৫.৫ শতাংশ আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার অ্যাক্সেস এর অভাব রয়েছে। ভিক্ষাবৃত্তি (৩৫ শতাংশ) এবং জিনিসপত্র বিক্রির (৪২ শতাংশ) মাধ্যমে অর্থনৈতিক শোষণ এই শিশুদের দুর্বলতাকে আরও বাড়িয়ে তোলে।

দক্ষিণ এশিয়ায় পথশিশু

প্রচলিত "দারিদ্র্য অনুমান" এর বিপরীতে আলম যুক্তি দেন যে ভারত ও বাংলাদেশে পথ শিশুদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যা দারিদ্র্যের ক্রমহ্রাসমান হারে পরিপ্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা কে চ্যালেঞ্জ করে। কেন্দ্রীয় যুক্তি হল গার্হস্থ্য সহিংসতা, বিশেষ করে লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা (GBV), একটি উল্লেখযোগ্য কারণ। ভারতকে মহিলাদের জন্য সবচেয়ে বিপজ্জনক দেশ হিসাবে চিহ্নিত করে ২০১৮ সালের সমীক্ষার উদ্ধৃতি দিয়ে, আলম দাবি করেছেন যে মহিলাদের জন্য একটি নিরাপদ পরিবেশ সরাসরি সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ - পথ শিশুদের প্রভাবিত করে গবেষণা প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে যে

পথ শিশুদের ভয়ানক পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য তাদের চ্যালেঞ্জ গুলোর একটি সংক্ষিপ্ত বোঝার প্রয়োজন। বাংলাদেশ দারিদ্র্যকে মূল কারণ হিসেবে গুরুত্ব দেয়, ব্যাপক কৌশলের দাবি করে।

পারিবারিক সহিংসতার ব্যাপকতা দক্ষিণ এশিয়ার পথ শিশুর বৃদ্ধিতে অবদান রাখে কিনা।

তুলনামূলক বিশ্লেষণ

উভয় প্রসঙ্গেই উদ্বেগজনক মাত্রার অপব্যবহারের কথা বলা হয়েছে, যেখানে পথশিশুদের বিরুদ্ধে সহিংসতা একটি ব্যাপক বিষয়। শিক্ষাগত বঞ্চনা একটি সাধারণ চ্যালেঞ্জ, যা হস্তক্ষেপের জরুরি প্রয়োজনকে তুলে ধরে। ভিক্ষাবৃত্তি এবং আইটেম বিক্রির মাধ্যমে অর্থনৈতিক শোষণ একটি ভাগ করা দুর্বলতা। দক্ষিণ এশিয়ায়, ফোকাস গার্হস্থ্য সহিংসতার প্রভাব স্থানান্তরিত হয়, যা ঐতিহ্যগত দারিদ্র-কেন্দ্রিক পন্থাকে চ্যালেঞ্জ করে।

উপসংহার

পথ শিশুদের ভয়ানক পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য তাদের চ্যালেঞ্জ গুলোর একটি সংক্ষিপ্ত বোঝার প্রয়োজন। বাংলাদেশ দারিদ্র্যকে মূল কারণ হিসেবে গুরুত্ব দেয়, ব্যাপক কৌশলের দাবি করে। দক্ষিণ এশিয়ায়, গার্হস্থ্য সহিংসতার স্পটলাইট আরও লক্ষ্য যুক্ত পদ্ধতির পক্ষে সমর্থন করে। উভয় প্রেক্ষাপট থেকে অন্তর্দৃষ্টি একত্রিত করা সরকারী সংস্থা, এনজিও এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে জড়িত একটি সামগ্রিক কৌশল অবহিত করতে পারে। পথ শিশুদের অধিকার রক্ষায় সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টা প্রয়োজন, দারিদ্র্যের চক্র ভেঙ্গে, শিক্ষা প্রদান এবং সুরক্ষামূলক পরিবেশের মূল কারণগুলো মোকাবেলা করা প্রয়োজন।

অধীনের বিনীত নিবেদন

শেখর ভট্টাচার্য

স্কুল জীবনে আমাদের নানারকম "দরখাস্ত" লেখার তালিম দেয়া হতো। দরখাস্ত শুরু হতো এ'ভাবে "মাননীয় অমুক, অধীনের বিনীত নিবেদন এই যে"-, এরকম বিনয়ে গদ গদ হয়ে কিছু কথা বলে, শেষের দিকে লেখা হতো আপনার একান্ত অনুগত "তমুক"। শেষের দিকে "সাং", "হাংসাং" ইত্যাদি কথা লেখা হতো। এর মধ্যে "সাং" এবং "হাং সাং" আমার কাছে মনে হতো চায়নিজ, জাপানী ভাষার শব্দ। আসলে "সাং" হলো সাকিন শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ। এর অর্থ স্থায়ী ঠিকানা আর "হাং সাং" হলো হাল সাকিন অর্থাৎ বর্তমান ঠিকানা। এ'ছাড়াও স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাছে ছুটি চেয়ে দরখাস্ত লেখার চর্চাও করানো হতো। স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাছে দরখাস্তের বিষয়ে বলার তেমন কিছু নেই কারণ শিক্ষকের কাছে বিনয়ী হতে কারও তেমন বাধেনা। তবে স্থানীয় সেবাদানকারীদের কাছে সেবা প্রাপ্তির জন্য যে দরখাস্ত লেখার তালিম দেয়া হতো সে গুলোতে ঔপনিবেশিক দৃষ্টি ভঙ্গি থেকে প্রাপ্ত নতজানু দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটতো। দরখাস্তটিকে এমন ভাবে উপস্থাপন করা হতো যেনো "সাত পুরুষের ঋণ" মওকুফ করার জন্য কোন প্রভুর কাছে আবেদন করা হচ্ছে। জানিনা এরকম "দরখাস্ত" আজকাল স্কুল, কলেজে অনুশীলন করানো হয় কিনা , তবে বায়ান্ন বছর বয়সী একটি স্বাধীন দেশে এরকম "দাস-সুলভ "কৃত্রিম বিনয়ের চর্চা করানো উচিত কী-না তা' ভালো বলতে পারবেন শিক্ষা বিজ্ঞানী এবং রাজনীতির মহা-জ্ঞানী মানুষেরা।

ঔপনিবেশিক শাসনকে আমরা সর্বশেষ বিদায় জানিয়েছি ১৯৭১ সালে।স্বাধীনতা, সাম্য, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতার অঙ্গীকার নিয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলো সাড়ে সাতকোটি মানুষ। গণতান্ত্রিক অধিকার-হীনতা আমাদেরকে লড়াইয়ের মাঠে নিয়ে যেতে উদ্বুদ্ধ করতে সচেষ্ট হয়। স্বাধীন বাংলাদেশে মানুষে মানুষে বৈষম্য, প্রান্তিক মানুষের ক্রমাগত ক্ষমতাহীন হয়ে পড়া দেখে মনে হয় যে গণতন্ত্রের জন্য আমরা লড়াই করেছিলাম দীর্ঘ তেইশ বছর প্রাপ্ত গণতন্ত্রের কীআমাদের সেই অধিকার দিতে সমর্থ হয়েছে।স্বাধীনতার বায়ান্ন বছর পর স্বপ্ন ও প্রাপ্তির ফারাক বড় প্রশ্ন বোধক চিহ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে চোখের সামনে। ভূখন্ডগত স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ভিন্ন দুটি বিষয়। শ্রেণি বৈষম্য প্রকট হওয়ার কারনে ব্যক্তি স্বাধীনতা ক্রমাগত সংকুচিত হয়ে আসছে এ'কথাটি বললে অত্যুক্তি হবে বলে মনে করিনা। স্বাধীনতার পর থেকে আমরা জাতীয়ভাবে যতো অগ্রাধিকার বা প্রয়োরিটি বিবেচনা করেছি, কোন অগ্রাধিকারে মৌলিক বিষয় গুলোর উপস্থিতি অথবা গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা লক্ষ্য করিনি।

ফিরে আসি সেই দরখাস্ত প্রসঙ্গে।আমাদের সক্রিয় রাজনৈতিক দল এবং নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য এবং মন্ত্রীপরিষদের সদস্যদের এবার চোখ ফেরাতে হবে অবকাঠামোগত উন্নয়ন থেকে মানবিক উন্নয়নের দিকে।অতিসাধারণ মানুষ, সাধারণ লেখক হিসেবে তাদের কাছে পৌঁছা অত্যন্ত দুরূহ। এক সময় "কতৃপক্ষের" দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন আকারে খোলা চিঠি লেখার প্রচলন ছিলো। এবার খোলা চিঠি নয় আরও বিনীত ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ঔপনিবেশিক বিনয় বজায় রেখে খোলা দরখাস্ত লিখে দেখা যেতে পারে। এই দরখাস্তটি কাদের উদ্দেশ্যে লেখা উচিৎ? দেশের সক্রিয় রাজনৈতিক দলের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ যারা দলের নীতি নির্ধারণ করে থাকেন, সুশীল সমাজের কর্ণধার (সুশীল সমাজ আদৌ দেশে আছে কী-না অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেন যদিও!) সংসদ সদস্য, মাননীয় মন্ত্রী পরিষদের সদস্যবৃন্দ হতে পারেন এই দরখাস্তটির প্রাপক। অর্থাৎ মান্যবর লেখার পর তাদের সকলের পদের নাম উল্লেখ করে দরখাস্ত শুরু করা যেতে পারে।

কী কী বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করানো উচিৎ। সব চেয়ে নাজুক বিষয় এখন জাতীয় ঐক্যমত্য।জাতীয় ঐক্যমত্য না হওয়ার পেছনের কারণ হলো, গণতন্ত্রকে জোড়াতালি দিয়ে অনুশীলন।জাতীয় রাজনীতি এবং জাতীয় নীতি নির্ধারনে ক্ষেত্রে প্রক্রিয়াগত ভাবে গণতন্ত্র চর্চার অভাবে তৃণমূলের মানুষের মতামত প্রতিফলিত হতে পারছেনা । ২৩ জানুয়ারির দৈনিক প্রথম আলোর একটি রিপোর্ট থেকে আমরা জানতে পারি যে "দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ীদের প্রায় ৬৭ শতাংশ ব্যবসায়ী। নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যদের প্রায় ৯০ শতাংশই কোটিপতি। একাদশ জাতীয় সংসদের তুলনায় দ্বাদশ জাতীয় সংসদে ব্যবসায়ী ও কোটিপতি সংসদ সদস্যের সংখ্যা বেড়েছে।"

কোটি পতিদের মধ্যে অবশ্য স্তর বিন্যাস নেই যেমন হাজার কোটি, লক্ষ কোটি ইত্যাদি। ব্যবসায়ী, কোটি পতিদের নিয়ে গড়া সংসদ কতোটুকু নিবেদন নিয়ে অধিকাংশ মানুষের প্রতিনিধিত্ব করতে সক্ষম হবেন জানিনা। তাদের জন্য জাতীয় ঐক্য, গণতন্ত্রায়ণ কতোটুকু অপরিহার্য সেটিও একটি বড় প্রশ্ন। যদি রাজনৈতিক দল গুলোর মধ্যে গণতন্ত্র চর্চা না থাকে তাহলে এরকম কোটি পতিদের ক্লাবের সদস্যরা নীতি নির্ধারণ করে দেশ পরিচালনা করবেন; এবং এ'ধারা অব্যাহত থাকবে বলে মনে হয়। ইংরেজিতে একটি কথা আছে "দ্য ওয়ারার নোজ হোয়ার দ্য শু পিঞ্চেস", এটিকে ভাবানুবাদ করলে বলা যায় বঞ্চিত, নির্যাতিত মানুষেরা জানেন বঞ্চনার, নির্যাতনের বেদনা কতোটুকু। ব্যবসায়ী, কোটিপতিরা নিশ্চয় প্রান্তিক মানুষের জীবনের প্রয়োজন হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে পারবেন না। সারা পৃথিবী জুড়ে গণতন্ত্রে তাই শ্রেণি, পেশা, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠির প্রতিনিধিত্ব রাখার প্রক্রিয়া তৈরি করে দেয়া হয়।আর এই প্রক্রিয়া তৈরি করতে সব চেয়ে বড় ভূমিকা রাখতে পারে দেশের সক্রিয় রাজনৈতিক দল গুলো , দলের অভ্যন্তরে সকল শ্রেণি, গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার মাধ্যমে।

আমাদের রাজনৈতিক দল গুলোর কী এসব ভাবনার সময় আছে। দলীয় সদস্যদের নির্বাচনে জেতাতে হবে। বিত্তবান, ক্ষমতাবানদের মনোয়ন না দিলে তারা কী করে জিতে আসবেন এবং দলকেও জেতাবেন। সম্পূর্ণ রাজনীতি তাই করায়ত্ব সামান্য কিছু মানুষের হাতে। তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতিনিধিত্ব করেন। নিজেদের জন্য নিজেরা নীতিমালা প্রস্তুত করেন। তারা মনে করেন শুধু মাত্র অবকাঠামোগত উন্নয়নই হলো প্রকৃত উন্নয়ন। অবকাঠামোগত উন্নয়নের সাথে জাতীয় উন্নয়ন এবং তাদের নিজেদের উন্নয়ন ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত, তাই অবকাঠামো শুধু অবকাঠামো নয় তাদের কাছে।

জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় জনসম্পৃকতা খুব সীমিত। কেনো সীমিত? বহু মতের বিকাশের পথ খুব একটা সচল নয়, এটি একটি বড় কারণ। গণতন্ত্রের চর্চা এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় জনসম্পৃক্ততা বিষয় দুটি একই বৃন্তে দুটি কুসুমের মতো।আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার বাইরে অন্য কোন বিকল্প ব্যবস্থা তৈরি হয়নি এখনও।বায়ান্ন বছর অতিক্রম করা আমাদের প্রিয় স্বদেশে গণতন্ত্রের পুনর্জীবনের চেয়ে বড় কোন অগ্রাধিকার থাকতে পারে বলে মনে হয়না। ঔপনিবেশিক আমল থেকে আমাদেরকে উন্নয়ন বলতে বুঝানো হয়েছে অবকাঠামোগত উন্নয়নকেই। ঔপনিবেশিক আমলে প্রভুদেরকে ব্রিজ, কালভার্ট, হাসপাতাল স্থাপনের জন্য নতজানু হয়ে এরকম দরখাস্ত লিখা হতো। শুধুমাত্র অবকাঠামোগত উন্নয়ন যে সামগ্রিক উন্নয়ন নয় সে কথাটি বুঝার অবকাশ ছিলোনা। সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য মানবিক উন্নয়ন খুব গুরুত্বপূর্ণ। মানবিক উন্নয়ন দৃশ্যমান নয় তবে দৃশ্যমান উন্নয়নকে টেকসই, মানব কেন্দ্রিক করতে এর কোন বিকল্প নেই।

মানবিক উন্নয়ন ঘটানোর একটি প্রক্রিয়া আছে আর সে প্রক্রিয়ায় সব চেয়ে বড় ভূমিকা রাখে শিক্ষা। শিক্ষার ভেতরে মানবিকতার বীজ বপন করতে পারলে সে বীজ জাতীয় সংস্কৃতি, জাতীয় রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে ফল হিসেবে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়। শিক্ষানীতির ক্ষেত্রে জাতিকে গিনিপিগ করে বায়ান্ন বছর ধরে নানারকম পরীক্ষা, নিরীক্ষা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে।বিজ্ঞান ভিত্তিক, মানবতা জাগরণের শিক্ষা ব্যবস্থার পথ বন্ধ করে আমরা নিশ্চিন্তে পথ হাঁটছি।যারা মানবিক সমাজ গড়ার দায়ীত্ব নিয়েছেন তাদের জন্য এটি বড় কোন সমস্যা নয়, তাদের সন্তানেরা ইউরোপ, আমেরিকায় যুগপোযোগী শিক্ষা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। তাই এসব ক্ষেত্রে তাদের উদ্যোগ খুব আন্তরিক বলে মনে হয়না।এ'কারণেই শিক্ষা ক্ষেত্রে ধর্ম, অধর্মের বিতর্ক সৃষ্টি করে দিব্যি আনন্দে আছেন সবাই।

সারা দেশ ব্যাপী অবকাঠামোগত উন্নয়ন হয়েছে যথেষ্ট। স্বপ্নের মতো প্রকল্প গুলো বাস্তবায়িত হয়েছে। মেট্রোরেল, কর্ণফুলী টানেল, পদ্মা সেতু এ'গুলো জাতীয় জীবনে অনেক বড় ভূমিকা রাখবে বলে আমরা মনে করি। তবে মাননীয় নীতিনির্ধারক, জাতীয় রাজনৈতিকদল গুলোর কর্ণধার আচেন যারা তাদের কাছে অধীনের বিনীত নিবেদন থাকবে জাতির মৌলিক বিষয় গুলো শিক্ষা ও গণতন্ত্রের সুষ্ঠ বিকাশের জন্য কার্যক্র উদ্যোগ গ্রহণ করুন। শিক্ষানীতি ও শিক্ষাকে মানবিক এবং প্রক্‌ক্রিত অর্থে আধুনিক করতে না পারলে গণতন্ত্রের ফুল বিকশিত করা কঠিণ হয়ে পড়বে। রাজনীতিতে প্রকৃত গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অনুশীলন না করে জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। কাজটি সহজ নয় কারণ পথটি দুর্গম। এ'কারণে কঠিন পথ কেউ মাড়াতে চান না। মানবিক উন্নয়ন হলো অনেকটা বাইন্ডিং ম্যাটেরিয়াল বা বন্ধনের উপাদান। অবকাঠামোগত উন্নয়নের সাথে মানবিক উন্নয়ন ঘটলে তখন মানুষ মানুষে মানুষে মহামিলন ঘটার সম্ভাবনা প্রবল হয়। জাতীয় ঐক্যের পথে এগুতে তখন বেগ পেতে হয়না।

অত্যন্ত বিনয়ের সাথে আমাদের নীতি নির্ধারকদের কাছে আবেদন করতে পারি, জাতীয় গুরুত্ব পূর্ণ ইস্যুতে গভীর ভাবে ঐক্য মত্য পোষণের আন্তরিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করুন। গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে না পারায় আমরা আজও সংবিধান, জাতীয় সঙ্গীত, জাতির পিতা, জাতীয়তা এসব বিষয়ে বিরামহীন কূটতর্কে লিপ্ত আছি।যে কোন গণতন্ত্রকামী জাতির মধ্যে ভিন্নমত অবশ্যই থাকবে। মত ভিন্নতার মধ্যেই গণতন্ত্রের মৌলিক সৌন্দর্য দৃশ্যমান হয়। তবে পৃথিবীতে এমন কোন জাতি নেই যারা অসীম ত্যাগের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করে মুক্তিযুদ্ধের অঙ্গীকারকে ভুলে গিয়ে নিজেরা ভিন্ন ভিন্ন গন্তব্য নির্ধারন করবে। জাতির সামগ্রিক উন্নয়নকে অর্থবহ করে তুলতে হলে তাই সবার আগে চাই নিবেদিত গণতন্ত্র চর্চা। নীতি নির্ধারকদের প্রতি এটি হলো জাতির আকুল প্রার্থনা।

শুকনো মালার নেই কোনো দাম

কামাল কাদের

আমরা সবাই চাই আমাদের ভবিষ্যৎ জীবন চিন্তামুক্ত এবং কোনো বাধা-বিপত্তি ছাড়া কাটিয়ে দিতে। কিন্তু বাস্তবে কি তা হয় ! ভবিষ্যতে কি ঘটবে আমাদের মাঝে প্রায়ই অজানা রয়ে যায় ,ফলে আমরা নানা রকম উৎকণ্ঠায় ভুগী এবং জীবনটাকে এক অদৃশ্যের হাতে তুলে দেই।

হারুনার রশিদ কমনওয়েলথ স্কলারশিপ নিয়ে ইংলেন্ডের বার্মিংহাম ইউনিভার্সিটিতে পি -এচ-ডি করছে। তিন বছরের কোর্স। কোর্সের তিন বছর শেষ হওয়ার প্রাক্কালে তার সুপারভাইজার মিস্টার ডেভিড হান্ট তাকে জানালো ," হারুন ,তুমি এম -ফিল নিয়ে দেশে চলে যাও, আমার মনে হচ্ছে তোমার দ্বারা পি -এচ-ডি হবেনা। কথাটি শুনে হারুন কিছুটা বিপর্যস্ত হয়ে বললো ,

" মিস্টার হান্ট দেশ থেকে পি -এচ -ডি করবো বলে সবাইকে জানিয়ে এসেছি , এমতঅবস্তায় দেশে ফিরে গেলে আমি আমার কলিগ, বন্ধু-বান্ধব কারো কাছে লজ্জায় মুখ দেখতে পারবোনা।"

" তোমার তো স্কলারশিপ শেষ ,তুমি চলবে কি করে ? "

" প্লিজ, একটা ব্যবস্তা করে দিন। " হারুনের আকুল আবেদন।

হারুনের দৃঢ়রূপের সত্য কথন শুনে মিস্টার হান্ট তাকে একই ইনিভার্সিটিতে খন্ড- কালীন একটা কাজ জোগাড় করে দিলো। অবশেষে সে জিওলোজিতে তিন বছরের জায়গায় পাঁচ বছর কাটিয়ে পি -এচ -ডি অর্জন করলো।

দেশে ফেরার আশা হারুন ছেড়ে দিলো ,কারণ সে দেখতে পেলো দেশের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থান খারাপ থেকে খারাপের দিকে চলছে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে ,সে দেশকে অনেক ভালোবাসে ,দেশের মানুষকে ভালোবাসে, শিক্ষক হিসাবে দেশকে অনেক কিছু দেয়ার আছে। শুধু সরকারী প্রশাসনগুলি যারা পরিচালনা করেন তাদেরকে সে মোটেই বিশ্বাস করতে পারেনা। তাই দেশে ফেরার মন মানসিকতা একেবারেই হারিয়ে ফেলেছে। দারিদ্র্যকে সে অনেক কাছে থেকে দেখেছে। তার বাবা একটা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির একাউন্টস ক্লার্ক। ভাই-বোন ,মা-বাবা মিলে তাদের ছয় জনের সংসার। বাবাকে দেখেছে ,সারাজীবন কি খাটুনিটাই করে চলেছেন। অসুখ হলে ,বিশেষ করে জ্বর হলে ,প্যারাসিটামল অথবা প্যানাডল ট্যাবলেট কিনে খাওয়াটা তাদের কাছে বিলাসিতা ছাড়া বৈ আর কিছুই ছিল না। সময় মতো কিছুদিন ভোগান্তির পর জ্বর এমনি এমনি সেরে যেত । কলেজে পড়া কালীন অনেক মেয়ের সাথে সম্পর্ক গড়ার ইচ্ছা হতো , অনেক মেয়েকে ভালো লেগেছিলো। কিন্তু কোনো মেয়েই তাকে পাত্তা দিতো না । কারণটা আর কিছুই নয়, অন্য ছেলেদের মতো পয়সার অভাবে তাদেরকে বিলাস বহুল রেস্টুরেন্টে নিয়ে যেতে সাহস হয়নি , প্রমোদ ভ্রমণ করাতে পারেনি ,দামী গিফট দেয়া অসম্ভব ছিল ,আরো অনেক কিছুই তার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তখনকার মতো সে বাস্তবতাকে মেনে নিয়েছিল।এখন ওই সমস্ত কথা মনে পড়লে তার হাসি পায়। সে মেধাবী ছাত্র ছিল। তাই এই পরিণীত বয়সে সে নিজেকে সান্তনা দেয় এই ভেবে যে "ভালোই হয়েছে , তাইতো সে আজ মানুষের মতো মানুষ হয়েছে।" তাকে অনেক টাকা কামাতে হবে। তবে অসৎ উপায়ে নয়,নিজের পরিশ্রম এবং মেধা দিয়ে দারিদ্র্যটাকে তাদের জীবন থেকে দূর করে দিতে হবে।তারই ধারাবাহিকতায় সে যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে লেকচেরার পদের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগলো। কিন্তু কোথাও কোনো ফলপ্রসূ উত্তর পেলোনা। সে দমে যাবার পাত্র নয়। ইউরোপ , আমেরিকা ,কানাডা ,অস্ট্রেলিয়া আরো কয়েকটি দেশের ইউনিভার্সিটি গুলোতে লেকচেরার পদের জন্য সমানে আবেদন চালিয়ে যেতে লাগলো। এবার ভাগ্য দেবী প্রসন্ন হলো। সে অস্ট্রেলিয়ার "ইউনিভার্সিটি অফ সিডনিতে " লেকচেরার পদের জন্য আমন্ত্রিত হলো , বেতন ও যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি থেকে প্রায় দ্বিগুন। একেই বলে ভাগ্য !

দিনক্ষন ঠিক করে হারুন মালয়েশিয়ান এয়ারলাইনের সিডনি যাবার টিকেট করে ফেললো ,লন্ডন- টু -সিডনি ভায়া কুয়ালালামপুর। অর্থাৎ সে ট্রানজিট যাত্রী , যাবার পথে তাকে কুয়ালালামপুর এয়ারপোর্টে দু ঘন্টা বিরতী নিয়ে সিডনিগামী বিমান ধরতে হবে। যথাসময়ে তাদের বিমানটি লন্ডনের হিথরো বিমান বন্দর থেকে সিডনির উদ্দেশে পাড়ি জমালো। ভোর চারটা নাগাদ তাদের বিমানটি কুয়ালালামপুর এয়ারপোর্টে অবতরণ করলো।পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী সকাল ছয়টার সিডনিগামী বিমান ধরার জন্য অন্যাণ্য যাত্রীরদের সাথে হারুন ডিপার্চার লাউঞ্জে আসলো। তাদের সাথে অন্য দেশের যাত্রীরাও রয়েছে। এর মাঝে কিছু সংখ্যক ঢাকা থেকে আগত বাংলাদেশী যাত্রীও রয়েছে। হটাৎ করে মাইকে ঘোষণা করা হলো যে ,"মালয়েশিয়া এয়ারলাইন কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাচ্ছে যে ,সকাল ছয়টার সিডনিগামী ফ্লাইট বাতিল করতে বাধ্য হয়েছে। তার কারণ হলো , কিছু সংখ্যক যাত্রীর সাথে পাইলট সহ সকল crew members লিফটে আটকা পড়েছে। তাদের উদ্ধারের জন্য ফায়ার সার্ভিসকে তলব করা হয়েছে। তাদেরকে লিফট থেকে ছাড়াতে কতক্ষন লাগবে এই মুহূর্তে বলা যাচ্ছেনা। পরবর্তী সিডনিগামী ফ্লাইট রাত সাড়ে নয়টায় এবং ওই ফ্লাইটের জন্য যাত্রীদেরকে তৈরী থাকতে অনুরোধ করা হচ্ছে। যাত্রীদের যেন অন্য কোনো অসুবিধা না হয় ,সে জন্য হোটেলে রাখার ব্যবস্তা করা হয়েছেএবং তাদেরকে প্রাত রাশ , লাঞ্চ এবং ডিনার সরবরাহ করা হবে। " যাত্রীদের এই দুরবস্থায় এয়ারপোর্ট কর্তৃপক্ষও প্রকাশ্যে ক্ষমা চেয়ে নিলো। অবশ্য এ ঘটনার জন্য ক্ষমা চাওয়া ছাড়া আর কিছুই করার ছিলোনা।

আধ ঘন্টার ভিতরে বিমান কর্তৃপক্ষের পাঠানো একটা কোচ এসে সিডনিগামী যাত্রীদের নিকটস্ত "হলিডে ইন " হোটেলে নিয়ে আসলো। যাত্রীদের মাঝে বেশ কয়েকজন মহিলাও রয়েছেন। একনাগাড়ে পনোরো / যোলো ঘন্টা প্লেন জার্নি করার ফলে হারুন হোটেলে এসেই ঘুমিয়ে পড়লো। যখন ঘুম ভাঙলো ,তখন লাঞ্চ করার সময় প্রায় পেরিয়ে যায় যায়। তরি-ঘড়ী করে হাত মুখ ধুয়ে সে হোটেলের ক্যাফেটেরিয়াতে পৌঁছায়। বুফে সিস্টেমে খাবারের আয়োজন।তার সামনের সারীতে একজন মহিলাকে দেখে হারুন তাকে চিনতে পারলো।মনে হলো তার কলেজ জীবনের বান্ধবী ইয়াসমিন মাহমুদ।ইয়াসমিন আগের মতোই সুন্দরী আছে তবে সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে সেই শিশু সুলভ চাঞ্চল্য ভাবটা আর নেই। কিছুটা গম্ভীর প্রকৃতি মনে হলো ,

হয়তোবা বয়সের জন্য। ইয়াসমিনও ঘাড় ফিরিয়ে হারুনের দিকে তাকালো , সেও হারুনকে চিনতে পারলো। প্রাথমিক কুশল বিনিময়ের পর দুজনেই খাবার নিয়ে একটা খালি টেবিলে গিয়ে বসলো। ইয়াসমিন জানালো সে ঢাকা থেকে তার ছোট বোনের বিয়েতে সিডনি যাচ্ছে। তার বাবা ডেন্টিস্ট এবং সেখানেই তাদের সমস্ত পরিবার সেটেল করেছে। ইয়াসমিন ঢাকতেই রয়ে গেছে ,ঢাকায় তার ভালো লাগে এবং সে এক বেসরকারী ব্যাংকের কর্ম কর্তা। আর হারুন জানালো সে সিডনি ইউনিভার্সিটিতে আধ্যাপনার কাজ নিয়ে সেখানে যাচ্ছে।

হারুন জিজ্ঞেস করলো , "তোমার বরকে তো দেখছিনা ! মানে ইফতেখারকে। যাকে কলেজে তুমি আদর করে ডাকতে "ইফতি "। সেই সুদর্শন , ধনীলোকের ছেলেটি। তোমার মতো মেয়ের মন জয় করতে পেরেছে বলে আমার তো ওকে দেখলে রীতিমতো হিংসে হতো। "

হারুনের প্রশ্নটি শুনে ইয়াসমিন কিছুক্ষনের জন্য বাকহারা হয়ে গেলো। আন্নন্দঘন পরিবেশটা যেন এক মুহূর্তে নিস্প্রান হয়ে পড়লো। তারপর আবেগ জড়িত কণ্ঠে ইয়াসমিন উত্তর দিলো ," আমাদের বিয়েটা হয়নি ,বলতে পারো ইফতি তার মত বদল করে আমাকে তার অপারগতার কথা জানালো। আমিও তার কথার অমর্যদা করা থেকে বিরত থাকলাম। "

" কি এমন ঘটনা ঘটলো যার জন্য সে তোমাকে বিয়ে করতে নারাজ হলো ?"

" মানুষের মন বুঝা মুশকিল। যে লোকটি প্রেমের আবেগে তার মনের দুয়ারে আমাকে সর্বক্ষণ জড়িয়ে রাখতো ,সে কিনা একদিন শুকনো মালার মতো আমাকে মাটিতে ছুড়ে ফেলে দিলো। "

"আহা ভনিতা না করে আসল ব্যাপারটি বলতে তোমার কি দ্বিধা হচ্ছে ?"

" মোটেই না; তোমাকে জানাতে আমার কোনো সংকোচ বা লজ্জা নেই, কলেজে তুমিইতো আমার কাছের মানুষ ছিলে। তারপর তুমি স্কলারশিপ নিয়ে বিলেতে চলে গেলো , আজ পাঁচ বছর পর তোমার সাথে দেখা হলো। আমার জীবনের চরম দুদর্শার কথাটি তোমাকে নিশ্চয় বলা যেতে পারে ! "

"যে বছর তুমি বিলেতে চলে গেলে ,তখন আমি অনার্স পড়ছিলাম। হটাৎ করে আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম ,গুরুতর অসুস্থতা। নানা রকম টেস্ট করার পর আমি জানতে পারলাম আমার শরীরে

cervical cancer বাসা বেঁধেছে। সময় মতো রোগটি ধরা পড়েছে ,তাই চিকিৎসার কোনো ত্রুটি হলোনা। রোগটা এখন রেমিশনে আছে ,তবে আমি কোনোদিন "মা " হতে পারবোনা। কথাটি ইফতির মনোপুত হয়নি। সে আস্তে আস্তে আমার জীবন থেকে সরে দাঁড়ালো।আমার মনের মধ্যে একটা জীদ চেপে গোলো , পুরুষ মানুষের প্রতি এক প্রকার ঘৃনা এসে গেলো। আমাদের সমাজে পুরুষ মানুষেরা সত্যিকারের ভালোবাসার মূল্য দিতে জানেনা। আরো বুঝতে পারলাম একজন মহিলাকে সমাজে থাকতে হলে ,খেয়ে পড়ে বাঁচতে হলে , নিজের শররীরটাকে বেঁচতে হয়। সে প্রেমিকাই হোক ,স্বামী হোক অথবা অন্য যে কোনো পুরুষই হোক। শরীরটা অসুস্থ হয়ে পড়লে , তুমি মূল্যহীন , নেই কোনো দাম। তাই তো মনে প্রশ্ন জাগে তবে কিসের এই ভালো বাসা , কেন তবে ভালোবাসার নামে এই নাটকীয়তা ? " ইয়াসমিনের এক নাগাড়ে কথাগুলি শুনে হারুনের মনে হলো ইয়াসমিন যেন রাগে ফেটে পড়ছে। "

" তোমার ধারণার সব কথাগুলি সত্যি না। পুরুষ ,মহিলা সবারই দোষ গুন্ আছে ,কারণ আমরা তো মানুষ। তাই যতদূর সম্ভব আমাদেরকে সজাগ হয়ে চলতে হয়। তারপর যদি কোনো অঘটন ঘটে যায় ,তাহলে ভাগ্যকে দোষারুপ করে নিষ্কৃতি পাওয়া ছাড়া আর কিছু করার থাকে না।এখন বলো তোমার শারীরিক অবস্থা বর্তমানে কেমন আছে ? "

"ওই যে বললাম ,বর্তমানে রেমিশনে আছি। সব সময়ে মাথার মধ্যে ঘুরছে ,এই বুঝি ক্যান্সার রোগটা ফিরে এলো। আসল কথা হলো রোগটা ফিরে আসে না , কারণ এটা কখনো শরীর থেকে চলে যায় না , ভাগ্যচক্রে ওটা শরীরের ভিতর সুপ্ত হয়ে থাকে। কপাল খারাপ থাকলে হয়তোবা আগ্নেগীরি লাভার মতো আবার ফুঁস করে উঠতে পারে। "

"হয়তোবা!" হারুন ইয়াসমিনের কথার প্রতিধ্বনি করে উঠলো।

"জানো হারুন, আমি মৃত্যুকে ভয় পাইনা। কিন্তু এই যে মরে যাবো যাবো চিন্তাধারাটা মাথার মধ্যে সব সময়ে কিলবিল করতে থাকে সেটা সহ্য করা অত্যন্ত পীড়াদায়ক হয়ে উঠে। মানুষের জীবনে ডিপ্রেশনটা সচারচর যে কোনো কারণে , যেকোনো বয়েসেই হতে পারে। কিন্তু আমার বেলায় ডিপ্রেশনটা যেন যাবজ্জীবন কারাদণ্ড মনে হয়। মাঝে মাঝে কান্নায় চোখে জল এসে যায়। আমার জীবনটা কেন এমন হলো ? আমি তো কারো কোনো ক্ষতি করিনি। আবার নিজেকে বুঝাতে চেষ্টা করি , যত দিন বাঁচবো আমাকে শক্ত হয়ে বাঁচতে হবে। "

কিছুক্ষন নীরব থেকে ইয়াসমিন বলে চললো ," প্রতি ছয় মাসে আমাকে রুটিন চেক আপে হাসপাতালে যেতে হয়। তখন মনের ভিতরটা ভয়ে দুরু দুরু শুরু হয়ে যায়।মৃত্যুকে আমি ভয় পাই না ,আমার ভয় নিজের জীবনের শুন্যতা, একাকিত্বের কথা চিন্তা করে। ভয়টা ওখানেই আমার পাশে কেউ নেই। আমার মন প্রাণ তখন চায় ,আমার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু মৃদু হেসে আমাকে তার বাহুতে জড়িয়ে কেউ যদি বলতো , হে প্রিয়তমা ,কোনো চিন্তা করোনা ,সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে ,তাহলেই এ জীবনটাকে ধন্য মনে করতাম। এর বেশী আমার চাওয়ার কিছুই ছিলোনা।"

কথাগুলি বলে ইয়াসমিন লক্ষ্য করলো হারুনের চোখ দুটি জলে ছল ছল করছে। সে হারুনকে জিজ্ঞাসা করলো ," কি আশ্চর্য , তোমার চোখে জল যে ! আমি তো শুধু আমার দুঃখের কথা তোমাকে বললাম। "

" কেন জানি না তোমার দুঃখের কথা শুনে আমার হৃদয়টা ভারাক্রান্ত হয়ে পড়লো। তাইতো চোখের জল আটকাতে পারলাম না। "

প্রতাপাদিত্যের ঘড়ি

দীপংকর গৌতম

মাথায় মুকুট, দীর্ঘকায় মানুষ, বয়স সত্তর পেরিয়েছে। বয়সের ভারে একটু ঝুঁকে থাকেন, মোচে একটা আভিজাত্য ঝুলে থাকে। গৌড় বর্ণেও লোকটি রঙিন জামা গায়ে দিয়ে যশোর-বেনাপোল রোডে ঘড়ি বিক্রি করেন। নাম রামেশ্বর রাও। এ অঞ্চলের পরিচিত মুখ রামেশ্বর। তারা বিক্রির ভাষায় কোলকাতার ছাঁট আছে। শুনতে অসম্ভব সুন্দর। তার অসাধারণ অ্যাডভার্টাইজিং শুনে কেউ কেনে, কেউ কেনে না। কিন্তু মোবাইলে এই যুগে অনেকেই তার ছবি তোলে বা ভিডিও করে নিয়ে যায়। সাবলীলভাবে দরাজ কণ্ঠে তিনি বলে যান একাধারে-দিদি-এবং দাদী, ঠাকমা এবং বৌদি/ মা এবং মাছি, দাদু এবং পিছি/ আমি বিক্রি করি, প্রতাপাদিত্যের ঘড়ি/ স্বাধীন ছিলেন যিনি, তার কথাই জানি/ যশোরের রাজা, মোগল পেল ছাজা/কুছ পরোয়া নেহি, ছেলাম রাজা ছহি/ এই ছেই ঘড়ি ভাই, আজ ছারাদিন তোমাকে চাই/ প্রতাপাদিত্যেও ঘড়ি, নেহি ঝাড়ি ঝুরি.....এমন অজস্র কথা বলতে বলতে ঘড়ি বিক্রি করেন রামেশ্বর রাও।

আমি তখন পত্রিকার কাজে সীমান্ত এলাকার গণহত্যা নিয়ে কাজ করছি। চুকনগরের গণহত্যা নিয়ে রাতদিন তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করছি। একদিনে দশ হাজার নীরিহ লোককে হত্যা করেছে পাকিস্তানি বাহিনী। চুকনগর বাজারে সালামের টং দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে এলাকার বয়স্ক লোক নুরুদ্দিন বলছিলেন, বুইচেন, এই যে ভদ্রা নদী দেহিচেন-এই নদীতে চেয়ারম্যানের আদেশে আমরা লাশ ফেইলেচি। প্রতি লাশ পোঞ্চাশ পয়সা। আমি শুনি আর যন্ত্রণায় কুঁকড়ে উঠি। আমার চা খাওয়া হয় না। পত্রিকায় ফোন করে বার্তা সম্পাদকের সঙ্গে কথা বলি। তিনি পাশে সাইড স্টোরি দিতে বলেন। আমি ঘুরে বেড়াই সাইড স্টোরির খোঁজে। মুক্তিযুদ্ধ আমি দেখিনি। কিন্তু একটা মুক্তিযুদ্ধ আমার উপর কেমন করে যেন ভর করে আছে। আমি শৈশবে মায়ের কাছে শুনেছি আমাদের বাড়িতে মুক্তিযুদ্ধের ক্যাম্প ছিলো। সেই যুদ্ধের জায়গা, গণহত্যার স্থান কোন কিছুই চিহ্নিত হয়নি। একই অবস্থা চুকনগরেরও এতদিন পরে এই গণহত্যার স্বাক্ষী যত পাওয়ার কথা তত পাচ্ছি না। পাচ্ছি না সরাসরি যুদ্ধ করা কোনো লোক। ফলে সাইড স্টোরির সন্ধানে ঘুরছি।

ডিসেম্বরের শীত পড়তে শুরু করেছে। সন্ধ্যা হলেই কুয়াশায় ভরে যায় চারদিক। ডুমুরিয়ার রেস্ট হাউসে বিলের শীতল বাতাস আসে। আসে পরিযায়ী পাখির ডাক। দূরে শিয়াল ডাকে। বিলগুলো ঘেরাও করছে ঘের। এই নোনা পানির রাজনীতির শিকার খুলনা অঞ্চলের মানুষ। সবকিছুর পর বাসে দেখা রামেশ্বর রাও কেন যেন আমার মনে ছায়াপাত করে। প্রত্যাপাদ্যিত্যের ঘড়ি বিক্রি করে চলে রামেশ্বরের জীবন। ভাবি 'রাও' পদবী বাঙালীর কি করে হয়? আমার প্রথমেই মনে পড়ে ইতিহাসের বালাজী বাজী রাওয়ের কথা। যুদ্ধে বিচক্ষণতার অভাবে তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধে তিনি হেরেছিলেন। আঠারো শতকের মধ্যভাগে ভারতের মারাঠা সাম্রাজ্যের এই নেতা নানা সাহেব নামেই পরিচিত ছিলেন। তার সময়ে 'ছত্রপতি' (মারাঠা রাজা) কেবল একজন আনুষ্ঠানিক ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। বালাজী রাওয়ের সময়ে মারাঠা সাম্রাজ্য এর ইতিহাসে সর্বোচ্চ বিস্তার লাভ করেছিলো। তার মানে রাও পদবী বাঙালীর নয়। তাছাড়া আরেক খুনী রাওয়ের কথা অনেকেরই জানা। তিনি রাও ফরমান আলী। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর এই কর্মকর্তার নেতৃত্বে বুদ্ধিজীবীহত্যা সংঘটিত হয়েছিলো। রাও তাহলে বাঙালীর পদবী নয়। কিন্তু কে এই রামেশ্বর রাও? তাকে আগ্রহবশত জিজ্ঞেস করেছিলাম তিনি কোথায় থাকেন। বেনাপোল, বলেই কেটে পড়েন। তারপরে আর তার খোঁজ নেই। বহু খোঁজ খবর করে তিনিদিন পর সকালে রামেশ্বরের খোঁজে বের হই। বেনাপোলের রফিজের চায়েরদোকানে গিয়ে জিজ্ঞেস করে জানি তার বাড়ির ঠিকানা। ঘর নেই, বেসাতি নেই, বিয়ে করেননি, মুক্তিযুদ্ধ করেছেন সব খবর পেয়ে যাই রফিজের দোকানে বসেই। তারপর তার বাড়িতে যাই। তিনি দেখে অপ্রস্তুত হন। মোড়া টেনে ঘরে বসতেই বুঝেছিলাম আমার উপস্থিতি তার পছন্দ হয়নি।

কেমন আছেন? জিজ্ঞেস করতেই তার কলপ করা ভারী মোচের নীচে বিরক্তির গভীরতা দেখলাম। তারপরও সাংবাদিক বলে কথা, এই বিরক্তিতে কি হবে একটা স্টোরি পেলেই হলো। আমার বার বার মনে হচ্ছিলো তিনি সাধারণ হকার নন। যাইহোক তার প্রশ্ন আমি কি চাই? আমি বললাম ভাই তেমন কিছু না। পরে তাকে জিজ্ঞেস করি তিনি যে ঘড়ি বিক্রি করেন তাকে প্রতাপাদিত্যের ঘড়ি বলেন কেন?

প্রতাপাদিত্য ছিলেন মহারাজা প্রতাপাদিত্য রায় । বাংলাদেশের যশোর রাজ্যের শাসক ছিলেন। যিনি মুঘল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম এক স্বাধীন রাজ্যের মহারাজা । মুঘল শাসনাধীন ভারতে প্রথম স্বাধীন "স্বরাজ" এর আদর্শ স্থাপন করেন এই বাঙ্গালী সম্রাট । তারপরে মোগলদের আক্রমন। মানসিংহের অভিযান সবইতো ইতিহাস। এর সঙ্গে এই ঘড়ির সম্পর্ক কি? এরপরে ঘড়ির কথা যদি বলি সে কাহিনীও আলাদা। কারন ১৫২৪ সালে প্রথম পিটার হেনেলিন পকেট ঘড়ি তৈরি করেছিলেন। ১৬৫৭ সালে এসে ডাচ জ্যোতির্বিদ ক্রিশ্চিয়ার হাইজেন্স সম্পূর্ণ নির্ভুলভাবে মিনিট, সেকেন্ড ও ঘণ্টা নির্দেশকারী উন্নতমানের যান্ত্রিক ঘড়ির নকশা করেন। তাহলে এসব আধুনিক ঘড়ি যা বিংশ শতকে মানুষের হাতে উঠেছে । তার সঙ্গে প্রতাপাদিত্যের সম্পর্ক কি?

তিনি বলেন, আমি বিশ বছর ধরে বাসে ঘড়ি বিক্রি করে খাই। আপনার কি ক্ষতি হলো? আমার কোন কথাই যখোন তিনি শুনছিলেন না, তখন আমি ব্যাগ থেকে আমার ক্যামেরা বের করে তার একটা ছবি তুলে বললাম, রামেশ্বর বাবু আমি একটা পত্রিকায় কাজ করি। আপনার অ্যাডভাটাইজিং শুনে মুগ্ধ হয়েছি। আপনার সঙ্গে গল্প করবো ও একটা স্টোরি করবো বলে অনেক খুঁজে আপনাকে বের করেছি। আপনার আপত্তি থাকলে তাও করবো না। আমি কোন ক্ষতিকর কেউ না। রামেশ্বর এতক্ষণে স্বাভাবিক হয়ে হাসতে হাসতে বরিশালের আঞ্চলিক ভাষায় বললেন, মুই ভাবজেলাম আমনে বেমালা ভয়ংকর লোক। হেইয়ার লাইগ্যা মুই দুইদিন কামে যাই নাই। তিনি আমাকে খাটে বসতে দিয়ে নিজে একটা জল চৌকিতে সামনে বসেন।আমি অনেক কথার পওে তাকে জিজ্ঞেস করি আপনি প্রতাপাদিত্যের ঘড়ি পেলেন কোথায়? তার সময়কাল হলো ষোড়শ শতকের মধ্যভাগ । এ সময় কি বাংলায় হাতঘড়ির ব্যবহার শুরু হয়েছে? তিনি হাসতে হাসতে বলেন হেয়া মুই জানমু কেমনে? মুই এইয়া কইলে মানুষ ঘড়ি কেনে হেইয়ার লাইগ্যা কই। এবার জিজ্ঞেস করি আপনার বাড়ি কোথায়? আর রামেশ্বও রাওইবা হলেন কিভাবে বলবেন? এবার তিনি বলেন ভাই এতকাল কওয়ার কোন সুযোগ হয় নাই।রামেশ্বও রাও এবার বলেন, মোর আসল নাম নলিনী চৌধুরী। মোর বাড়ি বরিশালের বানরীপাড়া। বাড়ি যাওয়া হয়নি কোন কালে। বাবা কাজের সূত্রে যশোর থাকতেন।এখানেই আমাদেও বেড়ে ওঠা। আমাদেও দিনকাল ভালোই যাচ্ছিলো এরমধ্যে আসে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ। ঢাকায় ২৫ মার্চ ক্রাক ডাউনের পরে আমরা প্রথমে বানারীপাড়ার বাইশারীতে আত্মীয় বাড়ি চলে যাই। পরে সেখানেও আর্মি আসবে আর্মি আসবে শুনি। সেখান থেকে বাবা- মাসহ চলে আসি যশোর। শুনতে পাই চুকনগর গেলে ভারত যাওয়া সহজ। পরে অনেক মানুষের সঙ্গে চুকনগরে সবাই গিয়ে আশ্রয় নেয় ভারত যাওয়ার আশায়। এই এলাকার অনেক লোক মুক্তিযুদ্ধে যায়। আমিও চলে গেলাম। ভারতে বসেই শুনলাম চুকনগরে দশ হাজার মানুষ জমা হয়ে ভারত যাওয়ার অপেক্ষায় ছিলো। এ সময় রাজাকাররা পাকিস্তানী বর্বরবাহিনীকে খবর দেয়। পাকিস্তান বাহিনী এসে চালায় খান্ডব দাহন। এখানে দশ হাজার মানুষ শহীদ হয়। তারমধ্যে আমার পরিবারের সবাই শহীদ হয়েছে বলে শুনেছি। আমি মুক্তিযুদ্ধেও ট্রেনিং নিয়ে দেশে ঢুকে যশোর এলাকায় যুদ্ধ করলাম। দুর্ধর্ষ সব যুদ্ধে অংশ গ্রহন করেছি। একদিন যুদ্ধেও ভিতওে পায়ে পাকিস্তানি শত্রু সেনাদেও গুলি লাগলো। সীমান্তের হাসপাতালে চিকিৎসা হলে আবার যুদ্ধে গেলাম। দেশ স্বাধীন হলো। কিন্তু কোথায় যাবো? যশোরের ভাড়া বাড়ি পুড়ে গেছে। বানারীপাড়ার বাড়ি সন্ধ্যা নদীর ভাঙনে চলে গিয়েছিলো আরো আগে।এখানে কাজ নেই , দেশ পুনর্গঠন চলছে- আমি কোলকাতায় গিয়ে কাজের চেষ্টা করি। কাজ হয় না। পরে কাজ পেলাম মহারাষ্ট্রে গিয়ে। সেখানে এক মারাঠা পরিবারে কাজ নিলে আমার নাম হয় রামেশ্বর রাও। কিন্তু সেখানে মন টিকছিলো না।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নিয়মিত এক বাহিনীর গেরিলা আমি। আমার মন কোথাও টিকবে? আবার ফিরে আসি বাংলাদেশে।মুক্তিযুদ্ধের সহযোদ্ধা সেতুর বুদ্ধিতে বাসে ঘড়ি বিক্রি করি। ওর বাড়িতেই থাকি। বাসে একাত্তরের রাজাকার- মুক্তিযোদ্ধা সবার সঙ্গে দেখা হয়। মুক্তিযোদ্ধও তালিকায় আমার নাম নেই, কেউ জানেও না এই দেশ স্বাধীন করে যারা নিঃস্ব হয়েছে আমি তাদেও একজন। চুকনগরে আমি এখনো যাই, মা-বাবাকে খুঁজি। দেশের পতাকাটা ছাড়া আর কেউ নাইরে ভাই।

বলে অঝোওে কাঁদতে থাকে যশোর - বেনাপোল বাসের রামেশ্বও রাও-আমার নলিণীদা। আমি তাকে বলি আমি আপনার কথা লিখবো দাদা। আমি পরিবহনের খোঁজে হাঁটতে থাকি। রামেশ্বর রাও ভেজাচোখে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে অদৃশ্য হয়ে যায়।আমি চলতে থাকি নতুন সংবাদেও খোঁজে।

শিল্পকর্ম

কাজী জহিরুল ইসলাম

প্রকৃতি-সৃষ্ট একটা কিছু দেখে মানুষ প্রায়শ অভিভূত হয়,
মুগ্ধ হয়,
কেউ কেউ সেই মুগ্ধতার প্রতিকৃতি তৈরি করে,
কেউ ভাস্কর্য নির্মাণ করে,
কেউ রঙতুলির আঁচড়ে ক্যানভাসে ভাসিয়ে তোলে প্রিয় কোনো দৃশ্য,
কেউ নির্মাণ করে শ্রেষ্ঠতম শব্দের বিন্যাস,
মানে একটি কবিতা, আবার কেউ নির্মাণ করে চলচ্চিত্র,
এইসবই শিল্পকর্ম,
শিল্প মানেই কৃত্রিম, অ-প্রাকৃতিক।

দেখা থেকে নির্মাণ অব্দি যে দূরত্ব, এটি শিল্পের গর্ভাবস্থা,
এই সময়ে শিল্পের হাত-পা গজায়,
হৃৎপিণ্ড তৈরি হয় এবং
জন্মের জন্য সে প্রস্তুত হতে থাকে।

দেখার মধ্যেও একটা বড়ো ব্যাপার ঘটে,
এই ব্যাপারটিই বলে দেয় কে শিল্পী
আর কে শিল্পী নয়।
দুজন মানুষ একটি বৃক্ষের দিকে তাকিয়ে কি একই বৃক্ষ দেখে?
দুজন মানুষ আসলে দেখে দুটি বৃক্ষ,
প্রত্যেকের বুকের ভেতর তার নিজস্ব একটি বৃক্ষ আছে,
নিজের একটি নদী আছে,
নিজের একটি পাহাড়, অরণ্য আছে,
আছে খুব নিজের একটি পাখি,
সব পুরুষের বুকের ভেতর তার নিজের একজন নারী থাকে,
নারীদেরও থাকে এক অনিন্দ্য পুরুষ।

সব মানুষের মধ্যে সে তার নিজের মানুষের প্রতিফলন দেখে,
এবং বাইরের দৃশ্যের সঙ্গে ভেতরের দৃষ্টি, যাকে আমরা অন্তর্দৃষ্টি বলি,
তা মিশিয়ে তৈরি করে নতুন এক গাছ,
নতুন এক পাখি,
নতুন নদী,
নতুন নারী কিংবা পুরুষ।
যিনি শিল্পী, নিজের মধ্যে অনুভব করেন
সেই দৃশ্যের রেপ্লিকা তৈরির তাড়না।

শিল্পকর্ম হচ্ছে শিল্পীর চোখে দেখা প্রকৃতি-সৃষ্ট দৃশ্য বা প্রাণের
এক অনিন্দ্য রেপ্লিকা, আর কিছু নয়।

নির্বোধ বুজুর্গি

কাজী আতীক

কখনো যখোন গভীর সমুদ্রে সৃষ্টি হয় নিম্নচাপ,
ক্রমশ জোরালো হবে, ফুসে উঠবে সাগর,
শুরু হবে প্রলয় ঝড়, সাথে বজ্রবৃষ্টি অঝোর,
জানা ছিলো সবারই,
উপরন্তু বিপদ সংকেত দেখিয়েও যেতে বলা হয়েছিলো
শুরুতে স্থানীয়, ক্রমশ উর্ধ্বমুখী তারপর মহা ইত্যাদি,

তবুও কেউ সহজে ছেড়ে যেতে চান না নিজস্ব বসত,
যেতে চান না অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানান্তরে,

অতঃপর যদি প্রাণহানি হয়, মানুষ এবং গবাদি
যদি নষ্ট হয় যাকিছু অস্থাবর সহায় সম্পত্তি,
বৈরী প্রকৃতিকে দোষারোপ করে লাভ কি হবে কিছু?

উপায় ছিলো নিজেকে বাঁচানো সাথে কিছু জরুরি,
বুদ্ধিভ্রষ্ট- সবকিছু বাঁচাতে চাওয়া নিরেট পাগলামি,
পরিণাম- আমতো গেলো গেলো- সাথে ছালাও
অথচ শুনেছি- নিজের ভালোটা নাকি পাগলও বুঝে।

কোথায় গেলো সব

পলি শাহীনা

বাড়ি ঢুকতেই মনে হলো, কোথায় আমার বাবা-মা!
কোথায় আমার রঙিন ছেলেবেলা!
কোথায় সে স্নিগ্ধ সকাল, শান্ত দুপুর,
যাযাবরী সন্ধ্যা!
কোথায় আমার ভাইবোন, ভাতঘুম, খেলার সাথীরা!
কোথায় সে উৎসব, জাউ ভাতের গরম থালা
কোথায় সে ফুলের বাগান, হাসনাহেনা, অপরাজিতা!
কোথায় সে সোঁদা মাটি, রসুইঘর,
ফোড়নের ঘ্রাণ, বাঁশপাতা
কোথায় সে পূবের মাঠ, রুপালি রোদ,
সহজ পাঠ, পাঠশালা!

গাঢ়তর বিষাদে ডুবে শূন্যতার তরঙ্গ সাঁতরে ভাবছি,
কেউ কি তাদের খবর জানে?
ঠিক তখুনি চোখ পড়ে রঙ্গনে,
সে আমায় উবু হয়ে পরম আদরে কাছে ডাকছে।
হাত বাড়াতেই যেন কতগুলো রঙিন প্রজাপতি
উড়ে গেলো আকাশে।
অজস্র শুকনো পাতাদের সঙ্গে হেলেদুলে আমিও
উড়ে যেতে থাকি উৎসবে।
জীবনচক্র ঠিক এরকমই, ঝাপসা চোখ মুছে
এক আশ্চর্যজনক আনন্দ যাত্রা অজানা-অচেনা গন্তব্যে।

সূর্যগন্ধা মেঘ

রফিকুল নাজিম

সূর্যগন্ধা মেঘ, আমায় চেয়ে দেখ্
আমি কেমন আছি?
দেখ্- দু'চোখে আমার সাত সমুদ্রের জল
প্রায়শই তুই সেই জলে স্নান করিস
আমার বুক ভিজে;
তবুও কেন তোর মন ভিজে না?

আজও আমার বুকে জল গড়ায়
আমি আর ভিজি না
সূর্যগন্ধা মেঘ,
কেন ভিজি না- বলতে পারিস?

উজানে

সনজিৎ নারায়ণ চৌধুরী

তুমি তো উজানি, উজানেই তোমার বাস
তবে কেন ভাটির নদীর সাথে মেটাতে চাও মনের আশ?

স্রোত ছিলো না, ঢেউ ছিলো না--ছিলাম নিরিবিলি

শুনেছি, গন্ধমে হয় খেলা শুরু
সরোবরে নিশিঘুমের বদলে বরং
নৌকায় যাবো আমি

ঘোলাজলে উজানে অলকানন্দায়।

যথাবিহিত ভালোবাসা

সাজ্জাদুর রহমান

একটু যথাবিহিত ভালোবাসা পেতে
মৌণ বিছানার পাশে বসে থাকে পীড়িত সময়
হৃৎপিণ্ডের হাঁসফাঁস
আলিঙ্গন করে শিল্পের কারুকাজ।

দুর্দান্ত দার্শনিক মগজের রেণুগুলো
মরে যায় ভোর অবধি
আরাধ্য জীবনের নদী পেরিয়ে
ক্লান্তির রহস্য জমে থাকে রজ্জুদেহে।

এই কর্পোরেট জীবন সোঁদা আঁশটে গন্ধে
চতুর মড়কের উনুনে দাহ্য হয়।

ভালোবাসার দূরারোগ্য আসবাব
জ্বলে জ্বলে রূপান্তরিত হয় ফণীমনসায়
অথৈ সমুদ্রে রংচটা ব্রিজের নিচে
হিমাচল দেহটাকে মনে হয় শর্করা তৈজস।

অনতিক্রম্য বিষাদ

বেনজির শিকদার

গর্ভবতী জোছনায় মনটা আর্দ্র ভীষণ
বালখিল্যতা নয় কিছু বন্ধুও পেয়েছি;
কতক পরিবার গড়ে উঠেছে হৃদয়ের অদূরে।

জগৎ-সংসার বলে কথা!
পলে পলে পাতার নাচনের মতো অনুভূতির বিস্তার
ছায়ায়-কায়ায়-মায়ায় গৃহস্থালিও রচনা করতে চায়।

লুলো-ঠ্যাটাদের মতো ঘিরে ধরা অভিপ্রায়-উদ্গাম
আছে ব্যঞ্জন অবসরে কিলবিলিয়ে ওঠা—
স্মৃতিবিজড়িত মসলিন মায়া;
যেন হাপিত্যেসে গলধকৃত;
সমীরণ-সৌন্দর্যে স্বর্গকে হার মানানো!

পিঞ্জরে কুলফি মালাই ক্ষরণ নিয়ে মন
বিষে বিষক্ষয় ভালো থাকা নয়; মনস্তাপ, দহন
কুয়াশাচ্ছন্ন নির্মম সব, বড়ো এলোমেলো ভীষণ!

যেন সাইরেন বাজিয়ে মনের দোটানা কুরেকুরে খাওয়া
যেন কোথাও এক অবসম্ভাবি অনতিক্রম্য বিষাদ!
যেন কষ্টবাড়ির ঝংকারে এক ধুতুরার শরীর!
যেন বুক-ইঁদারায় হলাহল পান করা এক নীলকণ্ঠ!

যেন ভালোবাসা আমার সহ্য হয় না—
আর কী এক অপেক্ষার বুনোজলে ভেসে যায় সকল
জবাব!

এই যে অবারিত আকাশ তার কোন মালিকানা নেই। অথচ সীমান্ত বরাবর প্রথম আকাশের সবটুকুই একেকটি রাষ্ট্রের মালিকানায় চলে গেছে। নীল সে আকাশ কখনো কালো মেঘে ছেয়ে যায়। আবার কখনো রক্তিম সূর্যের মত ক্ষেপে যায়। এই খামখেয়ালির আকাশ মানুষের মনোযোগ কাড়ে বিভিন্ন ঋতুতে। প্রকৃতির ভালোবাসা সবটুকু নিংড়ে দিতে চায় বসন্তে। বসন্তে সর্বত্রই দোল দোল দুলুনি ভাব। আহা! মনটা যে কেমন যেন উদাসী হয়ে ওঠে। মাতোয়ারা হয় মন। কেমন এক অদ্ভুত শিহরণ জাগিয়ে জানান দিতে চায় আমিও প্রেমে উন্মাতাল! ভালোবাসতে মুখিয়ে আছি। সংসার বিমুখ মানুষের সংসারী হতে চাওয়ার মতো। নির্বিকার মানুষের বিকার ফিরে পাওয়ার মতো। প্রকৃতিই উদ্বেল করে তোলে সীমাহীন।

বসন্তের আগমনে প্রকৃতিও যৌবন ফিরে ফিরে পায়। অতি আবেগী হয়। পাখিদের কূজন আর কিচিরমিচির শব্দের রেশ কাটিয়ে এক সুরেলা ঝংকার তোলে যুবতী কোকিল। এ যেন মনোযোগ কাড়তে প্রাণান্ত চেষ্টার স্ফুরণ। মানুষের সাথে পাখিদের ভাষাগত মিল না থাকলেও ভাবগত মিল বেশ লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। মানুষ অতিশয় প্রেমে পড়ে! মাতোয়ারা প্রেম! যৌবনের কুসুমিত প্রেমের ফল্গুধারা আবার জেগে ওঠে। খুব ভালোবাসতে ইচ্ছে হয়। সেই ইচ্ছেরা অবারিত অবিরত শক্তিতে নিজেকেই জাগিয়ে রাখে প্রাণে প্রাণে-মনে মনে।

মেহেরজানের সাথে আমার তেমনই এক প্রেম জমে ওঠে, যেখানে আলিঙ্গনের ত্রিমাত্রিক পাঠ জানা হয়। চেখে দেখা হয় মনের উত্তাল সমুদ্রের উপচে পড়া ঢেউয়ের নোনাপানি। সে কি আথালি-পাথালি সুখ। চৈতন্যের শির আরো পোক্ত হয়। বেবাক ভালোবাসাবাসি হয়, লোকচক্ষুর আড়ালে। আমি আর সে-এত এত কল্পিত সুখ বাস্তবে ধেই ধেই করে আসে। আসে আমাকে নাড়িয়ে, আমাকে ঝাঁকিয়ে। এ প্রেম আমাকে ভাসিয়ে দিতে চায়, শূন্যে উড়িয়ে নিতে চায়।

মেহেরজানকে নিয়ে বিস্তর গল্প আছে। দিনের গল্প। রাতের গল্প। রাতের অন্ধকারের গল্প। নির্জনতার গল্প। আয়েশি গল্প। অতিশয় গল্প। সকল গল্পের পাঠ জল্পিত কল্পিত, স্পষ্ট ও ধাঁধার। মন ও প্রাণের, জীবনের ও মরণের। কেমন মরণ? তবে স্পষ্ট করেই বলি, আমি আর তার বেখেয়াল ইচ্ছে অনিয়মতান্ত্রিক ফসলের মাঠে পেশাদার চাষির মত চষে যাই। ফলনের লোভে নয়। ফসল চাই না দু'জনের কেউই। শুধুই ভালোবাসা ফেরি করি। নিজেকে জড়াতে চাইনি কোন দ্বিধায়। সেও না। আমরা শুধুই প্রেমে মাতোয়ারা হই। খোলনলচে পাল্টে দিতে চাই নিজেদের অবাধ্য কিছুতে। পাথরের গল্প হতে চাই। নুড়ি পাথরের। শাদা পাথরের। ঝকমকি পাথরের। যে পাথর প্রণয় আবেগে ভরিয়ে দেয় নদীর বিস্তার। তেমন পাথর হয়ে বাঁচিয়ে রাখতে চাই প্রাণপণ। তার সাথে, গোধূলি দেখা হয়, সন্ধ্যার দীপ জ্বলা আকাশে তারাদের উন্মত্ততা দেখা হয়। শীতের কুয়াশায় পায়ে পায়ে হেঁটে যেতে যেতে কদমে কদম মেপে সেও বুঝিয়ে দিতে চায় তাকে ছেড়ে গেলেও পেয়ে যাবে খোঁজ। লুকিয়ে কিংবা আড়াল করেও আমাকে হারাতে দিতে চায় না।

তারপরও সে হারিয়ে যায়। সাগরের অতলে নাকি মহাশূন্যের কৃষ্ণগহ্বরে, বুঝি না। আমি তাকে খুঁজে যাই। পাহাড়ে, অরণ্যে লোকালয়ে। আপন আলোয় সেও অন্ধকার খুঁজে ফেরে। কল্পিত সুখের ছোঁয়ায় যে আমাকে বিলীন হতে দিতে চায়নি, আমিই শুধু তাকে আমার ভিতর আবিষ্কার করি, করে ক্ষান্ত দেই না বরং তার ভিতর বাহির চষে নিজেকে আবিষ্কার করি। আমাকেই ফেরত চাই বড় আবেগে। সে দিতে চায় না! আমাকে চুরমার করে দিয়ে যায়। আমি আর আমার থাকি না। নিজেকে বোকার মত হারিয়ে ফিরি। এ যেন তোলপাড় করা আমার ভেতরের আমি হতে চাই, ফাগুনের আহ্বানে তারার দীপ্তি ছড়িয়ে।

কতদিন তার হয়ে নিজেকে জাগিয়ে রাখি। অথচ সে জানে না সে কথা। স্পর্শের যত অনুভূতি সবই পরখ করা হয়ে যায়। তাকে নিয়ে ভাবি। ভাবনার অতল থেকে বের হতে চায় না এ মন। আমি যে তার ধার করা নই! মানুষ কত কি ধার করে, ধার ধারে না কত কিছুর। আদতে সে কখনো পাখি হতে চায় মনোজগতে। আমি সে পাখি হতে চাইনি। কারণ পাখিদের কাকলি বুঝি, ভাষা বুঝি না। আমার চোখের ভাষা এত বেশি সে জানে যে, তাকে কখনো ভুলিয়ে রাখা যায়নি। প্রেম আসে দুজনের ইচ্ছেতে। সে গল্পের আরো এক অন্ধকার দিক আছে বলেই জানান দেওয়া হয় না আমার। আমি তার হয়েই আছি অথচ সে আমার নয়! সে আমাকে পাথর বানিয়ে দুঃখ ভরে দেয়। আর বলে গড়িয়ে চল আমাকে পাবি! এ কোন জীবন নিয়ে খেলেছে সে, যে আমার নয় অথচ আমি তার! আমি তার জন্যে পাথর হয়ে আছি পাহাড়ের ভিতর। দুঃখ পুষে রাখা এক কঠিন পাথর। যে পাথর কোমায় থাকে; আমিও ঘুমিয়ে থাকি কোটি কোটি বছর!

বিদ্যারত্নং মহাধনম্
VIRTUE IS KNOWLEDGE

সুধী,
আগামী ১৬ই ফেব্রুয়ারী ২০২৪ (শুক্রবার) বাংলাদেশ বেদান্ত সোসাইটি বিদ্যাদেবী শ্রী শ্রী সরস্বতী পূজার আয়োজন করছে। মাতৃবন্দনার এই পুণ্যলগ্নে মাঙ্গলিক কার্যে অংশগ্রহনের জন্য সবার সাদর আমন্ত্রণ রইল।

NAZU AKHAND

KAJOL

পুজার অনুষ্ঠান সুচীঃ

পূজা অনুষ্ঠানের সময়কালঃ বিকাল ৩টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত।
পূজারম্ভ বিকেল ৪-৩০ মিনিট, পৌরহিত্য করবেনঃ শ্রী টিটন আচার্যী।
পর্যায়ক্রমে থাকবে হাতেখড়ি, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, প্রসাদ বিতরণ
এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।
অনুষ্ঠানের শুভ সমাপ্তি রাত ১০ টা।

PUJA VENUE / পুজা মন্ডপ

Golden Years Party Hall
258-20 Hillside Ave, Floral Park, NY-11004
Note: Q43 Bus to 258 st, Hillside Ave. From 179 st F train Station.

DEBU CHOWDHURY

বিনীত

পূর্ণ চন্দ্র মুখার্জী
সভাপতি
646-477-8314

রীনা সাহা
সাধারণ সম্পাদক
347-891-9978

DEBASREE & SHUPTI

সদস্যবৃন্দ

অসীম সাহা, রতন দাস, উত্তম দাস, আশীষ সাহা, দেবব্রত দাস, জিতেন মন্ডল, বিশ্বজিত সরকার, ফনীন্দ্র সাহা, মাধব সাহা, উৎপল চৌধুরী, রিংকী নিয়োগী, তপন সাহা, কল্যানী চ্যাটার্জী, সনৎ সাহা, বনানী রায়, ঝুনু সাহা।

Bangladesh Vedanta Society NY, Inc.
বাংলাদেশ বেদান্ত সোসাইটি নিউইয়র্ক, ইনক

ABRAMS LAW GROUP

ABRAMSLAWGROUPPC
ABRAMSLAWGROUPPC

LET'S FIGHT TOGETHER
FOR YOUR JUSTICE

OUR SERVICES

- TRUCK ACCIDENTS | ট্রাক দুর্ঘটনা
- UBER/LYFT ACCIDENT | UBER/LYFT দুর্ঘটনা
- ASYLUM APPLICATIONS | আশ্রয়ের আবেদনপত্র
- FIANCE VISA PETITIONS | বাগদত্তা ভিসা পিটিশন
- EB1/E82 PETITIONS | EB1/E82 পিটিশন
- UNCONTESTED DIVORCE | অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিবাহবিচ্ছেদ
- CAR ACCIDENTS | গাড়ি দুর্ঘটনা
- TRIP AND FALL | ট্রিপ এবং পতন
- DEPORTATIONS | নির্বাসন
- VAWA PETITIONS | তাদের পিটিশন আছে
- FAMILY PETITIONS | পারিবারিক পিটিশন

ATTORNEY AT LAW
MELANIE ABRAMS, ESQ.
RECOVERED MILLIONS FOR OUR CLIENTS.

718-997-9797

CONTACT US

718-997-9797
ABRAMSLAWGROUPNY.COM
HTTPS://G.CO/KGS/IC36XA

ABOUT US

LET US PROTECT YOUR RIGHTS AND RECOVER THE FULL AMOUNT DUE FROM THE INSURANCE COMPANIES AND RESPONSIBLE PARTIES.

104-70 QUEENS BOULEVARD, SUITE 502
FOREST HILLS, NY 11375

AMERICAN TRAVEL AGENT ASSOCIATION
OF BANGLADESH INC. (ATAAB)
আমেরিকান ট্রাভেল এজেন্ট এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ ইনক (আটাব)

অভিষেক অনুষ্ঠান
৬ই ফেব্রুয়ারী
মঙ্গলবার
সন্ধ্যা ৭:০০
নবান্ন রেষ্টুরেন্ট এন্ড পার্টি হল
37-22 73rd Street
Jackson Heights, NY 11372

Inauguration Ceremony

সুধী,
আগামী ৬ই ফেব্রুয়ারী, ২০২৪ মঙ্গলবার আমেরিকান ট্রাভেল এজেন্ট এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ ইনক (আটাব) এর নব নির্বাচিত কার্যকরী কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠানে আপনি/আপনারা আমন্ত্রিত।

আমন্ত্রণে

আহ্বায়ক
মোঃ শামসুদ্দিন (বশির)
ফোন: ৩৪৭-৪৪৫-০৪৪৩

সদস্য সচিব
শ্যামল তালুকদার
ফোন: ৬৪৬-৭২৭-৭৭৭২

ধন্যবাদান্তে

সভাপতি
মোহাম্মদ সেলিম (হারুন)
ফোন: ৯১৭-৬৯১-৭৭২১

সাধারণ সম্পাদক
মাসুদ মোর্শেদ
ফোন: ৭১৮-৭৭৯-০০১১

Friends Communication

FIRDAUSUL HASAN & PRABAL HALDER PRESENT
A FRIENDS COMMUNICATION PRODUCTION

A FILM BY BRATYA BASU

USA DISTRIBUTION
BIOSKOPE FILMS LLC

USA THEATER LIST - RELEASING NATIONWIDE FEB 2ND, 2024

NEW YORK
JAMAICA MULTIPLEX CINEMAS, QUEENS NEW YORK CITY
REGAL TRANSIT CENTER STADIUM 18, BUFFALO
REGAL GALLERIA MALL STADIUM 16, POUGHKEEPSIE
REGAL CROSSGATES STADIUM 18, ALBANY

NEW JERSEY
REGAL COMMERCE CENTER STADIUM 18, NORTH BRUNSWICK
BIG CINEMA MOVIE CITY CINEMAS, EDISON

VIRGINIA
REGAL MANASSAS STADIUM 14, MANASSAS

MARYLAND
CINEMARK EGYPTIAN 24, BALTIMORE

MASSACHUSSETTS
APPLE CINEMAS CAMBRIDGE, BOSTON

CONNECTICUT
APPLE CINEMAS XTREME, HARTFORD

GEORGIA
REGAL HOLLYWOOD STADIUM, ATLANTA / CHAMBLEE
REGAL MEDLOCK CROSSING STADIUM 18, ATLANTA / JOHNS CREEK
AURORA CINEPLEX CINEMAS, ATLANTA / ROSWELL

FLORIDA
MOVIES AT LAKE WORTH THEATRE, WEST PALM BEACH
REGAL SAWGRASS STADIUM 23 SUNRISE, MIAMI FT. LAUDERDALE
CINEMARK ORLANDO + XD, ORLANDO
REGAL CITRUS PARK TOWN CTR MALL, TAMPA

MICHIGAN
CINEMARK SOUTHLAND CENTER TALOR, DETROIT / TAYLOR
CINEMARK ANN ARBOR 20 IMAX, DETROIT / ANN ARBOR
MJR TROY GRAND CINEMAS, DETROIT / TROY
AMC FORUM 30 STERLING HEIGHTS, DETROIT / STERLING HTS.

MINNESOTA
MARCUS OAKDALE CINEMAS, MINNEAPOLIS
AMC ROSEDALE 14, MINNEAPOLIS

PENNSYLVANIA
AMC NESHAMINY 24, NESHAMINY BEN SALEM

DC / VIRGINIA
AMC POTOMAC MILLS 18, D.C./ POTOMAC

TEXAS
CINEMARK LEGACY 24 PLANO, DALLAS / PLANO
FUN ASIA RICHARDSON CINEMA, DALLAS / RICHARDSON
CINEMARK SOUTHPARK MEADOWS 14, AUSTIN
REGAL GATEWAY STADIUM 16, AUSTIN
CINEMARK 19 + XD KATY, HOUSTON / KATY

ILLINOIS
CINELOUNGE AT NILES CHICAGO, CHICAGO / NILES

NEW JERSEY
AMC JERSEY GARDENS 20, ELIZABETH

WISCONSIN
MARCUS SOUTHGATE CINEMAS, MILWAUKEE

INDIANA
REGAL GALAXY STADIUM 14, INDIANAPOLIS
GQT WABASH LANDING 9 PURDUE, WEST LAFAYETTE

OHIO
CINEMARK POLARIS 18, COLUMBUS

NEVADA
CINEMARK RENO PARK LANE, RENO

CALIFORNIA
LAEMMLE NORTH HOLLYWOOD 7, NORTH HOLLYWOOD
REGAL LONG BEACH STADIUM 26, LONG BEACH
CINEMARK ORANGE STADIUM 25, ORANGE
REGAL ONTARIO PLACE 22, ONTARIO
REGAL ESCONDIDO STADIUM 16, SAN DIEGO / ESCONDIDO
CINELOUNGE FREMONT 7, SAN FRANCISCO
CINEMARK UNION LANDING 25 + XD, SAN FRANCISCO
CINEMARK FOLSOM 14, SACRAMENTO / FOLSOM

NORTH CAROLINA
CIINEMARK RALEIGH GRAND, RALEIGH
PARAGON THEATRES CARY, CARY

WASHINGTON
CINEMARK LINCOLN SQUARE CINEMAS, SEATTLE BELLEVUE

প্রথম আলো

Prothom Alo North America
1 February 2024, Thursday, Issue 359

১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪, ১৮ মাঘ ১৪৩০, ২০ রজব ১৪৪৫, বৃহস্পতিবার

জাতীয় নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু হয়নি : যুক্তরাষ্ট্র

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

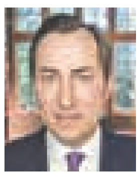

ম্যাথিউ মিলার

যুক্তরাষ্ট্র আবারও বলেছে, বাংলাদেশে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হয়নি। পাশাপাশি তারা বাংলাদেশের বিরোধী রাজনৈতিক নেতা-কর্মী, নাগরিক সমাজ, সংবাদমাধ্যমকর্মীসহ সবার গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ ও নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরে গত বুধবার নিয়মিত ব্রিফিংয়ে এক প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার।

মিলারকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, 'ওয়াল স্ট্রিট জার্নালে সম্প্রতি প্রকাশিত এক প্রতিবেদন অনুসারে কানাডার একটি তদন্তে জানা গেছে যে দেশটির নির্বাচনে রাশিয়া ও চীনের পাশাপাশি ভারতও

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৪

আবারও ড. ইউনূসের প্রতি ন্যায়বিচারের আহ্বান

২৪১ বিশ্বনেতার চিঠি

২৯ জানুয়ারী ওয়াশিংটন-ভিত্তিক সিভিক কারেজ নামে একটি সংগঠনের পক্ষ থেকে চিঠিটি প্রকাশ করা হয়েছে।

ঢাকা অফিস

ড. মুহাম্মদ ইউনূস

শান্তিতে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে চলমান আইনি হয়রানি ও সম্ভাব্য কারাদণ্ডের আশঙ্কায় উদ্বেগ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে একটি খোলা চিঠি পাঠিয়েছেন ২৪১ জন বিশ্বনেতা। এদের মধ্যে ১২৫ জনের বেশি নোবেলজয়ী রয়েছেন। ২৯ জানুয়ারী সোমবার ওয়াশিংটনভিত্তিক সিভিক কারেজ নামে একটি সংগঠনের পক্ষ থেকে চিঠিটি প্রকাশ করা হয়েছে। এটি তাদের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠানো তৃতীয় চিঠি। এছাড়া সংগঠনটি প্রটেক্ট ইউনূস নামে একটি প্রচারণা শুরু করেছে।

সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার স্বাক্ষর থাকা চিঠিতে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্দেশে বলা হয়েছে, আমরা নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের ওপর চলমান আইনি হয়রানি ও সম্ভাব্য কারাদণ্ডের বিষয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করতে এই চিঠি লিখেছি। আমরা মত প্রকাশের স্বাধীনতার প্রচার ও সুরক্ষার জন্য জাতিসংঘের বিশেষ প্রতিবেদক আইরিন খানের বক্তব্যের সঙ্গে ঐকমত্য জানাচ্ছি। তিনি ১ জানুয়ারি এই রায়কে 'ন্যায়বিচারের একটি প্রতারণা' হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন।

রায় নিয়ে চিঠিতে বিশ্বনেতারা বলেছেন, ত্বরান্বিত আইনি প্রক্রিয়া এবং বাংলাদেশের আইন কীভাবে প্রয়োগ হয়

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৪

কমিউনিটি অপ-এড

আপনি এ শহরেই সফলতা অর্জন করতে পারেন

এইচবি রিতা

এরিক অ্যাডামস

নিউইয়র্ক শহরের জননিরাপত্তা রক্ষা করা, অর্থনীতির পুনরুদ্ধার এবং শহরটিকে নিউ ইয়র্কবাসীদের জন্য আরও বসবাসযোগ্য করে তোলার মিশন নিয়েই গত দুই বছর যাবত এগিয়ে চলছে অ্যাডামস্ প্রশাসন। দুই বছরে শহরে অপরাধ কমেছে, চাকরি বেড়েছে, ১৪ হাজারের বেশি অবৈধ বন্ধুক বাজেয়াপ্ত করে সাবওয়েগুলোতে শহরের লোকদের নিরাপদে যাতায়াত করতে নিরাপত্তার ভিত তৈরি করা হয়েছে। তাই আজ নিউইয়র্কের কঠোর পরিশ্রমী লোকদের জন্য শহরটি আরো বসবাসযোগ্য হয়ে উঠেছে। হিপ হপের জন্মস্থান ব্রঙ্কসে গত সপ্তাহে সিটি মেয়র এরিক অ্যাডামস্, নিউ ইয়র্কবাসীকে শহরের অবস্থা সম্পর্কে জানান। সোমবার ২৯ জানুয়ারি কমিউনিটি অপ:এড-এ

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৪

আকাশ কলি দাশের বসতভিটায় গড়ে ওঠা পাখির অভয়াশ্রম।

পাখির জন্য ভিটেমাটি উৎসর্গ কলি দাশের

শাহীন রহমান

চারদিকে সবুজ আর সবুজ। কোলাহলমুক্ত সেই সবুজকে আশ্রয় করেছে হরেক রকম পাখপাখালি। আছে পরিযায়ী পাখিও। তাদের কলকাকলিতে মুখর চারপাশ।

পাখিদের নির্বিঘ্ন এ বিচরণক্ষেত্র পাবনার বেড়া উপজেলার কৈটোলা গ্রামে। গ্রামের সাড়ে ছয় বিঘা জমিতে পাখিদের এই অভয়াশ্রম গড়েছেন আকাশ কলি দাশ। পাখিদের সঙ্গেই তাঁর বাস। সেই জমিতে কোনো এক সময় গড়ে তোলা একটি মাটির ঘরেই

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৪

টক অব দ্য উইক

পরিবর্তনশীল প্রযুক্তি শিল্পের সঙ্গে নিজেদেরও আধুনিক হওয়া জরুরী বললেন মাহবুব সিদ্দিক

সোহানা নাজনীন

"আই, টি, প্রযুক্তির ব্যাপারে আমাদের বাঙ্গালি কমিউনিটির একটা ভীতি আছে। বর্তমান প্রজন্ম বাদেও তাদের অভিভাবকদের জন্যে আমরা প্ল্যান করেছি। টেকনোলজি যেভাবে বিস্তার লাভ

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

সৈয়দ জাকি দম্পতির অনন্য উদাহরণ

আমেরিকা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

সৈয়দ জাকি হোসেইন এবং তাঁর স্ত্রী রাহাত হোসেইন

আমেরিকা শুধু আমাদের দিয়েই যাচ্ছে এমন নয়, বাংলাদেশের সোনালি সন্তানরা আমেরিকাকেও দিয়ে যাচ্ছেন নানাভাবে। নিউইয়র্কে বাংলাদেশি আমেরিকান প্রকৌশলী, শিল্পোদ্যোক্তা এবং পরোপকারী ব্যক্তিত্ব সৈয়দ জাকি হোসেইন এবং তাঁর স্ত্রী রাহাত হোসেইন লং আইল্যান্ড নর্থওয়েল হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পুরো একটা ইউনিট দান করে অনন্য উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন। হাসপাতালটির পুরো কার্ডিও ভাস্কুলার ইনসেন্টিভ ইউনিট গড়ে উঠেছে হোসেইন দম্পতির অনুদানে।

৩১ জানুয়ারি বুধবার হাসপাতালে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে সৈয়দ জাকি হোসেইন এবং তাঁর স্ত্রী রাহাত হোসেইনের নামে নামকরণ করে ইউনিটের উদ্বোধন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে দেয়া বক্তৃতায় সৈয়দ জাকি হোসেইন বলেছেন, 'কোন অর্থ সম্পদই আমরা কবরে নিয়ে যেতে পারবো না। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমার শেষ ডলারটিও মৃত্যুর আগে আমি জনহিতকর কাজে দান করে যাবো।'

সৈয়দ জাকি হোসেইন নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ড এলাকার ব্যবসায়ী কমিউনিটির মধ্যে খুবই সম্মানিত একজন বাংলাদেশি আমেরিকান। দীর্ঘদিন থেকে নীরবে জনহিতকর কাজের মাধ্যমে তিনি অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে আসছেন। আমেরিকা ও বাংলাদেশে জনহিতরক কাজ এবং

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

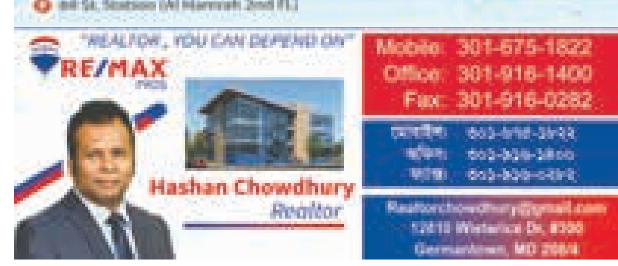

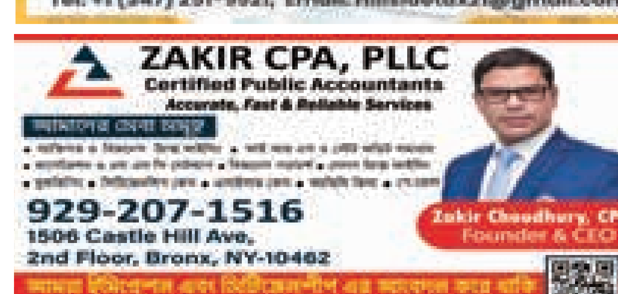

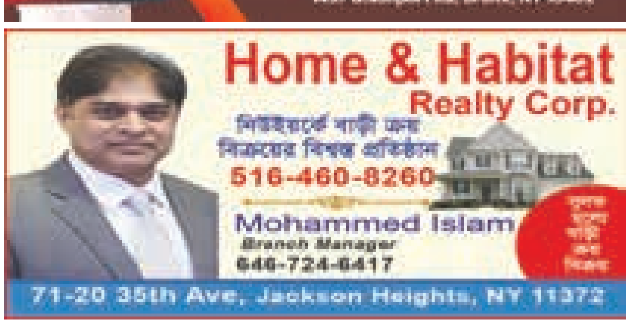

সম্পাদক: **ইব্রাহীম চৌধুরী**, নির্বাহী সম্পাদক: **মনজুরুল হক**। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা কর্তৃক ৩৭-১৮, ৭৩ স্ট্রিট, সুট # ২০২ জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক-১১৩৭২ থেকে প্রকাশিত।
ফোন: ৭১৮- ৩০৮ - ৫০২০, **ই-মেইল: নিউজ:** news@prothomalony.com, **বিজ্ঞাপন:** cm@prothomalony.com